চক্রব্যূহ

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

চক্রব্যূহ

পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্ লিমিটেড
শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিদ্যোৎসাহী নাট্যোৎসাহী

মাতুল

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

পাত্র

শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, বিদুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, যুযুৎসু, দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, বিরাট, উত্তর, সুশর্ম্মা, জয়দ্রথ, বৃষক ও অচল নামে গান্ধার সৈনিকদ্বয়, ভূরিশ্রবা, জরাসন্ধপুত্র সহদেব, রাজাগণ, অভিমন্যুসারথি সুমিত্র, ভীষ্মসারথি, বিরাটদূত, কৌরব-দৌবারিক, কৌরবপ্রহরী, কৌরব-সৈনিক, ত্রিগর্ত্তসৈনিক, নারায়ণীসৈনিক, গোপ-সৈন্যদ্বয়, বৃদ্ধগোপ, গোপগণ।

পাত্রী

কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, বিরাটপুরকন্যাগণ, মাঙ্গলিক-যাত্রাসঙ্গিনীগণ।

প্রথম অভিনয়

নাট্য নিকেতন

২ রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৭ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১ সাল

ইং ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীঃ

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা

প্রযোজনা

নেতৃত্ব	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ
সঙ্গীত (বাণী ও সুর)	...	কবি নজরুল
নৃত্য	...	শ্রীমতী নীহারবালা
দৃশ্য	..	শ্রীচারু রায়
সজ্জা	...	শ্রীনরেন দত্ত
মঞ্চ	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
সুরপেটিকা	...	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
বংশী	...	শ্রীলালমোহন ঘোষ
সঙ্গত	...	শ্রীবনবিহারী পান শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায় (সহ)

গ্রন্থধারণ	...	শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল
বেশকার্য্য	...	শ্রীকুঞ্জলাল রায় শ্রীগোবিন্দ দাস ও, কেলো
আলোক	...	শ্রীসুধীর সুর শ্রীশৈলেন দত্ত (সহ)
লোয়াজিমা	...	শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী
শিক্ষা	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
অধ্যক্ষতা	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

অভিনয়

শ্রীকৃষ্ণ	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
ভীষ্ম	...	শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী
দ্রোণাচার্য্য	..	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
কৃপাচার্য্য সুমিত্র }	...	শ্রীশৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিদুর বৈতালিক }		শ্রীবনবিহারী দাস
দুর্য্যোধন	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
দুঃশাসন বিরাট দূত }	...	শ্রীভবানীপতি রায়
শকুনি	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
যুযুৎসু	...	শ্রীবীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্মণ	...	শ্রীমতী নিরুপমা
কর্ণ	.	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
যুধিষ্ঠির	...	শ্রীপশুপতি সামন্ত
ভীম	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
অর্জ্জুন	...	শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
নকুল	...	শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী
সহদেব	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
অভিমন্যু	...	শ্রীমতী নীহারবালা

প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র	...	শ্রীমতী বুলা শ্রীমতী সুবাসিনী শ্রীমতী লীলাবতী শ্রীমতী সুখদা শ্রীমতী বেলা
বিরাট	...	শ্রীললিতমোহন মিত্র
উত্তর	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত
সুশর্ম্মা	...	শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ
জয়দ্রথ বৃষক	...	শ্রীকুঞ্জলাল সেন
অচল জরাসন্ধপুত্র সহদেব	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস
ভীষ্মসারথি, কৌরব প্রহরী নারায়ণী সৈনিক	...	শ্রীজীবনধন গোস্বামী
ত্রিগর্ত্ত সৈনিক	...	শ্রীকালীচরণ গোস্বামী
বৃদ্ধ গোপ গোপ সৈন্য ১	...	শ্রীকালী গুপ্ত
গোপ সৈন্য ২	...	শ্রীআশুতোষ বসু [এমেঃ]
কৌরব দৌবারিক ১	...	শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়
কৌরব দৌবারিক ২ রাজা ১	...	শ্রীশম্ভুনাথ আঢ্য
রাজা ২ গোপ ১	...	শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত
গোপ ২	...	শ্রীশচীন্দ্র দাস

কুন্তী	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
দ্রৌপদী	...	শ্রীমতী চারুশীলা
সুভদ্রা	...	শ্রীমতী উষারাণী
উত্তরা	...	শ্রীমতী সরযূবালা
বিরাট পুরকন্যাগণ	...	শ্রীমতী দুর্গারাণী শ্রীমতী তারকদাসী শ্রীমতী পুষ্পরাণী শ্রীমতী স্নেহলতা শ্রীমতী মুকুল
মাঙ্গলিক যাত্রাসঙ্গিনীগণ	...	শ্রীমতী দুর্গারাণী প্রভৃতি

চক্রব্যূহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনাপুর। যজ্ঞায়তনের বহির্ভাগ।

ভীষ্মদেব উপবিষ্ট। অভিমন্যুসহ লক্ষ্মণের প্রবেশ।
অভিমন্যু ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন।

লক্ষ্মণ। অভিমন্যু, তাত।

ভীষ্ম। অভিমন্যু!

অভি। যদুপতি পাঠালেন মোরে
কৌরবের যজ্ঞে প্রতিনিধি।

ভীষ্ম। কেশবের প্রতিনিধি তুমি, অভিমন্যু?
সমস্নেহ পাণ্ডবে কৌরবে তাঁর,
যোগ্য কাজ হয়েছে তাঁহার
প্রতিনিধি তোমারে প্রেরণ।
চিন্তিত ব্যাকুল বৃদ্ধ,
এখনি গণিতেছিনু মনে
ত্রয়োদশ বর্ষ অদর্শন ব্যথা।—
ব্যথাহারী অন্তর্যামী, বুঝিবা আমারি তরে

পাঠালেন তোমারে সম্মুখে,
এক দেহে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন !
বৎস, পুত্র,
শত পুত্রাধিক তুমি এই অপুত্রের।
আয় বৎস, বুকে আয়।—
কুরুকুলমহাদ্রুমে নবীন পল্লব তোরা
রে লক্ষ্মণ, ওরে অভিমন্যু।
তোদের দুয়েরে দেখে,
সতত শঙ্কিত এই জরাজীর্ণ প্রাণে
পুনঃ হয় আশার সঞ্চার।
বিদ্বেষের বিষবাষ্পে জর্জ্জরিত কুরুদেহে
বুঝি, তোরা মৃতসঞ্জীবনী।
কিন্তু, বার্দ্ধক্যের প্রগল্‌ভতা —
কি কথা বলিতেছিনু !
কুশল ত সব ?
বাসুদেব, বলরাম,
কুরুকুললক্ষ্মী জননী তোমার,
যদুকুলে আর আর যত
কুশলে আছেন সবে ?

অভি। যদুকুলে নরনারী যত,
যদুপতি সহ—সকলের আগে,
আপনার পায়ে জানায়েছে নমস্কার।

ভীষ্ম। [জোড়হস্তে] নারায়ণ ! নারায়ণ ! ধন্য যদুকুল,
বাসুদেব বলরাম উদয় যেথায়।

তুমি বৎস, যদুকুল কুরুকুল বন্ধনের সেতু।
পথশ্রান্ত তুমি, লহগে বিশ্রাম।

অভি। তব পদতলে বসি লইব বিশ্রাম। [বসিলেন]
আশৈশব তব নাম, তব কীর্ত্তি
শুনায়েছে আমারে মাতুল—
শুনিয়াছি জননীর মুখে।
ভারতের ক্ষত্রিয়মণ্ডলে,
গৌরীশৃঙ্গসম
আপন গৌরবে সমুন্নত শির
লোকোত্তর চরিত্রে তোমার
আচ্ছন্ন কল্পনা মোর।
শিক্ষা দীক্ষা যা কিছু আমার,—
দিয়াছেন আমারে কেশব
তোমারে আদর্শ ধরি।
আজি সার্থক জীবন মোর—
প্রথম দর্শন পাইয়াছি রাজীব চরণ।
কোথা শ্রম আর?
তব পদছায়ে শীতল শরীর মন।

ভীষ্ম। [মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে]
অভিমন্যু! অভিমন্যু!
রে লক্ষ্মণ—বৃদ্ধকালে রুদ্ধবাষ্প
রোধ করা বড়ই কঠিন।
কত কথা পড়ে মনে।
কাশীরাজ-কন্যাস্বয়ম্বর,—

কি বিভ্রাট অম্বারে লইয়া!
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জনম,
কুরুকুল রক্ষাহেতু কত না প্রয়াস।
গান্ধারতনয়া আনিলাম ঘরে,
এল কুন্তী, এল মাদ্রী।
শত ভাই দুর্য্যোধন,
পাণ্ডবেরা পঞ্চজন, লইল জনম।
বালকলকণ্ঠে সদা মুখর হস্তিনাপুর।
আনন্দের ষোলকলা
পরিপূর্ণ হেরিনু সেদিন।
গেল পাণ্ডু, সহমৃতা মাদ্রীরে লইয়া।
স্বার্থবিষ পশিল কৌরব দেহে।—
তারি পরিণাম,
অক্ষক্রীড়া, বনবাস, অজ্ঞাত বৎসর।

লক্ষ্মণ। আজি আনন্দের দিনে আর্য্য,
গত দুঃখ কি হেতু স্মরণ?
অজ্ঞাত উত্তীর্ণ প্রায়,
মেঘমুক্ত ভাস্কর সমান
দুঃখশুদ্ধ পিতৃব্যেরা
অচিরে আসিবে ফিরে, রাজ্যে আপনার।
দ্রোণাচার্য্য উপদেশে, আশীর্ব্বাদে আপনার
কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পিতা
যজ্ঞে দানে করি ব্যয়, আপন সম্পদ,—
অধর্ম্মে অর্জ্জিত যদি তাহা।

অভি। নাহি শঙ্কা কিছু, তাত,
ভরত বংশের তরে।
যা করে করুক্, দ্বন্দ্ব কি প্রণয়,
পিতৃপিতৃব্যেরা,—
ভারতের সিংহাসনে, আমি কি লক্ষ্মণ,
যেই দিন হব অধিকারী—
ভাগ করি লব দুইজনে।
লক্ষ্মণের মত ভাই লক্ষ্মণ আমার,
দরশনমাত্র মোরে লয়েছে কিনিয়া।
তুমি ভীষ্ম, জানি মোরা 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'—
তোমার চরণ ছুঁয়ে করিনু শপথ—
রাজ্য যদি পাই, দুইজনে ভাগ করি লব।

লক্ষ্মণ। সত্য তাত, করিনু শপথ—
রাজ্য মোরা দুই ভায়ে ভাগ করি লব।

ভীষ্ম। ওরে আয় তোরা বুকে আয়।
কি আর করিব আশীর্ব্বাদ,
যেন, ক্ষত্রিয় গৌরবে,
ভরতবংশের নাম,
হয় সমুজ্জ্বল তোদেরি কারণে।
সত্য বৎস,
কি ফল স্মরিয়া বৃথা অতীতের ব্যথা?

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি। সত্য ভীষ্মদেব
বিফল স্মরিয়া বৃথা অতীতের ব্যথা।

ভুলিয়াই গেছি প্রায় সেদিনের কথা।
কোথায় গান্ধার ছিল উষর পর্ব্বত!
মনে হ'লে হাসি পায়।
মূর্খ পিতা, উনশত ভাই সহ মোর,
কৌরবের সনে করে বাদ।
কত আমি বুঝাই তাদের
সখ্যতা করিতে তোমাদের সনে।
পার্ব্বত্য গোঁয়ার সব!
অনাহারে মরে কারাগারে—
তবু মানিলনা কৌরব গৌরব!
আরে,
সূর্য্যসম স্বপ্রকাশ যাহা,
চক্ষু বুজে তারে অস্বীকার
করিলেই হ'ল?
আমি মরি নাই—তাই আজি আমি,
কুরুকুলরাজ
দুর্য্যোধনের মাতুল, সচীব ও সখা।
ভুলিয়া গিয়াছি হাস্যকর সে অতীত।
গান্ধারী ত যাইবেই,
ভারত ঈশ্বরী সেই আজি।
কি ভাই লক্ষ্মণ, সঙ্গী তব কেবা এই যুবা?
দেখিয়াছি কভু—মনেত হয় না।

লক্ষ্মণ। অভিমন্যু, কর প্রণিপাত,
গান্ধার ঈশ্বরে—ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক।

শকুনি। হ্যাঁ ভাই—শ্যালক !
কিন্তু কে, বলিলে ? অভিমন্যু ?
সুভদ্রা নন্দন ? অর্জ্জুন তনয় ?
অর্জ্জুনেরা কোথা আছে—পার কি বলিতে ?
ওঃ, না, জানিলেও বলিবে না।
পুনরায় বনবাস দ্বাদশ বৎসর—
অজ্ঞাত বৎসর ফাউ তদুপরি।
কিন্তু তুমি হেথা এ সময়ে ?
শুনেছিনু, দ্বারকায় রয়েছ তোমরা !

ভীম। বাসুদেব পাঠায়াছে
প্রতিনিধি যজ্ঞে কৌরবের।

শকুনি। বাসুদেব ? বড় ভাল ছেলে !
মম সনে দেখা হ'লে,
রহস্য কেবল, মাতুল মাতুল করি।
নিজে আসিল না ? পারিলনা বুঝি ?
পাণ্ডবের অজ্ঞাতের অতিক্রম কাল,
নানা কার্য্য স্কন্ধে তার !
সে, সম্ভব জানে কোথা যুধিষ্টির।
আমারে বলিত যদি, চুপি চুপি অক্ষের কৌশল
শিখাইতে পারিতাম তারে।
একেবারে কিছু নাহি জানে ;
হেরে মরে শুধু !
মোর কাছে শিক্ষা পেলে,
দুর্য্যোধনে পারিত হারাতে।

ফিরে এসে খেলাত হবেই,
আবার হারাবে রাজ্য পাশা চালনায়।
শিখে নিলে, এইবার বনে যেত দুর্য্যোধন।
মনে কিছু করো না লক্ষ্মণ।
রাজাদের বনবাস বিলাস কেবল!
হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র,
বহু চন্দ্রকথা পুরাণে শুনিতে পাই।
সবি, সখে বনবাস।
না গেলে কি হয়, তাত ভাল বুঝি নাক।

ভীষ্ম। সত্য পালনের মর্ম্ম—
অবোধ্য তোমার, অনার্য্য সৌবল।

শকুনি। তাই বটে ভীষ্মদেব—
আপনি হেথায়, হয়েছিনু বিস্মরণ—
সত্য পালনের প্রতিমূর্ত্তি নিজে!
কিন্তু, সব সত্য পালন কি ভাল?
সেই, সেই দিনে,
পিতা ভ্রাতা মরে যেই দিন
অন্ধকার কারাগারে—
মূর্খের মতন,
কুরুকুল ধ্বংস, সত্য করেছিনু।
অনার্য্যের আর সত্যধর্ম্ম কিবা?
ভাসিয়া গিয়াছে সত্য কৌরবের প্রেমে।
তাই, সব ভুলে গিয়ে
পাশা খেলা নিয়ে পড়ে আছি শুধু!

পাশা, পাশা,—পাশা মোর সহচর।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ [বিকট হাস্য]
এই পাশা কিসের তৈয়ারী—
শুনিলে হাসিবে সবে।
পিতা মোর মরে আগে।
কারাগারে সৎকারের নাহ'ল সুযোগ—
ত্বক্‌মাংস গলে গলে খসে গিয়ে
বাহিরিল বিশুভ্র কঙ্কাল।

একে একে গত হ'ল উনশত ভাই—
আমি একা, খাই দাই সময় কাটাই।
সময় কাটিতে নাহি চায়!
পিতার পঞ্জর হতে,
বেশ ভাল দে'খে ভেঙ্গে নিয়ে অস্থি তিন খান—
প্রস্তর ভূতলে ঘর্ষি' কাটাইনু কাল।
সেই অস্থি অক্ষরূপে পরিণত যবে—
কৌরবের হইল করুণা,
কারামুক্ত করিল আমারে।

মরে যাব যবে,
এই অক্ষ দিয়ে যাব লক্ষ্মণেরে
হারাইয়ে অভিমন্যে পাঠাইবে বনে।

ভীষ্ম। বহুদিন গত কথা কি হেতু স্মরণ?
ভুলনাক, গান্ধারীর সহোদর তুমি।
কিন্তু, কোথা দুর্য্যোধন?
সমাপন হ'ল তার অবভৃথস্নান?

শকুনি। ঐ যাঃ,
অতীতের কথা আনি বর্ত্তমানে গিয়াছি ভুলিয়া।
কৃতঅবভৃথস্নান রাজা দুর্য্যোধন।
মাঙ্গলিকযাত্রী সব,
গীত বাদ্যে, সম্ভাষণ করহ সত্বর!

[ভীষ্মদেব ও শকুনির প্রস্থান]

অভি। সত্য, যাহা কহিল গান্ধাররাজ?

লক্ষ্মণ। সত্য বলি শুনিয়াছি। বিষয় রহস্যময়।
তবে, গান্ধারীর মুখ চাহি
এ কথার আলোচনা নিষেধ হস্তিনাপুরে।

অভি। গান্ধারী হরণ
নিষ্ঠুর এ বিরোধের মূল মনে হয়।

লক্ষ্মণ। সত্য অনুমান ভাই—
তবে, আর নহে আলোচনা।

অভি। আর নহে আলোচনা,
কিন্তু মনে হয়, বিষবৃক্ষ বীজ উপ্ত—
সেই নিষ্ঠুরতা মাঝে।

লক্ষ্মণ। নিষ্ঠুরতা ক্ষাত্রধর্ম্মসাথী।

অভি। সত্য বলিয়াছ ভাই।—
কুরুবৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ হইল স্মরণ।
এস ভাই,—আবার দুজনে বলি—
রাজ্য মোরা করিব বণ্টন।

লক্ষ্মণ। নিশ্চয়, সোদরাধিক।

[মাঙ্গলিক যাত্রীদের গান গাহিয়া প্রবেশ ও প্রস্থান]

গীত

জাগো ভূপতি শুভ্রজ্যোতি নবপ্রাণপ্রবুদ্ধ,
পুণ্যস্নানশুদ্ধ।
বিশ্বসাথে যুক্ত কর, গ্লানি হতে মুক্ত কর
চিত্ত মোহমুগ্ধ।
স্নিগ্ধ স্নাত নবপ্রভাত সূর্য্য সম জাগো,
ধৌতপাপকলুষতাপ, হে নিরুপম জাগো,
যজ্ঞভূমে নবজনম লভ, হে ক্লেশক্ষুব্ধ।

[দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের প্রবেশ]

দ্রোণ। অন্যায় সমর, দ্যূতে কপটতা
শিষ্যদোষ স্পর্শে আচার্য্যেরে,
তাই, অপরাধী মনে হ'ত নিজেরে গাঙ্গেয়।
আজি, যজ্ঞদানতপঃশুদ্ধ দুর্য্যোধন
নিষ্কলুষ কবিল আমারে।

ভীষ্ম। হে আচার্য্য,
প্রতিনিধি পাঠালেন অভিমন্যে, জনার্দ্দন।
অভিমন্যু,
প্রণম আচার্য্যে। [অভিমন্যুর প্রণাম]

দ্রোণ। অভিমন্যু? অর্জ্জুন তনয়?
পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার—
তার পুত্র তুমি, কৃষ্ণ ভাগিনেয়!
যজ্ঞেশ্বরে সাথে ক'রে আনিতে যদ্যপি বৎস,
চরিতার্থ করিতে আমাবে।

কিন্তু, তুমিইত প্রিয়তম
একাধারে পার্থ নারায়ণ—
তব আগমনে,
পূর্ণ আজি যজ্ঞ আয়োজন মোর।

ভীষ্ম। ভরদ্বাজ,
শোন কথা, আনন্দ বারতা—
লক্ষ্মণ ও অভিমন্যু,
সত্য করিয়াছে মম ঠাঁই,
যে হইবে রাজ্যেশ্বর,
ভাগ করি ভুঞ্জিবে সম্পদ!

দ্রোণ। সত্য বৎস, সত্য অভিমন্যু?

লক্ষ্ম, অভি। সত্য, হে আচার্য্য দেব। [নেপথ্যে উৎসব গীতবাদ্য]

ভীষ্ম। আসিছে কৌরব রাজ,
মুক্তগ্লানি চ্যুতবিত্ত,
অবভৃথস্নান পরিশুদ্ধ!

[দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ। যজ্ঞায়তন হইতে একে একে রাজগণের প্রবেশ। মাঙ্গলিক যাত্রীদের পুনঃ প্রবেশ ও গীতান্তে প্রস্থান]

গীত

ধূমের উর্দ্ধে জাগো দিব্যদ্যুতি,
হোমবহ্নিশিখায় দাও আত্মাহুতি।
হে ভারত-ত্রাতা, জনগণবিধাতা,
জাগো দৈন্যকারারুদ্ধ।

দুর্য্যো। শাস্ত্রগুরু, শস্ত্রগুরু কৌরবের,—
সকলের আগে, হে আচার্য্য,
অবভৃথস্নাত এ শিষ্যের লহ প্রণিপাত।

দ্রোণ। দেবতুল্য দেবাংশসম্ভূত
ভীষ্মে অতিক্রমি'
আমারে প্রণাম আগে উচিত না হয় বৎস।

ভীষ্ম। নিশ্চয় উচিত আর্য্য!
ব্রাহ্মণ আপনি, বর্ণ শ্রেষ্ঠ!
সর্ব্ববিদ্যা-গুরু কৌরবের, তদুপরি। [দুর্য্যোধনের প্রণাম]

দ্রোণ। পুনঃ পুনঃ কৃতযজ্ঞ,
অবভৃথস্নানে কর স্বেদবিমোচন, বৎস।

দুর্য্যো। পিতামহ, অভিবাদনের দেহ অনুমতি। [নমস্কার]

ভীষ্ম। বুদ্ধির প্রশান্তি নিত্য রহুক তোমার, বৎস।

দুর্য্যো। হে মাতুল, লহ প্রণাম আমার।

শকুনি। করি আশীর্ব্বাদ,
অচিরে দেখিব তোমা রাজসূয়ে ব্রতী
মহারাজ জরাসন্ধ সম;—
পৃথিবীর নৃপতিমণ্ডল বন্দী তব দ্বারে।

দুর্য্যো। সখা অঙ্গরাজ,
গুরুজন আশীর্ব্বাদ করিয়াছি লাভ,
তুমি মোরে দেহ আলিঙ্গন।

কর্ণ। ব্রতক্ষীণ দেহ তব
গাঢ় আলিঙ্গন মোর যদিবা সহন-ক্ষম—
রাজর্ষির ধীর বাক্যে

শান্তচিত্তবৃত্তি তুমি,
মমস্পর্শে বিক্ষুব্ধ বা হয়, এই মম ভয়।

[দুইজনে আলিঙ্গন]

এইত ক্ষত্রিয়োচিত সখা।
ন্যায়ে উপার্জ্জিত বিত্ত পুণ্যে বিতরণ।
ক্ষত্রিয়ের সম্পদ, কার্ম্মুক।
কৃপণ যে, পুত্রতরে বিত্ত রাখে সেই।
ক্ষত্রিয় নৃপতি
দানে যজ্ঞে বিত্ত করি ক্ষয়
পুত্র হস্তে দিয়ে যায় কার্ম্মুক কেবল।
কি বল লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ। সত্য, তাতঃ।

দ্রোণ। পুত্র দুর্য্যোধন,
দেবরাজ প্রিয়সখা ভীষ্মদেব,
যজ্ঞে ব্রতী তোমারে করিছে সম্ভাষণ।

দুর্য্যো। সুস্বাগত পিতামহ!

ভীষ্ম। পৌত্র দুর্য্যোধন,
দক্ষিণাপথের দ্বারী, শুভাকাঙ্ক্ষী তব
রাজা ভূরিশ্রবা, করে তোমা সম্ভাষণ।

দুর্য্যো। স্বাগত ধীমান্।

দ্রোণ। বাসুদেব প্রতিনিধি,
অভিমন্যু, সুভদ্রানন্দন,
সম্ভাষণ করে, তোমা মহারাজ।

দুর্য্যো। অভিমন্যু?

লক্ষ্মণ। সত্য পিতা।
অভিমন্যু, কর প্রণিপাত। [অভিমন্যুর তথা করণ]
রাজ অধিরাজ,
দেহ পদধূলি তনয়ে তোমার। [প্রণাম]

দুর্য্যো। অভিমন্যু!
কৃষ্ণ বুঝি আসিলনা ?

শকুনি। কোথা অবসর ? নানান ঝঞ্ঝাট!
যাক্, বৎস দুর্য্যোধন,
জরাসন্ধপুত্র সহদেব
প্রণিপাত জানায় তোমারে।

দুর্য্যো। পিতৃসম পরাক্রম হউক তোমার বৎস।

অন্যান্য রাজারা। সমাগত সর্ব্বরাজমণ্ডলের
লহ সম্ভাষণ, রাজ অধিরাজ!

দুর্য্যো। হে রাজমণ্ডল! সবাকার উপস্থিতি
অনুগ্রহ বলি মানি আমি।
কিন্তু, এই রাজসমাগমে
বিরাটেরে না পাই দেখিতে!
হে মাতুল, যথারীতি নিমন্ত্রণে কর নাই ভ্রম ?

শকুনি। আমি নিজে দূত পাঠায়েছি তারে।
এখনো সে ফিরে নাই।
বিলম্ব ঘটিছে পথে কোনো হেতু।

দুর্য্যো। হে আচার্য্য,—ধর্ম্মে, ধনুকে আচার্য্য,
কি দক্ষিণা চাহ শিষ্য কাছে,
বল তা দাসেরে।

দ্রোণ। দক্ষিণা? এঁ্যা, বৎস,
কহিতেছ দক্ষিণার কথা?
হবে, হবে, করিব প্রার্থনা যথা কালে।
দুর্য্যো। প্রার্থনার কথা কিবা আর্য্য?
করহ আদেশ।
ভীষ্ম। কি প্রার্থনা করিবে আচার্য্য?
যাঁর ভুজবলে, যাঁর আশীর্ব্বাদে,
ভুঞ্জিতেছ ক্ষিতি দুর্য্যোধন
সেই দ্রোণাচার্য্য আজ কি বিত্ত ভিখারী?
দুর্য্যো। বলুন আচার্য্য, কিবা অভিলাষ,
কি করিতে হবে মোরে।
দ্রোণ। পুত্র, দুর্য্যোধন, বলিতেছি, বলিতেছি প্রাণাধিক!
দুর্য্যো। কিসের সঙ্কোচ দেব?
কহিতেছ প্রাণাধিক,
শূরবীর মাঝে কর আমারে গণনা,
জান তুমি কি সাধ্য আমার;
নিঃসঙ্কোচে বল, দেব, অভিলাষ তব।
হস্তস্থিত গদা ছাড়া, সর্ব্বস্ব আমার—
তোমারে অদেয় কিছু নাই।
দ্রোণ। বলিতে যে চাহি পুত্র—
অশ্রুবাষ্প করে কণ্ঠরোধ,
দুর্য্যো। অশ্রু, কিবা হেতু দেব?
ভীষ্ম। দুর্য্যোধন, শান্ত কর আচার্য্যেরে।
নহে, পণ্ড তব যজ্ঞ আয়োজন।

দুর্য্যো। লহ বারিপূর্ণ পাত্র। [পাত্র লইয়া জনৈক লোকের প্রবেশ]
—গুরুদেব, কর মুখ প্রক্ষালন ;
অশ্রুগ্লানি কর দূর।

দ্রোণ। যদি পুরে মনস্কাম,
অশ্রুগ্লানি আপনি যাইবে,
সলিলের নাহি প্রয়োজন।

দুর্য্যো। বিশ্বাস আমারে নাহি দেব ? [হস্তে জল লইয়া]
ভাল,
দেহ হস্ত শতশরনিক্ষেপকঠোর,
লহ বারি, প্রতিগ্রহণের হেতু।

দ্রোণ। তোমারে নাহিক অবিশ্বাস। [জল লইলেন]
—বনবাস দ্বাদশ বৎসর,
তদুপরি সম্বৎসর,
যাহাদের গতি কেহ জানে নাই—
সেই নিরাশ্রয় পঞ্চ ভাই তব—
যদি থাকয়ে জীবিত, যদি আসে পুনরায়,
অর্দ্ধরাজ্য ফিরে দিবে তাহাদের
—এ শুধু দক্ষিণা নয়, এ আমার ভিক্ষা !

শকুনি। ওরে বাবা ! এত ছিল এ বৃদ্ধের মনে ?
করি যজ্ঞ আয়োজন,
নানা মতে করি প্রত্যয় সঞ্চার—
প্যাঁচে ফেলি দুর্য্যোধনে,
রাজত্বের অর্দ্ধেক আদায় !
বঞ্চনার অপূর্ব্ব কৌশল !

দ্রোণ। গান্ধারের আর্য্যেতর নীতি
বঞ্চনা বলিবে এরে।
পৈত্রিক সম্পদ প্রার্থনা ভ্রাতার হেতু,
কিম্বা, বলাৎকারে দত্ত অপহার,
অধিক বঞ্চনা কিসে,
শকুনি না জানিলেও, জানেন সকলে।

দুর্য্যো ও অপরে। 'বলাৎকার' কি হেতু বলিলে দেব ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন, কৃতঅবভৃথস্নান তুমি।
মিত্রমুখ শত্রু তব মাতুল শকুনি ;
—পাঞ্চালদুহিতাসহ
বনবাসী পাণ্ডবের মন তোমাতে বিরূপ,—
মোদের দুর্ভাগ্য,
তুমিও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নহ—
এই ছিদ্রে, শকুনির এত আস্ফালন !
উপদেশ তার কভু নহে হিত জেনো।

দুর্য্যো। হে আচার্য্য,
বলাৎকার—কহিলে যদ্যপি,—
বলাৎকার সহ্য কেন করিল পাণ্ডব ?
অসমর্থ ছিল না ত তারা ?

দ্রোণ। জিজ্ঞাসিও যুধিষ্ঠিরে,
ব্যসন আহত বুদ্ধি যেইজন
নিবারণ করিল ভীমেরে—,
নহে, সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল সভাস্তম্ভের পেষণে
কুরুসভা লুটাত ধরায় সেইদিন।

শকুনির পক্ষের ঝাপট
আজি হতনা শুনিতে।

শকুনি। যত রাগ যত ঝাল আমার উপর !
আরে, আমার যে অপরাধ কিসে
আমিত বুঝিনা।
পাশা খেলে জিতি আমি, এই অপরাধ ?
যুধিষ্ঠির আসে কেন পাশা খেলিবারে ?
রাজ্য হারে, ভাই হারে, পত্নী হারে, বনে যায়
আমি যদি হারিতাম,
হেরে যদি যেত দুর্য্যোধন
ছাড়িয়া কি দিত ?
ঠিক্ এই মত
বনে যেতে হত আমাদের।
তবে, দ্রৌপদীর বসনহরণ ?
সে যে আর্য্যরীতি, আর্য্যেরাই বোঝে।
অনার্য্য গান্ধার আমি,
আমাদের দেশে ওটা নাই।
সে সময় সভামাঝে ছিলেন সকলি—
উপভোগ না করুন,
প্রতিবাদ করেন নি কেহ।

ভীষ্ম। সত্য কথা বলেছ শকুনি,—
প্রতিবাদ করিনি আমরা।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র জানি চিরদিন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হতবুদ্ধি যবে

চাহি যুধিষ্ঠির পানে
কার্য্যাকার্য্য করি বিনির্ণয়।
যুধিষ্ঠিরে হেরি' সুমেরু অটল,
কি বিক্ষোভ সেইদিন করেছি দমন,
জানেন অন্তরযামী।
তবু, আজিও সন্দেহ মনে, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা
কিন্তু যাক্, কি আরম্ভে কিবা পরিণতি?
হে আচার্য্য,
কার্য্য গুরুতর—কলহ উচিত নয়।

কর্ণ। অতি-প্রীতি তোমাদের পাণ্ডবের প্রতি,
করে কার্য্যনাশ।
লোভী নহে দুর্য্যোধন,
অর্দ্ধরাজ্য তুচ্ছ তার কাছে।
তোমাদের অত্যন্ত আগ্রহে
বৃথা রুষ্ট কর তারে।
শান্ত ভাবে তুষ্ট কর কুরুরাজে—
মনোরথ পুরিবে আচার্য্য।

দ্রোণ। সত্যকথা বলেছ রাধেয়।
অল্পে রুষ্ট ব্রহ্মণ্য, জানই।
দুর্য্যোধন, বৃদ্ধ গুরু আমি,
দোষ নাহি লহ।
কর যাহা অভিরুচি তব।

দুর্য্যো। গুরুদেব, পরামর্শ চাহি করিবারে।

দ্রোণ। কার সহ পুত্র?

দুর্য্যো। কর্ণ ও মাতুল।

দ্রোণ। হে শকুনি, কর ক্ষমা এ বৃদ্ধের কটুভাষ;
যথাধর্ম্ম উপদেশ দেহ দুর্য্যোধনে।
এস ভীষ্মদেব—এসহে রাজন্যবৃন্দ,
সমাগত বিপ্রদের প্রীতিপূজা করিব লোকন।

[দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

দুর্য্যো। হে মাতুল—কহ কি কর্ত্তব্য মোর?

শকুনি। পাণ্ডবেরে রাজ্যদান কখনো উচিত নয়।
বড়ই হাঙ্গামা!
পুনরায় পাশাখেলা, পুনরায় হারজিত,
পুনরায় কটূভাষ—যত দোষ শকুনির।
আচার্য্যের উপদেশ মত,
এই মোর যথা ধর্ম্ম উপদেশ।

দুর্য্যো। রহস্যের কথা নয়।
গুরুহস্তে প্রদত্ত সলিল,
দানে প্রতিশ্রুত আমি—দান ছাড়া পথ কোথা?

শকুনি। তবে আর পরামর্শ কেন? অর্দ্ধ কেন,
পূর্ণ রাজ্য তুলি দিয়া পাণ্ডবের করে,
এইবার বনে যাও তুমি।

দুর্য্যো। সখা অঙ্গরাজ, তুমি কিছু কহিছ না?

কর্ণ। যেই ভ্রাতৃপ্রেমে দশরথাত্মজের গৌরব,
তাহে হব বাধা? মন নাহি চায়।
সেইখানে সক্ষম অক্ষম, তোমার বিচার।
আমি পার্শ্বে তব সন্ধিতে বিগ্রহে চিরদিন।

দুর্য্যো। হে মাতুল—
শত্রু অধ্যুষিত, অনুর্ব্বর রাজ্যাংশ কোথায়—
বিচারিয়া দেখ মনে,
পাণ্ডবেরে করিব প্রদান।

শকুনি। হেন দেশ পাবে কোথা?
পার্থ যেথা শত্রু সেথা নাই—
যুধিষ্ঠির যেইখানে, উর্ব্বর সে ভূমি।

দুর্য্যো। কিন্তু সত্যে বদ্ধ আমি।

শকুনি। সত্য হ'তে চাহ পরিত্রাণ, এই ত ব্যাপার?
সোজা 'নাহি দিব' বলা—নহে আর্য্য রীতি।
দেখি অনার্য্যের বুদ্ধি খেলে কি না?—

* * *

হে আচার্য্য! [দ্রোণাদির প্রবেশ]
যদি পঞ্চরাত্র মধ্যে
পাণ্ডবের মিলয়ে সন্ধান—
অর্দ্ধরাজ্য, দুর্য্যোধন দিবে পাণ্ডবেরে।

দ্রোণ। সম্বৎসর ধরি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি শত গুপ্তচর,
যাহাদের না পায় সন্ধান,—
পঞ্চরাত্রে, তাহাদের কোথা পাব আমি?
এ দানের অর্থ কিছু নাই।

ভীষ্ম। বৎস দুর্য্যোধন, ধর্ম্মেতে ছলনা নাই।
সত্য করিয়াছ তুমি, কুরুবংশ ধর—
সত্য রক্ষা কর।
বিকৃত করো না সত্য শকুনির পরামর্শ মত।

শকুনি। দক্ষিণা না হয় যদি পঞ্চরাত্র মধ্যে,
পণ্ড হবে যাগ।

দুর্য্যো। সত্য কথা বলেছে মাতুল।
পঞ্চরাত্র মধ্যে যদি পাই পাণ্ডবেরে—
অর্দ্ধরাজ্য অর্পিব নিশ্চয়।

দ্রোণ। জানকীর বার্ত্তা রামে এনে দিল পবননন্দন-
তা হ'তে কঠিন কার্য্য পাণ্ডব সন্ধান!
রাবণ হরেছে সীতা, তবু ছিল জানা—
এ যে অজ্ঞাত সকলি!
কে খুঁজিবে সমস্ত পৃথিবী?

শকুনি। যমালয় সহ?

অভি। রে লক্ষ্মণ,
অতি তীক্ষ্ণভাষী গান্ধার ভূপতি!

শকুনি। কিন্তু সত্যভাষী দাদা।
সন্ধানের কিছু হয় নাই ত্রুটি।
জীবিত থাকিত যদি,
কৌরবের দূত দেখা পাইত না,
হয় না বিশ্বাস।
শঙ্কা হয়, সাগরের জলে,
কিম্বা শ্বাপদউদরে—
অজ্ঞাত নিশ্চিন্তে কাটে পঞ্চ পাণ্ডবের।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দুর্য্যো। কি সংবাদ?

দৌবা। বিরাট নগর হতে আসিয়াছে দূত।

দুর্য্যো। নিয়ে এস তারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান]

শকুনি। দেখ, কি বলেন বিরাট আবার ?

[বিঃ দূতের প্রবেশ]

বিঃ দূত। জয় হোক্ মহারাজ !

দুর্য্যো। এসেছেন বিরাট ঈশ্বর ?

বিঃ দূত। শোকাচ্ছন্ন বিরাট নগর,
বিষাদ সাগরে মগ্ন নৃপপরিবার।

দুর্য্যো। কিবা হেতু ?

বিঃ দূত। বিরাট শ্যালক শত ভাই কীচক নিহত।
লোকে কয় গন্ধর্ব্বে বধেছে।
রজনীর অন্ধকারে
বাহুযুদ্ধে বধ সবাকার—
অস্ত্রাঘাতলেশহীন শব।

সকলে। বাহুযুদ্ধে বধ !

ভীষ্ম। অশস্ত্রজনিত বধ !
হে আচার্য্য, অঙ্গীকার করহ দক্ষিণা ;—
হস্তে কার্য্য র'য়েছে বিস্তর।
যাও দূত লভগে বিশ্রাম। [দূতের প্রস্থান]

দ্রোণ। কিবা ফল বৃথা অঙ্গীকারে ভীষ্মদেব ?

ভীষ্ম। মম অনুরোধে, হে ব্রাহ্মণ, কর অঙ্গীকার।
পঞ্চরাত্র রয়েছে সম্মুখে,
অঘটন ঘটাতে পারেন, হরি,
পঞ্চপলমাত্রে !

দ্রোণ। বৎস দুর্য্যোধন,
ভীষ্ম বাক্যে অঙ্গীকার
করিলাম দক্ষিণা তোমার।
যজ্ঞে সমাহূত, উপস্থিত নৃপতিমণ্ডল,
করহ শ্রবণ—
মহারাজ অধিরাজ কৌরব ঈশ্বর, দুর্য্যোধন,
শকুনি মাতুল সহ, করে বাক্যদান—
পঞ্চ রাত্র মধ্যে যদি
পঞ্চপাণ্ডবের মিলয়ে সন্ধান—
অর্দ্ধরাজ্য পাইবে তাহারা।
নহে পুত্র?

দুর্য্যো। নিশ্চয় আচার্য্য।

দ্রোণ। কিরূপ বিভাগ করিবে শকুনি?

শকুনি। আচার্য্যের বিলম্ব না সয়।
অনেক সময় তার রয়েছে ঠাকুর,
ব্যস্ত হইও না।

ভীষ্ম। ত্যজ চিন্তা মতিমান্,
যথাকালে হইবে বিহিত।
আপাততঃ,
মম মতে, বিরাটের আচরণ এই
উপেক্ষার নহে।
নিহিত রয়েছে কোন নিগূঢ় কারণ,
কৌরবের নিমন্ত্রণ ঠেলে অবজ্ঞায়!

কি বল হে ত্রিগর্ত্ত ঈশ্বর,
তুমি প্রতিবেশী তার ?

সুশর্ম্মা। কারণ, ঐশ্বর্য্য দম্ভ !
অসম্ভব ধেনু ধান্য জন্মেছে বিরাটে এই বর্ষে
আর, দানে যজ্ঞে কুরুরাজকোষ ক্ষীণ।—
ধনগর্ব্বে অবহেলা করে কৌরবেরে।

ভীষ্ম। উচিত, বিরাটে দান উপযুক্ত শাস্তি।
ধন অহঙ্কারে মত্ত,—
গোধন হরণ তার করিব আমরা।

দ্রোণ। একি কথা কহ ভীষ্মদেব ?
বিরাট আমার শিষ্য,
অপরাধ কি তাহার,
করিবে গোধন চুরি তার ?
সুশর্ম্মার লোভ চিরদিন
বিরাটের ঐশ্বর্য্যের পরে।
বার বার পরাজিত কীচকের হাতে—
কীচক নিধন শুনি', আস্ফালন আজি তার।

ভীষ্ম। রাজনীতি জটিলতা
বুঝিবেনা সরল ব্রাহ্মণ।
সেনাপতি আমি, যদি রাজ আজ্ঞা পাই
আমন্ত্রণ করি সর্ব্বনৃপতিমণ্ডল
অভিযানে সাহায্য কারণ।

দুর্য্যো। কি বল মাতুল ?

শকুনি। আপত্তি বিশেষ নাই—
তবে, গরুচোর বলিবে সকলে!
তা',
সকলেই যদি যায়, কে কারে বলিবে?

দুর্য্যো পিতামহ, শিরোধার্য্য উপদেশ তব।
বিরাটের অভিযানে আমন্ত্রণ করি সবাকারে।

সকলে প্রস্তুত সকলে মোরা।
জয়তু কৌরব রাজ,
জয় দুর্য্যোধন, জয় ভীষ্মদেব।

দুর্য্যো। পুরী প্রবেশের আর্য্য, সময় আগত।

ভীষ্ম। অগ্রসর হও বৎস,
আমি আর দ্রোণাচার্য্য যাইব পশ্চাতে।

[ভীষ্ম দ্রোণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

দ্রোণ। বুঝিতে না পারি
কিবা হেতু বিরাটের গোধন হরণ?

ভীষ্ম। সরল ব্রাহ্মণ, শুনিলেনা,
অশস্ত্রজনিত বধ কীচকের বিরাট নগরে?
ভীম বিনা আর কারো কার্য্য নয় জেনো।

দ্রোণ। কিরূপে জানিলে?

। গিরিশৃঙ্গে পথহারা বৎসে
জানেন যেমতি গাভীমাতা।
ধনধান্যে পরিপূর্ণা বিরাট নগরী,
শুনিলেনা সুশর্ম্মার মুখে?
ধর্ম্মরাজ উপস্থিতি বিনা, কোথা শুনিয়াছ হেন?

দ্রোণ। নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ আমি—ক্ষম অপরাধ
সেনাপতি তুমি, তোমার আদেশে,
চলিলাম যুদ্ধ আয়োজনে। [প্রস্থান]

[অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। প্রণিপাত লহ তাত।
প্রথম সমরে যাব তোমার অধীনে,
এই আকিঞ্চন!

অভি। দেহ অনুমতি তাত!

ভীষ্ম। তোরা যাবি রণে? চল, তবে।

অভি। শুভক্ষণে এসেছি হস্তিনাপুরে!
প্রথম সমর যাত্রা তোমার অধীনে দেব!
জয় ভীষ্ম শান্তনু নন্দন,
ভরতবংশের চূড়া,
কৌরব পাণ্ডব পিতামহ!

[নেপথ্যে সমরবাদ্যোদম]

ভীষ্ম। [উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া]
নিরর্থক পিতামহ আমি তাহাদের!
এইমত নারিলাম মিলাতে তাদের
এই পক্ষপুটে মোর!

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাটরাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের বহিরুদ্যান।

উত্তরার ভীতত্রস্তভাবে প্রবেশ।

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রী! সৈরিন্ধ্রী!
কোথা তুমি রয়েছ সৈরিন্ধ্রী?

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপ। কি, রাজকুমারী?
ভীতা ত্রস্তা কুরঙ্গিনী সম কি হেতু চঞ্চল?
কি হেতু ডাকিছ মোরে মাতা?
পুরীর বাহিরে তুমি কেন এ সময়?
রাজমহিষীর কিছু নহে অকুশল?

উত্তরা। তুমি কেন এসেছ হেথায়?
ভয়ে মরি শূন্য পুরী মাঝে।
শোকে মাতা কাঁদিয়া আকুল,
মূর্চ্ছিতা কখনো,
কখন জাগিয়া মাতা
সুধান সকলে সমর বারতা,
পিতার কুশল, ভ্রাতার কুশল।
কালি গিয়াছেন পিতা ত্রিগর্ত্তসমরে
আজি পুনঃ কারা এল হরিতে গোধন।
ভ্রাতা একা গেল রণে আজি—
বৃহন্নলা হইল সারথি!

জান তুমি ভালমতে
অর্জ্জুনের রথ চালাইত সেই ?

দ্রৌপ। সন্দেহ নাহিক তাহে মাতা ;
স্বচক্ষে দেখেছি আমি।

উত্তরা। কিন্তু রথ চালাইয়া শুধু হইবে কি বল ?
শুনি, চোর অগণন,
মহা মহা অস্ত্রধারী সবে।
একাকী উত্তর পারিবে কি আঁটিতে তাদের ?
বৃহন্নলা যুদ্ধ যদি পারিত করিতে ?

দ্রৌপ। হ'লে প্রয়োজন,
বৃহন্নলা করিবে সমর !
ভয় কিছু নাহিক কুমারী।

উত্তরা। অস্ত্র কোথা পাবে বৃহন্নলা ?

দ্রৌপ। সে চিন্তা আমারো মাতা !

[বৃদ্ধ গোপের প্রবেশ]

বৃঃ গোঃ। তুমি রাজরাণী মাতা ?

দ্রৌপ। আমি সেবিকা তাঁহার।
বল কি বারতা, নিবেদন করিব তাঁহারে।

বৃঃ গোঃ। দূর হ'তে দেখা মাতা,
ডরে কাছে যেতে পারি নাই।
সমুদ্রের মত অন্তহীন শত্রুদল।
কুমারের রথ ভগ্ন বলি মনে হ'ল।
তারপর, ক্লীব সে সারথি—
রথ চালনার কিছুই জানেনা।

কোথা রণক্ষেত্র ?
মুক্তরজ্জু অশ্বদ্বয়
রথ টানি লয়ে গেল শ্মশানের দিকে,
শমীবৃক্ষে শব বাঁধা যেথা !
দুর্লক্ষণ এ সকল মাতা !
ফিরেন নি মহারাজ ?
কি হবে উপায় ?

উত্তরা। কি হবে সৈরিন্ধ্রী ?

দ্রৌপ। নাহি ভয়, জননি আমার।
যাও গোপ, অভয় দানহ ঘোষপুরে।
পুনঃ বার্ত্তা মোরে দেহ আনি।

বৃঃ গোঃ। অভয় জননি আর ?
এত বৃদ্ধ হইয়াছি
মৎস্য দেশে এ উৎপাত কভু দেখি নাই।
সেইদিন মরিল কীচক শত ভাই সহ—
কে জানে কেমনে,
আজি চারি দিকে শত্রু আসি দিছে হানা।
কি দোষে না জানি
গরীব আমরা ধনে প্রাণে যাই মারা !
আনিব সংবাদ, কি সংবাদ বুঝিতেই পারি !
এখানেই আছ ?

দ্রৌপ। এখানেই করিব অপেক্ষা। [গোপের প্রস্থান]
গৃহে যাও রাজার ঝিয়ারী, কিছু নাহি ভয় আর।
গন্ধর্ব্বে নিয়াছে টানি' রথ

শ্মশানের দিকে,
দিবে অস্ত্র সারথিরে।

উত্তরা। গন্ধর্ব্ব তোমার ভাল কিবা মন্দ
বুঝিতে না পারি।
অন্ধকারে বধিল মাতুলে,
টানি নিল উত্তরের রথ
শ্মশানের দিকে!
তুমি শুধু দেখ,
আর কারে দেখা নাহি দেয়।
মনে বড় ভয় হয়।
নাহি হত ভয়, দেখা দিত যদি।
তুমি চল পুরী মাঝে।

দ্রোণ। তুমি যাও মাতা,
পিতা ভ্রাতা, সৈন্য সেনাপতি
সব গেছে রণে,
অরক্ষিত পুরী—
পুরীর বাহিরে উচিত না হয় অবস্থান।

উত্তরা। তুমি যে রহিবে?

দ্রোণ। গন্ধর্ব্ব রক্ষিবে মোরে।

উত্তরা। রক্ষিবে না আমারে গন্ধর্ব্ব?

দ্রোণ। নিশ্চয় রক্ষিবে মাতা।
তবু, কাতরা জননী তব
সমধিক হবেন ব্যাকুল
তোমারে না হেরি। যাও গৃহে।

[নকুল ও সহদেবের প্রবেশ]

নকুল। অবধান মহারাজ, অবধান দেব,
পুরীমাঝে শুনিলাম,—অগণিত সেনা
আক্রমণ করিয়াছে উত্তর গোগৃহ।
কুমার উত্তর একাকী গিয়াছে রণে।
বৃহন্নলা হয়েছে সারথি।

যুধি। বৃহন্নলা হয়েছে সারথি?
উতলা গ্রন্থিক কেন এত?

বিরাট। উতলা গ্রন্থিক কেন? কি বল ব্রাহ্মণ?
ক্লীবহস্তে দিয়া অশ্বরজ্জু
একাকী কুমার অগণিত শত্রু মাঝে,—
নিশ্চিন্ত তোমরা তবু?
যুদ্ধ ধর্ম্ম নহে তোমাদের—
তোমাদের বলিয়া কি ফল?
কোথা সেনাপতি, কোথা সৈন্যগণ,
রণক্লান্ত এতই তোমরা?
শীঘ্র চল রণক্ষেত্রে কুমারের সাহায্য কারণ।
কোথায় বল্লভ? পৃষ্ঠে বহি লহ মোরে সমর প্রাঙ্গণে।
রণ জয় নাহি হয়, মরিব পুত্রের পাশে!
বল্লভ, বল্লভ, কোথায় বল্লভ?

[ভীমের সুশর্ম্মাকে লইয়া প্রবেশ]

ভীম। আসিয়াছি মহারাজ,
ধরিয়া এনেছি দেখ দুষ্ট সুশর্ম্মারে।
কহ, কিবা শাস্তি দিব দুর্ব্বৃত্তেরে!

বিরাট। কর কঙ্ক, যে হয় বিচার।
হে বল্লভ, আমারে লইয়া চল উত্তর গোগৃহে,—
একাকী কুমার অগণিত শত্রু মাঝে!

যুধি। জান কি সুশর্ম্মা,
কারা আসি দেয় হানা উত্তর গোগৃহে—
তোমা সম গোধন হরণ হেতু?

সুশর্ম্মা। সমগ্র কৌরব—
সমবেত বহুরাজা সহায় তাদের।

বিরাট। সমগ্র কৌরব!

সুশর্ম্মা। ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ সহ—
দুর্য্যোধন নিজে আসিয়াছে;
আর আর কৌরব সকল।
অভিমন্যু, অর্জ্জুনতনয়—সেও আসিয়াছে রণে।

বিরাট। কৌরব পাণ্ডব,
মিলিত এ গোধন হরণ হেতু?
কোন্ অপরাধে মোর?
যে হয় সে হয়, কঙ্ক, মুক্তি দাও সুশর্ম্মারে,
দাসত্ব যদ্যপি মোর করে অঙ্গীকার।

যুধি। যথা ইচ্ছা মতিমান্।

সুশর্ম্মা। হয়েছে উচিত শিক্ষা বিরাট ঈশ্বর।
ক্ষম মোরে—দাস তব আমি, করিনু স্বীকার।

বিরাট। মাগিয়াছ ক্ষমা,
দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলাম তোমারে।
ফিরে যাও রাজ্যে আপনার। কঙ্ক!

যুধি। শোন হে গ্রন্থিক,
দ্রুত অশ্ব দাও এক সুশর্ম্মা ভূপালে—
চলে যাবে নিজ রাজধানী।
যাও তন্ত্রিপাল, দাও তাঁরে সুযোগ্য পাথেয়।

[নকুল, সহদেব ও সুশর্ম্মার প্রস্থান]

বুদ্ধিমান্ তুমি নরেশ্বর ;
কৌরব বিগ্রহে, সুশর্ম্মারে ক্ষমা,
অতি সমীচীন কাজ হয়েছে তোমার।

বিরাট। বুদ্ধি মোর একেবারে হত !
সমগ্র কৌরব রণে একাকী কুমার !
কি কর বল্লভ তুমি ?
শীঘ্র মোরে নিয়ে চল কুমারের পাশে।

ভীম। রণক্লান্ত অতিশয় মহাশয় নিজে।
আজ্ঞা যদি পাই, একা আমি জিনিব সমর।

বিরাট। কাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় তুমি ?

যুধি। বৃহন্নলা রথের সারথি,
অর্জ্জুনের রথ যেই করেছে চালন।
তার সনে কুমারের নাহি কোন ভয়।

বিরাট। নাহি কোন ভয়, জান তুমি !
ক্লীব ভরসায়
শমনের মুখে রাখি পুত্র রত্নে মোর,
তোমার আশ্বাসবাণী শুনি' সময় কাটাই !
যুদ্ধাহত পঙ্গু বলি হেলা কর মোরে, হে বল্লভ ?
সম্বৎসর পুষিলাম অন্নবস্ত্র দিয়া একারণ ?

ভীম। নহি অকৃতজ্ঞ, নরনাথ—যাব রণে।
শুধু চাই, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ!

যুধি। প্রয়োজন কিছু নাই যাইবার, সূপকার।
তবু রাজার আদেশ, যাও রণে।
তবে সাবধানে করিও সমর।
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবৎসর অতিক্রম প্রায়—
রণক্ষেত্রে পাছে তারা করে স্বপ্রকাশ,
এই ভয়!

ভীম। নাহি চিন্তা মতিমান্।
কৌরব পাণ্ডব মিলে যদি রণে—
তবু নাহি ভয়। [প্রস্থান]

বিরাট। একা রামে নাহি রক্ষা সুগ্রীব দোসর!
তুমি কঙ্ক, বল, নাহি ভয়!
সত্যই পাণ্ডব যদি যোগ দেয় কৌরবের সনে?
অজ্ঞাত হইলে গত নহে অসম্ভব!
আসিয়াছে অভিমন্যু, শুনিলাম সুশর্ম্মার মুখে।—
এসেছে শাবক,
পশ্চাতে নিশ্চয় থাকিবে কেশরী যূথ!

যুধি। চলুন পুরীর মাঝে, মহারাজ।

বিরাট। তুমি যাও, ভয় হয়ে থাকে যদি।
সৈন্ত সেনাপতি মোর, কে আছ হেথায়?
হায়! কোথা গেল কীচকেরা শত ভাই,
অসহায় রাখিয়া আমারে?

প্রান্থিক ও তন্ত্রিপাল,
ছলে তাহাদের পাঠাইলে কার্য্যান্তরে!
কহ দেখি, কিবা তব অভিলাষ কঙ্ক?

যুধি। সদা হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তব মহারাজ!
যুদ্ধশাস্ত্র জানি কিছু কিছু,
আপনি দেখেছ নিজে ত্রিগর্ত্তসমরে।
কহি আমি স্বরূপবচন,
বৃহন্নলা সহায়ে কুমার,
অরি জিনি, আসিবে ফিরিয়া।

বিরাট। তোমরা সমরপটু—মানি,
ক্লীব বৃহন্নলা সমরের কি জানিবে?
নৃত্যগীতে কাটায় সময় অন্তঃপুরে!
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগতপ্রাণ—কি ক'রে প্রবেশি পুরী?
মন চায় ছুটে যেতে সমর প্রাঙ্গণে,
হায়, অপটু এ দেহ!

[বৃদ্ধ গোপের প্রবেশ]

বৃঃ গোঃ। জয় জয় বিরাট ঈশ্বর!
রণক্ষেত্রে ধূলিজাল বিতাড়িত দূরে!
শত্রুগণ পলায়িত, বিজয়ী কুমার!
সমগ্র গোধন ফিরে বিরাট নগরে। [প্রস্থান]

বিরাট। একি অসম্ভব শুনি!
একাকী কুমার বিতাড়িত করে কৌরবেরে?

যুধি। বৃহন্নলাসহায়ে রাজন্
অসম্ভব কিছু নাই ত্রিভুবনে।

বিরাট। বৃহন্নলা, বৃহন্নলা!
বার বার ক্লীবনামজপ শুভদিনে আজি!
স্তব্ধ হও হে ব্রাহ্মণ! [লোষ্ট্র নিক্ষেপ]

যুধি। [রক্ত অঞ্জলিতে ধরিয়া]
সৈরিন্ধ্রী! সৈরিন্ধ্রী!

[উত্তরাসহ সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

দ্রৌপ। জয়বাদ্য শুনিতেছি, হইয়াছে জয়?
—একি?

যুধি। বস্ত্রাঞ্চলে ধরহ শোনিত,
শুভদিনে ভূমিস্পর্শ নাহি করে! [দ্রৌপদীর তথাকরণ]

[কয়েকজন গোপের প্রবেশ]

গোপগণ। জয়, বিরাটের অধীশ্বর!
জয় জয় কুমার উত্তর!

বিরাট। কোথায় কুমার?

একজন। করিছেন পুরীতে প্রবেশ।

বিরাট। নিয়ে এস আমার সম্মুখে।
আমি অতি ক্লান্ত,—কুমারের স্কন্ধে করি ভর,
পুরীমাঝে করিব প্রবেশ!

যুধি। সারথিরে আসিতে করিও মানা,
অপ্রিয়দর্শন তিনি বিরাট রাজের। [গোপদের প্রস্থান]

বিরাট। অতি উত্তেজিত, বিপ্র, হৃদয় আমার আজি।
আনন্দের তীব্রব্যথা বিঁধিছে অন্তর!
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য,
করিয়াছি অন্যায় আচার—কর ক্ষমা।

যুধি। বিরাট ঈশ্বর,
না চাহিতে ক্ষমিয়াছি তোমা।

দ্রৌপ। ব্রহ্মরক্তপাত হইলে ভূমিতে, গন্ধর্ব্বে রুষিত।

বিরাট কাজ নাই মাতা আর গন্ধর্ব্বের রোষে!
তোমা হেতু যথেষ্ট হয়েছে।
গন্ধর্ব্বেরে ক্ষমা দিতে বল।

উত্তরা। বৃহন্নলা, যেয়োনা ফিরিয়া।
পিতা, বৃহন্নলা আসুক হেথায়—
ডাক তুমি তারে।

বিরাট। বৃহন্নলা, বৃহন্নলা, যেয়োনা ফিরিয়া।

যুধি। এস হেথা, ডাকিছেন মহারাজ।
রে, সৈরিন্ধ্রী, যাও অন্তঃপুরে
রণজয় বার্ত্তা শুনাও সবারে। [দ্রৌপদীর প্রস্থান]

উত্তরা। বৃহন্নলা!

[অর্জ্জুনের প্রবেশ। উত্তরা কাছে গেলেন]

অর্জ্জুন। প্রণাম চরণে দেব, প্রণাম রাজন্।

বিরাট। উত্তর কোথায়? আসিল না মোর কাছে?

অর্জ্জুন। পুরীমাঝে করেন প্রবেশ,
কহিলেন, বীরদের কীর্ত্তি-গাথা
আগে করিব লিখন,—
তারপর ভেটিব জনকে।

বিরাট। অর্থ?

অর্জ্জুন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি
যত বীর এসেছিল আজিকার রণে—

সকলের কীর্ত্তি-কথা মোর কাছে শুনিতে শুনিতে
রণ জয়ে দেরী হ'য়ে গেল।
নহে, বহুপূর্ব্বে ভেটিত চরণ।

বিরাট। নিতান্ত বালক!

উত্তরা। আন নাই সুন্দর বসন মোর তরে?

অর্জ্জুন। আনিয়াছে ভ্রাতা তব।

উত্তরা। কোথা, দেখাইবে চল।

বিরাট। আগে কহ যুদ্ধের বারতা—
কিরূপ সমর করিল কুমার?

অর্জ্জুন। সমরের কি বু'ঝব আমি,
কবি মাত্র রথ সঞ্চালন?

বিরাট। শোন কঙ্ক!
কিন্তু, কহ বিস্তারিয়া
কি হইল, কি দেখিলে রণক্ষেত্রে।

অর্জ্জুন। রথচক্রে অশ্বখুরে সমুত্থিত ধূলি
অন্ধকার সৃজিল সেথায়,
চক্ষু ছিল নিমীলিত—
কি ক'রে দেখিব কি হয়েছে রণক্ষেত্রে?

বিরাট। চক্ষু বুজে চালাইলে রথ?

অর্জ্জুন। আমি কোথা? কুমার চেলেছে রথ।

বিরাট। নিজে রথ চালাইল, করিল সংগ্রাম,
এ শিক্ষা কোথায় পেল কুমার আমার?
নিয়ে চল মোরে শীঘ্র কুমারের ঠাঁই।
ধর মোরে বৃহন্নলা, ধর কঙ্ক। [উত্তরে ধরিয়া তুলিলেন

[দূতের প্রবেশ]

দূত। জয়তু রাজাধিরাজ।
বন্দী অভিমন্যু, অর্জ্জুনতনয়।

সকলে। বন্দী অভিমন্যু ? [বিরাট বসিয়া পড়িলেন]

যুধি। অভিমন্যু বন্দী বৃহন্নলা ?

অর্জ্জুন। আমি নাহি জানি দেব।

দূত। সূপকার বল্লভ ব্রাহ্মণ
বন্দী করি আনিয়াছে তারে। [প্রস্থান]

বিরাট। অভিমন্যু, অর্জ্জুন তনয়,
বন্দী আজি মম গৃহে !
নহে বন্দী, অতিথি এ পুরে !
সমাদর করা তারে কর্ত্তব্য আমার।
নহে কঙ্ক ?

যুধি। নহে মতিমান্।
অযশ ঘোষিবে লোকে,
যাদব পাণ্ডব ভয়ে বন্দী সমাদর।

বিরাট। পাণ্ডবেরে মনে মনে স্নেহ আমি করি ;
সম্পর্কে দৌহিত্র আমি পাঞ্চাল বংশের।
তদুপরি, কন্যার জনক,
কোন্ সূত্রে, কার ঘরে,
সম্প্রদানপ্রার্থী হ'য়ে হব উপস্থিত,
নাহিক নিশ্চয়।
পুত্র সম, পুত্রের বয়সী
না দে'খে, বাৎসল্য মোর জাগে তার প্রতি ;

সমাদর নিশ্চয় করিব তারে।
কর আয়োজন, কঙ্ক।

যুধি। যথা আজ্ঞা নরপতি। যাও বৃহন্নলা,
অভিমন্যে করি' সমাদর,
নিয়ে এস রাজার সমীপে।

বিরাট। অগ্রে, পুরী মোরে করাও প্রবেশ।
সেইখানে দেখিব তাহারে।

উত্তরা। বৃহন্নলা, অভিমন্যু দেখিতে কেমন?

অর্জ্জুন। দেখিলে বুঝিবে মাতা। [বিরাটকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

[অভিমন্যুকে লইয়া ভীমের প্রবেশ]

অভি। কোথা নিয়ে এলে মোরে নির্ব্বাক্ পদাতি?

ভীম। বিরাটের অন্তঃপুর পথে।

অভি। অন্তঃপুব পথে কিবা হেতু?

ভীম। তব প্রাণ রক্ষা হেতু।
রাজসভামাঝে লইলে তোমারে,
নিষ্ঠুর বিরাট দিত বধের আদেশ,
গোধন হরণ অপরাধে!
অন্তঃপুরে,
দয়ার উদ্রেক করি' পুরমহিলার,
পরিত্রাণ পাও যদি করহ প্রয়াস।

অভি। ছেড়ে দাও হস্ত মোর, অশিষ্ট পদাতি।
চেননা আমারে, তেঁই,
নাহি জান কারে কহ কি বচন!

ভীম। বন্দী তুমি মোর অভিমন্যু।

অভি। নাম ধরি' সম্ভাষণ কর ত্যাগ আমারে, পদাতি!
অর্জ্জুনতনয় আমি, কৃষ্ণ ভাগিনেয়,
অতিরথ মাঝে গণ্য আমি!

ভীম। প্রমাণ তাহার, বন্দীদশা তব মোর হাতে।

অভি। নাহি কহ মিথ্যাভাষ।
বন্দী তুমি করনি এখনো মোরে।
যুদ্ধই হয়নি,
বন্দী কি করিয়া করিলে আমারে?
নিরস্ত্র হইলে উপস্থিত রথের সম্মুখে,
অস্ত্রাঘাত নিষেধ পিতার অস্ত্রহীন জনে,
তাই, জীবিত এখনো তুমি রয়েছ সম্মুখে।

ভীম। বাহুযুদ্ধে পরাজিত তুমি মোর কাছে।

অভি। পরাজিত হইনি এখনো!
আমা হ'তে বয়োধিক বলাধিক তুমি,
মল্লবিদ্যা সুকৌশলী মানি।
তাই, কৌশলে আমারে তুমি আনিয়াছ হেথা।
কিন্তু, মানি নাই পরাজয়।
দেহে প্রাণ রহিতে আমার, পরাজয় মানি' ল'ব,—
সে শিক্ষা আমার নয়!

ভীম। কি করিতে চাহ তুমি এবে?
করিবে সমর পুনঃ?
করিব নিশ্চয়, প্রয়োজন হয় যদি।
কিন্তু, কিরূপ সমর আজি হইল বুঝিতে নারি।

মুহূর্ত্তেকে কৌরব বাহিনী,
ছত্রভঙ্গ করে পলায়ন !
সংগ্রাম হইল কোথা !
আমারে না কেহ ভেটিল সমরে ?
হয়ে কুতুহলী হতে অগ্রসর, দরশন তোমা সনে।
কৌতূহলী এসেছি হেথায়।
নহে, রণক্ষেত্র হ'তে
এতদূর নিয়ে আসা মোরে,
সাধ্য কভু ছিল না তোমার।
জান কিহে তুমি, কে করিল পরাজয় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণে ?

ভীম। তোমার জনক ছাড়া,
হেন জন নাহি, ভাব মনে।

অভি নিশ্চয়, পদাতি।
তবে, এও বুঝি জনক তোমার।
অশিষ্ট পদাতি !
সমুচিত শাস্তি দিব তোমা।
এস, মল্লযুদ্ধে হও অগ্রসর।

ভীম। ছাড়, ছাড়। রণক্লান্ত আমি, রে বালক।
ভাল, বাক্য মোর করি প্রত্যাহার।

নেপথ্যে উত্তরা। এস এসলো সৈরিন্ধ্রী—ঐ দেখ।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

ভীম। দেখলো সৈরিন্ধ্রী,
আজি যুদ্ধে কি রত্ন এনেছি !
পুত্রহারা তুমি, পুত্রবৎ পালিবে ইহারে।

অভি। শীঘ্র নিয়ে চল মোরে রাজার সমীপে!
বন্দী আমি,
যেবা শাস্তি দেয় মোরে লব শির পাতি।
অন্তঃপুরে, তুচ্ছ রমণীর সমাদরে ঘৃণা করি আমি।

দ্রৌপ। মাতা তব নহেন রমণী?

অভি। কার সঙ্গে কাহার তুলনা!
সুভদ্রাজননী মোর, জননী দ্রৌপদী!
শুনিয়াছ নাম তাঁহাদের?

উত্তরা। দ্রৌপদীর সহচরী আছিলেন ইনি।

অভি। তুমি কে আবার?

ভীম। অশিষ্ট আচার করোনা কুমার,
বিরাটের অন্তঃপুরিকায়।—
বন্দী তুমি বিরাট রাজের!

উত্তরা। না, না, নহ বন্দী।

অভি। না, না, নহি বন্দী, জামাতা এ পুরে!
চলহে পদাতি কোথায় নৃপতি।

দ্রৌপ। অন্তঃপুরে তিনি, এস মোর সাথে।

অভি। যাব তব সাথে!

দ্রৌপ। এসহে কুমার, রণক্লান্ত তুমি।
রাজার আদেশ,
বিশ্রাম করিবে তুমি অন্তঃপুর মাঝে।
কিন্তু সূপকার,
অনর্থক কেন বন্দী করিলে বালকে?
কুপিত হবেন পার্থ, ক্রুদ্ধ হবে বাসুদেব!

ভীম। দুরাচার কৌরবের—
রণস্থলে ফেলিয়া বালকে পলাইল সবে!
মমতায় আনিনু তাহারে।
শুনি, পুত্রহারা আছ তুমি বহুদিন,—
তোমার দুঃখের কথা হইল স্মরণ
অন্তঃপুর পথে তাই এনেছি ইহারে।

অভি। সশস্ত্র থাকিতে যদি, মমতার পেতে প্রতিফল!

ভীম। দুর্ব্বল যে জন অস্ত্র প্রয়োজন তার।
ভুজে যার আছে বল
অস্ত্রের অভাব তার নাই।

অভি। বাক্য তব জ্যেষ্ঠ তাত সম শুনি!

ভীম। কেবা জ্যেষ্ঠ তাত তব, শুনি?

অভি। ভীম, ভীম, ভীমসেন—যাঁর ভুজের প্রহারে
বিরাট নগরী যাবে আকাশে উড়িয়া,
যদি অপমান কর মোরে।

দ্রৌপ। এস বৎস,
আমি রহিতে হেথায়,
অপমান তোমারে করিবে কেহ,
নাহিক শকতি।
কঠিন জননী তব সুভদ্রা, দ্রৌপদী,
পরাজয় জানি রণে,
পাঠাল তোমারে অন্যায় সমরে!

অভি। জননীরা নাহি জানে।
ভীষ্মাদেশে এসেছি সমরে।

কিন্তু রণ হ'ল কই ?
সমস্তই যেন হ'ল খেলা।

দ্রোণ। খেলা হ'ল, ভাল হ'ল, বাপ !
ক্ষত্রিয় কুমার,—প্রকৃত সমর
করিবারে পাবে অনেক সুযোগ !
খেলিবার বয়ঃক্রম তব।

উত্তরা। এস, চল দেখাইব নৃত্যশালা।
বৃহন্নলা নৃত্যগীত শিখায় মোদের।

[অভিমন্যু তাচ্ছিল্য করিল]

উত্তরা। [অর্জ্জুনকে দেখিয়া] এস বৃহন্নলা।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। হেথা তুমি সূপকার ?
অভিমন্যু লাগি' ব্যাকুল বিরাট।
বর্হিদ্বারে করি তোমা বৃথা অন্বেষণ।
অন্তঃপুর দ্বারে কিবা হেতু ?

ভীম। কর ক্ষমা বৃহন্নলা মোরে।
প্রার্থনা এ মোর, পার্থ নাহি রোষে
পুত্রের বন্ধন লাগি !
সৈরিন্ধ্রীর দুঃখে হইয়া কাতর আনিয়াছি অন্তঃপুরে।

অর্জ্জুন। সৈরিন্ধ্রী তোমার কেবা,
তার দুঃখে এত দুঃখী তুমি ?
কিন্তু, পার্থের ক্রোধের কিছুই নাই—
এ বন্ধন স্নেহের বন্ধন, জানিবে নিশ্চয় সেই।
কি বল হে অভিমন্যু ?

অভি। নারীদেহধারী নর, কে তুমি অদ্ভুত জীব
নাম ধরি সম্বোধিছ মোরে?
মৎস্যপুরে শিষ্টাচার নাহি জানে কেহ?
জানত হে পার্থ পিতা মোর,
জান কিহে শ্রীকৃষ্ণ মাতুল?

অর্জ্জুন। তাই নাকি? আছেন কুশলে কৃষ্ণ?

অভি। আছেন, আছেন,
কুশলে আছেন কৃষ্ণ, কুটুম্ব তোমার!

ভীম। নিয়ে যাও পুরী মাঝে কুমারে সৈরিন্ধ্রী।
আমাদের দুজনার পরে অতীব বিরূপ শিশু।

অভি। শিশু নাহি বল।

দ্রৌপ। না, না, বীর তুমি। এস মম সাথে,
নিয়ে যাব যথা মহারাজ।

[দ্রৌপদী, উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রস্থান]

ভীম। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। হে আর্য্য!

ভীম। কিছু বলিও না ভাই।
বীরের নয়নে অশ্রু শোভে'না পাণ্ডব!

অর্জ্জুন। সত্য বলিয়াছ আর্য্য!—
কিন্তু দেব, অভিমন্যু তরে
কৌরবেরা করে যদি পুরী আক্রমণ?

ভীম। দুরাত্মা কৌরব!
অভিমন্যে পরিত্যাগ করিল সংগ্রামে!
কোন চেষ্টা করিবেনা তারা।

অর্জ্জুন। রয়েছেন ভীষ্মদেব, আছেন আচার্য্য—
মম মতে, সাবধানে থাকা সমুচিত।

ভীম। যতদিন দুঃশাসন রক্ত নাহি করি পান,
দ্রৌপদীর বেণী না করি সংহার—
নিদ্রাহীন যাপি নিশি, জান তুমি।
আজি নিশি জাগ্রত প্রহরী কাটাইব পুরে,
আয়াস কি তাহে ?

অর্জ্জুন। তাই কর দেব।
আমি যাই অন্তঃপুরে।
কিন্তু, অন্তঃপুরে যেতে
আজি মোর হতেছে সঙ্কোচ।
সম্বৎসর পরে, গাণ্ডীবের প্রথম টঙ্কারে,
ক্লীবত্ব ঘুচিয়া গে'ছে মন হ'তে মোর।
বুঝি, অজ্ঞাত বিগত হ'ল।
চিনিয়াছে মোরে ভীষ্ম, চিনেছে আচার্য্য—
নহে, ভাব, এত শীঘ্র হইত কি রণজয় ?
অজ্ঞাত না হ'লে অতিক্রম, পুনঃ যেতে হবে বনে !

ভীম। তাই যাব ভাই।
আশ্রয় দাতার তরে, বনবাস স্বর্গবাস, মানি।

অর্জ্জুন। কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি সত্যেতে, সংগ্রামে।

নেপথ্যে উত্তরা। বৃহন্নলা, বৃহন্নলা।

অর্জ্জুন। চল ভাই যাইব বাহিরে।
কুমারীর সমাদর নারীজ্ঞানে মোরে,
আজি আমি সহিতে নারিব! [উভয়ের প্রস্থান]

[উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা। বৃহন্নলা, বৃহন্নলা—কোথা গেলে তুমি ?
কণ্ঠস্বর শুনিনু তোমার !
মাগো !

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভি। নাহি ভয় কুমারী তোমার,
আমি আছি হেথা।

উত্তরা। অবজ্ঞায় নাহি কহ কথা,—'তুমি আছ হেথা !'

অভি। ক্ষমা কর মোরে।
বিকল মস্তিষ্ক মোর—
স্বপনের মত মনে হয় সব।
কেবা এই স্নেহময়ী নারী,
তোমাপরে সমর্পিয়া মোরে,
অশ্রুজল সম্বরিতে দ্রুত পদে করে পলায়ন ?

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রী ইহার নাম।
দ্রৌপদীর সহচরী ছিল,
এবে জননীর সহচরী।

অভি। দ্রৌপদীর সহচরী ছিল ?
সেই হেতু দুঃখিনী দ্রৌপদী দুঃখে !

উত্তরা। আমারও চক্ষে আসে জল !
শুনিয়াছি সৈরিন্ধ্রীর মুখে
দ্রৌপদীর দুঃখের কাহিনী।
হেন তেজস্বিনী নারী হেন দশা তাঁর ?

অভি। তোমারও চক্ষে আসে জল দ্রৌপদীর দুঃখে?
এত স্নেহ, এত ভালবাসা
কোথা হতে এল এই বিরাট নগরে?
মল্ল পদাতিক, কক্ষে করি নিয়ে এল মোরে,—
মনে হ'ল কুসুম পরশ!
বন্দী শত্রুবীরে এত সমাদর
কভু কল্পনায় ভাবি নাই!
তিরস্কার যত আমি করি,
হাস্যমুখ হেরি সবাকার!
এখনোত দেখি নাই নৃপতিরে,
কত স্নেহ নাহি জানি আছে তাঁর বুকে!

অভি। তুমি তাঁর কেবা?

উত্তরা। তনয়া তাঁহার।

অভি। তনয়া তাঁহার?
কর ক্ষমা দুর্বিনীত ব্যবহার মোর।
কত শিক্ষা হয় লাভ জীবিত রহিলে!
বুঝি নাই কিবা হেতু,
ভীষ্মদেব করিলেন
গোধন হরণ আয়োজন।
বুঝি মোর এই শিক্ষা তরে।
যদি, আমারি মতন বন্দী হইত লক্ষ্মণ!

উত্তরা। লক্ষ্মণ তোমার কেবা?

অভি। ভ্রাতা মম, দুর্য্যোধন সুত।
সে আসিলে, দুইজনে করিতাম

তোমারে হরণ,
সে করিত বিবাহ তোমারে।

উত্তরা। ঈস্! করিতেন আমারে হরণ!
হরণ হইয়া নিজে এলেন বিরাটে,—
করিতেন আমারে হরণ!
এইক্ষণ ? কে করিবে বিবাহ তোমারে?

অভি। তুমি!

উত্তরা। কি বলিলে?

অভি। না, না!

উত্তরা। চলিয়া এসেছি আমি পুরীর বাহিরে—
সৈরিন্ধ্রী! সৈরিন্ধ্রী! [দ্রুত পলায়ন]

অভি। আমি বন্দী তোমাদের—ফেলিয়া যেয়োনা মোরে।

[উত্তরের প্রবেশ]

উত্তর। বন্দী নহ, বন্ধু তুমি আমাদের।

অভি। আপনি কে মহাশয়?

উত্তর। বিরাট তনয় আমি, উত্তর আমার নাম।

অভি। কোথা বিরাট ঈশ্বর?
তাঁর কাছে কেহ নাহি নিয়ে যায় মোরে!
আপনি চলুন সাথে, ভেটিব বিরাট রাজে।

উত্তর। রাজার সম্মুখে যেতে ভয় মোর।

অভি। ভয় কিবা হেতু?

উত্তর। মিথ্যা ভাষণের ভয়।
পিতা জানে রণজয়ী আমি।
কিন্তু, সেকথা যথার্থ নয়।

অভি। সত্য কথা বলিবেন মহাশয়
ভয় কিবা তাহে ?
সত্য, কে করিল রণজয় ?

নেপথ্যে বিরাট। কোথায় উত্তর ?
কোথা অভিমন্যু ? কোথা বৃহন্নলা ?
কেহ নাহি আসে মম ঠাঁই !
নিয়ে চল মোরে কঙ্ক বাহির উদ্যানে !
রণপঙ্গু বলি মোরে এতই উপেক্ষা ?

[উত্তরের প্রস্থানোদ্যোগ]

অভি। নাহি যাও মহাশয়, কাতর জনক তব।
সত্য কথা বলিবে তাঁহায়,—
সত্যভাষণেরে কিবা ডর ?

উত্তর। সত্য বলিয়াছ বীর—
সত্যভাষণেরে নাহি ডর।
মিথ্যা যশ উপভোগ, সেও মিথ্যাচার।

[যুধিষ্ঠিরের স্কন্ধে ভর করিয়া বিরাটের প্রবেশ]

বিরাট। এই যে উত্তর ! এই বুঝি অভিমন্যু ?

অভি। প্রণাম রাজন্। ইনি কেবা ?

উত্তর। ভগবান্ কঙ্ক।

অভি। আশীর্ব্বাদ করহে ব্রাহ্মণ। [প্রণাম]

যুধি। পিতৃসম বীরত্ব গৌরব লভহ কুমার !

বিরাট। কোন্ কার্য্য আগে করি কহ কঙ্ক মোরে,
অর্জ্জুন তনয়ে কিম্বা, রণজয়ী পুত্রে মোর—
দেই আগে আলিঙ্গন ?

উত্তর। রণজয়ী আমি নহি পিতা!

বিরাট। রণজয়ী তুমি নহ! কে তবে করিল রণজয়?

উত্তর। বৃহন্নলা।

বিরাট। বৃহন্নলা!
কোথা বৃহন্নলা?

[বৃহন্নলার প্রবেশ]

অর্জ্জুন। উপস্থিত সমীপে ধীমান্,
ক্ষম বিলম্বের অপরাধ।

বিরাট। করিয়াছ রণজয় তুমি কহিল উত্তর,
সত্য এ বারতা?

অর্জ্জুন। একা পরাজয় সমগ্র কৌরব চমূ
সম্ভব কি কভু?

উত্তর। তোমাতে সম্ভব সবি।
প্রকোষ্ঠে জ্যাহত চিহ্নে
পরিচয় লেখা আছে তব!

বিরাট। দেখি, দেখি।

অর্জ্জুন। কঙ্কণবলয়ধারী নপুংসক আমি,
অলঙ্কারচিহ্ন মণিবন্ধে।

বিরাট। যুদ্ধবিদ্যা জানিতাম কোন কালে,
জ্যাক্ষত ভূষণক্ষত
চিনিতে পারিব আমি।
দেখি, দেখি,—
এযে,
দুই হস্তে ধনুর্গুণ ক্ষতচিহ্ন দেখি!

সব্যসাচী একমাত্র রয়েছে ধরায় !
মহাশয়, পার্থ নিজে নাহিক সংশয় !

অর্জ্জুন। কোথায় সমুদ্র, কোথায় গোষ্পদ !
পার্থ যদি আমি,
সূপকার বল্লভ সে ভীম !
সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী, কঙ্ক যুধিষ্ঠির,
গ্রন্থিক নকুল, আর, সহদেব কেবা ?
তন্ত্রিপাল ?

বিরাট। অসম্ভব নয় !

উত্তর। অসম্ভব কিবা ? নিশ্চয় নিশ্চয়,
জয় জয়, পাণ্ডব উদয়।

বিরাট। উল্লাস না কর পুত্র !
অজ্ঞাত এখনো বুঝি নাহি অবসান।
সমাচার গোপনে রাখিবে।
বিশ্বাস আমারে কর, ধর্ম্মরাজ, ধনঞ্জয়—
না, না, নহে ধনঞ্জয়, বৃহন্নলা !
বৃহন্নলা, যাও অন্তঃপুরে !

যুধি। অন্তঃপুরে যাইবার
নাহি প্রয়োজন আর, বিরাট ঈশ্বর।
অজ্ঞাত উত্তীর্ণ আজি।
অভিমন্যু, কি হেরিছ ? ছদ্মবেশী পিতা তব !

অভি। এত যে সৌভাগ্য মোর
রয়েছে সঞ্চিত—এই বিরাটের পুরে
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে ভাবি নাই !

পিতৃগণ দরশন মিলিল হেথায় !
এরি তরে তবে গোধন হরণ—
করিলেন আয়োজন ভীষ্ম মহামতি !
এরি তরে প্রেরিলেন মোরে
বাসুদেব হস্তিনায়।

শৈশবে আমার
করিলেন বনবাস গ্রহণ সকলে—
কি লজ্জা আমার,
নাহি চিনিলাম আপন জনকে !
কর ক্ষমা দুর্ব্বিনীত ব্যবহার সন্তানের,
জ্ঞানকৃত নহে জানি ! [অর্জ্জুনকে প্রণাম]

অর্জ্জুন। প্রাণাধিক ! [অভিমন্যুকে বক্ষে লইলেন]

অভি। কর আশীর্ব্বাদ পুত্রে, জ্যেষ্ঠতাত। [যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম]
অজ্ঞাত উত্তীর্ণ আজি ?
তবে, পঞ্চরাত্র মধ্যে মিলিয়াছে পাণ্ডব সন্ধান !
অর্দ্ধরাজ্য রয়েছে প্রস্তুত, তোমাদের তরে দেব !

যুধি। কিসে পুত্র ?

অভি। দ্রোণাচার্য্য মাগি নিলা যজ্ঞেতে দক্ষিণা
অর্দ্ধরাজ্য তোমাদের তরে।
পঞ্চরাত্রে মিলিবে তোমরা
এই সর্ত্তে দুর্য্যোধন হইলা স্বীকার।

যুধি। পিতৃসম স্নেহশীল আচার্য্য মোদের,
এত চেষ্টা আমাদের হিতে !

কিন্তু সর্ত্তে দান,
ছিদ্র অন্বেষণ করিবে নিশ্চয়, সুযোধন,
সত্য হতে পেতে পরিত্রাণ।
যাক্, সে চিন্তা এখন নয়।
অজ্ঞাত অতীত,
তবে, উল্লাসের এখনো সময় নয়।
সর্ব্ব অগ্রে,
বিরাটেরে কৃতজ্ঞতা জানাই বিস্তর—
যাঁহার কৃপায়, দুস্তর অজ্ঞাত মোরা
পার হনু অনায়াসে।

বিরাট। কি সৌভাগ্য যে আমার,
সম্বৎসর পাণ্ডবেরা
মম গৃহে করেছে বসতি!
অজ্ঞাতে কতই পাপ করেছি সঞ্চয়।
বৃহন্নলা ঈর্ষাবশে অদ্যই আঘাত
করেছিনু তোমা মহামতি!
শুনেছিনু সমাচার, পার্থের প্রতিজ্ঞা,
বিনা রণে, যুধিষ্ঠির রক্তপাত করিবে যে জন
অর্জ্জুন বধিবে তারে!
সেই অপরাধে অপরাধী আমি আজি।
কর বধ অর্জ্জুন আমারে,
তব হাতে মৃত্যুলভি' দিব্যপথে যাই!

যুধি। সেই রক্ত পড়েনি ভূমিতে,
বস্ত্রাঞ্চলে ধরেছে দ্রৌপদী।

অর্জ্জুন করেছে ক্ষমা আপনারে মহাশয়।
নহে পার্থ?

অর্জ্জুন। আপনার আদেশে অগ্রজ।

বিরাট। এখনো রয়েছে ক্রোধ, আমার উপরে অর্জ্জুনের

অর্জ্জুন। নাহিক রাজন্।

বিরাট। তাই যদি সত্য হয়,
রণ জয় পুরস্কার, লহ মোর কন্যা উত্তরারে।

অর্জ্জুন। কন্যা সম শিখায়েছি তারে,
পিতার সমান ব্যবহার মম প্রতি তার—
লইলাম তারে, পুত্র অভিমন্যু তরে মোর।
এ নহে উত্তম, কি বল উত্তর?

উত্তর। সন্দেহ নাহিক মহাশয়।

যুধি। সমীচীন পরামর্শ—ইহা হ'তে নাই।

বিরাট। অভিমন্যু, জামাতা আমার?
কি আনন্দ, কি আনন্দ!

যুধি। অভিমন্যু, করহ প্রণাম বিরাট ঈশ্বরে।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

উত্তর গোগৃহ। দুর্য্যোধনের শয়ন শিবির।

[লক্ষ্মণ ও সুমিত্রের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। পিতা, পিতা! মহারাজ দুর্য্যোধন!

নেপথ্যে দুর্য্যো। কে তুমি?

দুর্য্যো। [প্রবেশ করিয়া] লক্ষ্মণ? সাথে কেবা?

লক্ষ্মণ। অভিমন্যু-সারথি সুমিত্র।

দুর্য্যো। অসময়ে কিবা হেতু বিশ্রামে ব্যাঘাত?
দুর্ণিমিত্ত কি ঘটিল কৌরব শিবিরে পুনঃ?

লক্ষ্মণ। হৃত অভিমন্যু, তাত!

দুর্য্যো। অভিমন্যু হৃত? কি ভাবে, কোথায়?

লক্ষ্মণ। কহ, সূত, কহ শীঘ্র।

সুমিত্র। সমরের হলে অবসান,
কুতূহলী মহারথ
রণক্ষেত্র চর্চ্চিবারে করে অভিলাষ।
নিষেধ আমার নাহি শুনি'
অগ্রসর বিরাটের দিকে।
অকস্মাৎ ধূলিমেঘ ভেদি'
বাহিরিল মল্লপদাতিক এক,
অস্ত্রহীন বর্ম্মহীন দেহ।

বাহুযুদ্ধে কুমারেরে
করিল আহ্বান সেই।
দুইজনে বাঁধিলে সমর,
এত দ্রুত হ'ল তাঁরা,
ধূলি পটলের মাঝে অন্তর্দ্ধান,
করিল আমারে দিশাহারা!
ধীরে ধীরে ধূলিজাল হ'লে অপসৃত,
প্রান্তর হেরিনু জনহীন!
অপেক্ষিনু মহাবীর তরে, করিনু সন্ধান,
দরশন না পাইনু তাঁর।
অকারণ বিলম্ব আমার মার্জ্জনীয় নহে অপরাধ,
তাই ভয়ে চরণে না করি নিবেদন,
জানাই কুমারে।—
তখনি লক্ষ্মণ বীর বাহিরায় পুনঃ অন্বেষণে।

লক্ষ্মণ বার্থ সর্ব্ব অন্বেষণ পিতা!—
মনে হয়, বন্দী অভিমন্যু বিরাটের হাতে!

দুর্য্যো। অবোধ বালক, মূর্খ সূত,
জানাতে বিলম্ব এত এ বারতা রাজার সমীপে?
বাজাও শঙ্কার শঙ্খ, জাগরণ ভেরী,
শীঘ্র সমবেত কর সবারে শিবিরে মোর।

[সুমিত্রের প্রস্থান। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিনিনাদ

হৃত অভিমন্যু, মহাকলঙ্কের কথা!
একে পরাজয় বিরাট সমরে, অযশ বিস্তর—

তদুপরি,
অর্জ্জুনতনয়ে শত্রুকরে ত্যাগ,
স্বেচ্ছাকৃত ঘোষিবে জগৎ!
পাণ্ডববিদ্বেষ যথার্থ আমার।
কিন্তু, জানে ভগবান্,
অভিমন্যে করি পুত্রজ্ঞান,
তোমাতে তাহাতে প্রভেদ না করি আমি।

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি। প্রায় নিশাশেষে কি হেতু আহ্বান সবে?
নাকে মুখে চখে ধূলা
সবে মাত্র শ্রান্ত হয়ে দিয়াছে বিশ্রাম,
চক্ষুদুটি আসিছে বুজিয়া
এসময়ে বিকট আওয়াজ? কি হয়েছে বাপ?

দুর্য্যো। অভিমন্যু হয়েছে হরণ!

শকুনি। অভিমন্যু হয়েছে হরণ?
কোন্ হেতু? বিবাহার্থ?
এতকাল শুনিয়াছি কুমারী হরণ?
কুমার হরণ অভিনব বটে!
তা,
কোন্ বীরাঙ্গনা—অভিমন্যে করিল হরণ?

[ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ]

দ্রোণ। বন্দী অভিমন্যু বিরাটের করে?

ভীষ্ম। কে করিল বন্দী তারে?

লক্ষ্মণ। অস্ত্রহীন মল্ল পদাতিক এক।

ভীষ্ম। শোন দ্রোণাচার্য্য।

শকুনি। ভীষ্মের যেমন সখ!
বালকে সমরে আনি,
কি বিভ্রাট ঘটিতে পারিত আরো!
ঘরের লক্ষ্মণ ঘরেই রয়েছে,
নিশ্চিন্তে রয়েছি তাই!
এস ভাই মোর কাছে।

লক্ষ্মণ। [পাশে গিয়া]
অভিমন্যু লাগি ব্যাকুল পরাণ দেব!

শকুনি। তোমা হ'তে ভাল আছে অভিমন্যু।
উন্মুক্ত প্রান্তরে তুমি,
বিরাটের পুরীমাঝে সেই।

কর্ণ। মম মতে,
আক্রমণ কর্ত্তব্য এখন বিরাটের পুরী।

দুর্য্যো। কি বল মাতুল?

শকুনি। ঘুমাও নিশ্চিন্তে বৎস বাকী নিশাটুকু।
কালি প্রাতে
আসিবেক অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে
বিরাটের পুরী হতে মিষ্ট মুখ করি'
চর্ব্বিয়া তাম্বুল!
বিরাট্ ত শিশু,
বিরাটের বাবার সাধ্য কি
অভিমন্যে রাখিবে ধরিয়া?
নাহি তার কৃষ্ণ ভয়? নাহি তার পার্থ ভয়?

দুর্য্যো। আমাদের রক্ষা হ'তে শিশুরে হরিয়া নিল ?
অপমান একশেষ !

শকুনি। বাকী তার কিছু রহে নাই, গোধন হরণে !
বাবা, নাম হ'ল গরুচোর—
ভাগে মিলিল না একগাছি দড়ি !

দুর্য্যো। পিতামহ, গুরুদেব, কিবা উপদেশ ?
আক্রমণ করিব কি পুরী ?

লক্ষ্মণ। হে তাত, আচার্য্য,
অনুমতি দেহ আক্রমণে !

ভীষ্ম। সূর্য্যোদয় করহ প্রতীক্ষা।

শকুনি। বোধ হয় জীবনে প্রথম এই
একমত ভীষ্ম ও শকুনি !
যাই তবে বাপ, একটু ঘুমিয়ে নিই।
কালি প্রাতে না ফিরিলে অভিমন্যু,
তখন জাগায়ে দিও !

ভীষ্ম। কালি প্রাতে ফিরিবে না অভিমন্যু।
অনুমান, গিয়াছে সে পিতৃসন্নিধান।

শকুনি। সন্দেহ তাহাতে নাই—
অভিমন্যু গিয়াছে অজ্ঞাতে !
যতক্ষণ জ্ঞাত নাহি হবে,
অজ্ঞাতে ত থাকিবেই।

ভীষ্ম। নহে রহস্য শকুনি,
ভীম বিনা নাহি হেন যোধ
অভিমন্যে সম্বরিতে পারে।

শকুনি। এল পুরাতন কথা।
যেখানে যে বড় বীর আছে—
সকলেই ভীম আর অর্জ্জুন, কেবল!

দ্রোণ। আজিকার যুদ্ধে পরাজয়
কার হাতে কর অনুমান?

শকুনি। আপনার অভিপ্রায়, বলিব অর্জ্জুন, নহে?
কিন্তু নহে।
আজিকার পরাজয় হেতু, নহে অনুমান—
অত্যন্ত প্রত্যক্ষ নাকে মুখে চোখে!
ধূলি, ধূলি, বিরাটের ধূলি!
ধূলিসমাচ্ছন্ন শত্রুমিত্র একাকার,
কারে ফেলে কারে মারি?
তাই, স্বপক্ষ সংহার ভয়ে, কৌরবের পলায়ন!

কর্ণ। আজিকার পরাজয় হেতু,
সন্দিহানচিত্তে রণ তোমা সবাকার।
নায়ক যদ্যপি দোলে সন্দেহ দোলায়,
ভীতি ঝঞ্ঝা উঠে ধ্রুব, পদাতি সাগরে,
বিশৃঙ্খলা হয় উপস্থিত!
যুদ্ধই বা হ'ল কোথা? কোথা পরাজয়?
শুধু পলায়ন, আদি হ'তে শেষ।

শকুনি। পলায়ন ধূলি হ'তে বাবা!

কর্ণ। ধূলি কিসে উঠিত প্রান্তরে
পলায়ন না হ'ত যদ্যপি?

শকুনি। সে সন্দেহ আমারো রয়েছে।
মনে মনে জানেন সবাই।
চাপাচুপি দিতে চাই আমি,
তুমি বাপু খুঁচিয়া তুলিবে!
অর্জ্জুনের কল্পনায়, এতদ্রুত পলায়ন,
মস্তকের উষ্ণীষ ফেলিয়া!
সত্যকার অর্জ্জুন আসিলে দেখি,
মুক্তকচ্ছ, হইবে উড়িতে!

দ্রোণ। নহে কল্পনায়, আপনি অর্জ্জুন আজি
বেশধারী রূপে আসি করিয়াছে রণ।

শকুনি। আপনার গরজে, আচার্য্য।
পঞ্চরাত্র আজি শেষ,
আজিও না অর্জ্জুন আসিলে
অর্দ্ধরাজ্য দান বৃথা হ'য়ে যায়,
তাই, ক্লীব হক্ নারী হক্, যে বেশেই হক্,
অর্জ্জুনেরে আসিতেই হবে!

দ্রোণ। আজিকার রণ দেখি' বুঝেছি গান্ধাররাজ,
ভিক্ষার এ অপমান হ'তে
শিষ্য মোরে করিবে উদ্ধার।
তপস্যায় শিষ্য মোর
লভিয়াছে ব্রহ্মশির, পাশুপত,
আর আর দিব্য অস্ত্র,—
নাম যার অবিদিত তোমার সৌবল।
আজি ভয় মোর দুর্য্যোধন হেতু।

অর্দ্ধ নহে, পূর্ণরাজ্য করায়ত্ত পাণ্ডবের
জানিবে নিশ্চয়।

ভীষ্ম। দ্রোণবাক্য মিথ্যা নহে বৎস দুর্য্যোধন।
আমারো বিশ্বাস,
অর্জ্জুন করেছে রণ উত্তর গোগৃহে আজি।

দুর্য্যো। তাই যদি, কেন নাহি করিলে সমর ?
কেন আদেশিলে, পিতামহ,
কুরুসেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ?
না হয় হইত মৃত্যু রণক্ষেত্রে সবাকার !

ভীষ্ম। অকারণ প্রাণিক্ষয় বারণ কারণ
সমরে বিরতি আমি করেছি আদেশ।
ঋষিমুখে শুনিয়াছি অজেয় ফাল্গুনি ;
তোমাদের বিশ্বাস না থাক্,
ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয়।
যতক্ষণ নায়কত্ব মোর—
নিজ বিশ্বাসের বশে হইবে চলিতে।
সামান্য গোধন হেতু, বহু সেনাক্ষয়,
অহিত তোমার, করিলাম জ্ঞান।
বিশেষতঃ এ সময়,—
পাণ্ডবের অজ্ঞাতের যবে অবসান।
সমর যদ্যপি হয় পাণ্ডবের সনে
আয়োজন তার প্রচুর করিতে হবে।
সত্য কথা বলি দুর্য্যোধন, বিরাটের গোধনের প্রতি
কিছুমাত্র নাহি ছিল লোভ।

কীচকের অশস্ত্রনিধন
বৃকোদর কীর্ত্তি বলি হয় অনুমান।
তাই, পাণ্ডব সন্ধান হেতু গোধন হরণ অভিযান।
মনে হয়, অনুমান যথার্থ আমার।

শকুনি। এত আলোচনা অন্তে এই হল স্থির,
সকলই অনুমান!
সত্য মাত্র, অভিমন্যু গিয়াছে হারায়ে!

ভীষ্ম। এখনও অনুমান নাহিক সন্দেহ।

[ভীষ্মের সারথির প্রবেশ]

কি সংবাদ সূত?

সারথি। হইয়াছে উষার উদয়।
আলোক পরশে রথধ্বজে তব
অস্ত্রের চমক ধাঁধিল নয়ন।
সন্ধানে দেখিনু ধ্বজ বিদ্ধ এই বাণে,
পুচ্ছে তার কি রয়েছে লেখা,
অনুমানি অস্ত্রধারী নাম।

ভীষ্ম। দেখি, দেখি, [পড়িয়া] দেখত শকুনি!
বৃদ্ধ হইয়াছি দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ,
উষালোকে পড়িতে অক্ষম।

শকুনি। 'অর্জ্জুন' রয়েছে লেখা—
কিন্তু, কি তাহাতে হতেছে প্রমাণ?

[বাণ দ্রোণের পায়ে নিক্ষেপ]

ভীষ্ম। কিছু নহে, 'অর্জ্জুন' কেবল!

দ্রোণ। [বাণ উত্তোলন করিয়া] এইরূপ দুইটি সায়ক দুই পদে,
কালি রণে, জানাইল প্রণাম আমারে।

শকুনি। যেন, অর্জ্জুন কাহারো নাম আর হ'তে নাই!
সেনাদলে কৌরবের করহ সন্ধান,
শত শত অর্জ্জুনের পাইবে দর্শন।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌ। উপস্থিত দূত এক বিরাট হইতে।

দুর্য্যো। ল'য়ে এস এখানে তাহারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান ও উত্তরের প্রবেশ]

বিরাট ঈশ্বর প্রেরিলেন দূত?

উত্তর। নহে, রাজা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। কাহার প্রেরিত তবে মহাশয়?

উত্তর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রেরিলেন মোরে।

সকলে। যুধিষ্ঠির?

। উত্তীর্ণ অজ্ঞাত পাণ্ডবের।
পাণ্ডবের উদয় বিরাটে।
বিরাটের তনয়া উত্তরা,
তাঁর সনে অভিমন্যু উদ্বাহ সুস্থির।
বিরাট ঈশ্বর জনক আমার, উত্তর আমার নাম।
প্রেরিলেন মোরে ধর্ম্মরাজ
কৌরব প্রধানগণে দিতে সমাচার।
জিজ্ঞাসিতে পুনঃ;
কোথা বিবাহের অনুমতি তাঁহাদের;
বিরাটে, কি কৌরবশিবিরে?

শকুনি। বিরাট রাজ্যের সর্ব্বত্রই
সর্ব্বদা গোধূলিলগ্ন,
হেথাসেথা বিচারের নাহি প্রয়োজন।

উত্তর। আপনি লক্ষ্মণ বুঝি?

লক্ষ্মণ। সত্য, কিরূপে করিলে অনুমান?

উত্তর। অভিমন্যু নির্দ্দেশে ধীমান্।
নিমন্ত্রণ বিশেষ তোমারে
অভিমন্যু হ'তে, ভাই।

লক্ষ্মণ। পিতা, যাইব বিরাটে, দেহ অনুমতি!

দুর্য্যো। যাও দূত বিরাটে ফিরিয়া,
যথাকালে পাবে সমাচার।

উত্তর। হয় নাই সম্ভাষণ মোর,
মার্জ্জনা করহ অবিনয়—
লহ সবে প্রণাম আমার। [প্রণাম ও প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। নির্ব্বাক্ সকলে তাতঃ!

ভীষ্ম। বলিবার কিছু মোর নাই।

শকুনি। বলিবার কথা আছে মোর।
কান ঘেষে, হারাইল অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডুপুত্রগণ।
কিছু আগে পঞ্চরাত্র হ'ল অবসান।

দ্রোণ। দুর্জ্জনের ছলের অভাব নাহি হয়।

শকুনি। যদিইবা টেনেবুনে, পঞ্চরাত্র মধ্যে
এনে ফেলা যায় পাণ্ডব প্রকাশ,—
তবু, অজ্ঞাত না হ'তে অবসান
উদয় তাদের।

বনবাস দ্বাদশ বৎসর,
সম্বৎসর অজ্ঞাতে যাপন অন্তে,
পুনঃ যদি শুভেলাভে ফিরে হস্তিনায়—
তখন করিবে ভোগ
দক্ষিণার ছলে উপার্জ্জিত
গুরুদত্ত অর্দ্ধেক রাজত্ব।

ভীষ্ম। পল পল গণিতেছি পাণ্ডবের অজ্ঞাতের দিন,
না কহিও মিথ্যাভাষ সুবলনন্দন।
অতিক্রান্ত অজ্ঞাত সময়,
নাহিক সন্দেহ তাহে।

শকুনি। এইখানে অনার্য্যের জয়।
জ্যোতিষ গণনে আর্য্য হতে অনার্য্য কুশলী।
চান্দ্র সৌর দুই ভাবে
কাল গণনার রীতি আছে প্রচলিত—
কে যে সত্য কে যে মিথ্যা জ্যোতিষ্কেরা জানে
এক মতে তুমি সত্য, অন্য মতে আমি।
দুর্য্যোধন অভিরুচি যাহা,
তাহাই হইবে স্থির।

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরে রাজ্যাংশ প্রদানে
অভিলাষ কিছু নাই মোর—
সুবিদিত সবাকার কাছে।
তাই এত আয়োজন
অর্দ্ধরাজ্য পাইতে দক্ষিণা, আচার্য্য তোমার।
সত্যধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন,

যদি পূর্ণরাজ্য থাকে মোর,
তবে তাই আমি চাই।
নহে, অর্দ্ধরাজ্য দিয়া পাণ্ডবেরে,
বাকী অর্দ্ধে তুষ্ট নাহি রব।
সে অর্দ্ধও দানি পাণ্ডবেরে,
বনে আমি করিব গমন।
কহ, কিবা অভিরুচি তোমাদের।
ভারত গগনে দুই সূর্য্য এককালে
স্থান নাহি পাবে।
হয় যুধিষ্ঠির নয় দুর্য্যোধন, যারি হক্
যাইতে হইবে বনবাস অস্তাচলে!

কর্ণ। দুর্য্যোধন রবি রয়েছে আকাশে,
শতসূর্য্যতেজে সেই রহিবে উজ্জল!

ভীষ্ম। হে আচার্য্য,
পাণ্ডবেরা অত্যাচারে,
কৌরবেরা অপমানে
বহুদিন হ'তে জর্জ্জরিত!
হেন শান্তিবারি পাই কোথা
উভয়ের ক্ষতস্মৃতি যাহে স্নিগ্ধ হয়!

দ্রোণ। আপনি কৌরব নিজে,
আপনার কিযে ব্যথা কিছু করি অনুভব,
পর আমি,
আমারি পরাণে যবে বাজে এত ব্যথা
জ্ঞাতিদ্বন্দ্বে এ মহাবংশের।

বৎস, দুর্য্যোধন, তোমার অহিত তরে
মাগি নাই অর্দ্ধরাজ্য যজ্ঞের দক্ষিণা।
কুরুকুলে শান্তি বাঞ্ছা অন্তরে আমার।
কিছু দান, কিছুবা গ্রহণ, শান্তির ইহাই পথ।
বেশ, তুমি যদি চাহ,
সত্য হ'তে মুক্তি দিনু তোমা।
যাহা অভিলাষ কর।
যুদ্ধে, আমি পার্শ্বে তব রাখিও বিশ্বাস।

ভীষ্ম। শকুনির জ্যোতিষ গণনা
আমি যদি করি বা গ্রহণ,
পাণ্ডবেরা করিবেনা, নাহিক সন্দেহ।
প্রাপ্য রাজ্য ছাড়িবে পাণ্ডব বিনা যুদ্ধে,
নাহি লয় মনে।
সুতরাং, সমুচিত, যুদ্ধ আয়োজন।
মম মতে, পাণ্ডব না হইতে প্রস্তুত
আমন্ত্রণ কর সকলেরে সমরে হইতে সাথী।
যদুপতি নিরপেক্ষ আছেন এখনো।
আগে তাঁর কাছে যাও দুর্য্যোধন।

শকুনি। আশ্চর্য্য মতের মিল
আজি দেখি ভীষ্মের, আমার।
কেশব শকুনি, দুই মাথা যেই দিকে,
সেই দিকে দেখো, সকলে নোয়াবে মাথা।

কর্ণ। সমরের আয়োজনে উল্লাস কর্ণের।
ছলনায় চাতুরীতে বিত্ত উপার্জন

চিরকাল ঘৃণা করি আমি।
সম্মুখ সমর হ'লে কৌরবে পাণ্ডবে,
এতদিনে কবে হ'ত দ্বন্দ্ব অবসান!
তা না হয়ে ইতস্ততঃ শুধু,
অকারণে অনেকের দুঃখের কারণ।

শকুনি। যা বলেছ অঙ্গরাজ,
তীব্ররণে দ্রুতমৃত্যু, পরমা নির্বৃতি!
বেঁচে থেকে জের টানা শুধু।
পিতা ভ্রাতা মরিয়া বেঁচেছে মোর!
বেঁচে থেকে আমারি ভাবনা।

লক্ষ্মণ। একি তাতঃ, সমরে করিছ উত্তেজনা?
চিরদিন শান্তিপ্রিয়
জানিতাম শান্তনু-নন্দন!

ভীষ্ম। স্থায়ী শান্তি হেতু বৎস সমরের প্রয়োজন
সমরান্তে চিরশান্তি আসিবে ভারতে।
তুমি আর অভিমন্যু, দুই দণ্ডধর—
উড়াইবে শান্তিধ্বজা!

লক্ষ্মণ। অনুমতি দেহ মোরে সবে,
যাইব বিরাটে,
অভিমন্যু বিবাহ উৎসবে।

শকুনি। হইতেছে রণ কথা তোর অভিমন্যু সনে—
যাবি তার বিবাহ উৎসবে!
ওরে, আজি তোরে হইবেনা
উড়াইতে শান্তিধ্বজা অভিমন্যু সাথে!

প্রশ্রয় দিয়োনা দুর্য্যোধন,
অর্জ্জুনতনয় সনে এত মেশামিশি
পুত্রের তোমার !

দুর্য্যো। সিংহশিশু করে খেলা নরশিশু সনে,
যতদিন রহে শিশু !
নাহি জানি কেন মোর এত ভাল লাগে
সেই ক্রীড়া তাহাদের !
লক্ষ্মণেরে পাঠাব বিরাটে
অভিমন্যু পাশে, বিবাহ উৎসবে তার।

ভীম। শোন দুর্য্যোধন তবে, শোনহ কৌরব,
করিয়াছে সত্য এই কুমার লক্ষ্মণ,
করিয়াছে সত্য অভিমন্যু মোর ঠাঁই,
যে হইবে রাজ্য অধীশ্বর—
ভাগ করি দিবে অপরেরে !

দুর্য্যো। রে লক্ষ্মণ, আনন্দের নাহিক অবধি
এ সংবাদে আজি মোর !
বাল্যাবধি পাণ্ডব বিদ্বেষ মজ্জায় মজ্জায়—
সুখী কভু করে নাই মোরে।
কতদিন ভাবিয়াছি
ফিরে যদি পাইতাম গতদিন আজি,
পাণ্ডবের গলা ধরি'
ভ্রাতৃপ্রেমে গড়িতাম এ জীবন পুনঃ।
আজি তোমার ভিতরে—
লভিলাম নব জন্ম সেই।

আমি কি পাণ্ডব, যে হইবে সমরে বিনাশ
ভরতবংশের তরে আর চিন্তা নাহি মোর।
গাও আজি সেই ভবিষ্য মিলন জয়,
জয় জয় সম্মিলিত কৌরব পাণ্ডব—
জয় জয় মিলিত ভারত !

সকলে। জয় জয় সম্মিলিত কৌরব পাণ্ডব !
জয় জয় মিলিত ভারত !

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

শকুনি। আরো' কপুরুষ তবে
এই পাশা করিব বহন !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিরাটের সুসজ্জিত নাট্যশালা

অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম প্রভৃতি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র,
উত্তরা, বিরাটপুরকন্যারা ও লক্ষ্মণ।

[সকলের নৃত্যগীত]

কিশোরী, মিলন বাঁশরী,
শোন, বাজায় রহি রহি, বনের বিরহী,—
লাজ বিসরি' চল ঝলকে।
তারি বাঁশরী শুনে কথার কুহু,
ডেকে ওঠে কুহু কুহু মুহু মুহু,
রস যমুনা নীর, হ'ল অধীর, রহে না থির,—
ও তার দুকূল ছাপিয়া
তরঙ্গদল ওঠে ছলকে।
কেন লো চমকে, দাঁড়ালি থমকে,
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তম্ কে?
তারি পেয়ে কি দেখা, নাচিছে কেকা?
হ'ল উতলা মৃগ কি, দেখে চপল কে?

লক্ষ্মণ। নৃত্যগীত হইল বিস্তর,
এইবার অভিনয় কিছু কর আয়োজন।
কৃষ্ণলীলাগান শিখিয়াছে বহু
উত্তরাসুন্দরী বৃহন্নলাঠাঁই ;
অভিমন্যু ছিল কৃষ্ণপুরে—
উত্তরা রাধিকা সাজ, অভিমন্যু, বাসুদেব।
গোপগোপী বিরাটে বিস্তর পাবে।

১মা কন্যা। গরুর অভাব হত শুধু, কৌরবের জয় হত যদি।

২য়া। গরুচুরি করিতে আসিয়া
বাছুর হারায়ে গেল তারা!

অভি। বিরাটের গাভীরাজ্যে উৎসবের আয়োজন
তাই আজি!
কিন্তু, কৃষ্ণ সাজা হবে না আমার দ্বারা—
মাতুল আছেন পুরে।
লক্ষ্মণ কি প্রতিবিম্ব্য, যে হয়, শ্রীকৃষ্ণ সাজ।

উত্তরা। রাধিকা সাজিব আমি মনেও ভেবো না।
অত কাঁদা সবে না আমার।
দাঁড়াও, মাতুলে আমি দিব শুনাইয়া
এত কেন কাঁদাইলা রাধিকায়।

লক্ষ্মণ। রাধিকার নাম শুনে চক্ষু যদি ছলছল,
অভিনয় করিয়াছ তুমি!
রাসলীলা হবে অভিনয়—
সবাই শ্রীকৃষ্ণ মোরা বালিকারা সবে শ্রীরাধিকা।
কর ধরাধরি করি নৃত্য আর গীত!

উত্তরা। আমি এতে নাই কিন্তু—
[অভিমন্যুকে] তুমিও থেকো না।

১মা। আপনার গণ্ডা এরি মধ্যে বুঝেছে উত্তরা!

অভি। আমরা দর্শক ভক্ত!
তদুপরি নিমন্ত্রণ সবারে করিতে হবে,
উত্তরার, আমার, সে ভার।
যথা সাজে সজ্জিত হইয়া এস সবে,
আমরা যাইব নিমন্ত্রণে।

লক্ষ্মণ। নিমন্ত্রণে যাবে যাও।
কিন্তু, সকলে সাজিব মোরা,
তোমরা রেহাই পাবে, মনেও ভেবনা।

অভি। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।

[অভিমন্যু উত্তরা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

আসিছেন জনক জননী।

[অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ]

উত্তরা। পিতা, মা, যেয়োনা; যেয়োনা এখান হ'তে।
অভিনয় হইবে হেথায় আজি।
কি যে অভিনয়, আগে বলিবনা।
তবে মাতা, তুমি শোন। [কানে কানে কথা]
আচ্ছা পিতা, তুমিও শুনিয়া রাখ। [কানে কানে কথা]
[অভিমন্যুকে] যাও, নিমন্ত্রণ করহ সবারে,—
রয়েছ দাঁড়ায়ে!
আমি যাই অন্তঃপুরে, নিয়ে আসি সবাকারে।

[অভিমন্যু ও উত্তরার প্রস্থান]

সুভদ্রা। আজি পুনঃ বৃহন্নলা সাজিতে হইবে মহাশয়!
ভুজঙ্গিণী বেণী, শঙ্খের বলয়,
কটিতে মেখলা, নৃত্যপর চরণে নূপুর!
অপরূপ সাজ দেখিল দ্রৌপদী,
দেখিল বিরাটপুরে নরনারী যত,
যত লজ্জা মোর কাছে!

অর্জ্জুন। আজি লজ্জা সবাকার কাছে দেবী।
সম্বৎসর ছিল সে তপস্যা, আজি অভিনয়!
হাসিতেছ তুমি দেবী সেই মূর্ত্তি করিয়া কল্পনা,
দ্রৌপদীর চক্ষু হত ছলছল যখনি দেখিত মোরে,
চারি ভাই চাহিত না চক্ষু তুলি মোর পানে।
তখন যা সাধ্য ছিল আজি তাহা সাধ্যের অতীত।
নৃত্যগীত শিখায়েছি বিরাট কুমারীগণে—
নটনারায়ণে স্মরি'।
কোথা হ'তে এল সেই জ্ঞান, কোথায় চলিয়া গেল,
জানেন শ্রীহরি!
আজি আমি জানি শুধু,
নাচিতে তাণ্ডব রণক্ষেত্র মাঝে!

সুভদ্রা। অভিলাষ পুরাবে না মোর,
তাই ছল করি তুলিলে দুঃখের কথা।

অর্জ্জুন। ছলের কি আছে প্রয়োজন?
দুঃখের জলধি এখনি কি হইয়াছি পার?
অজ্ঞাত উত্তীর্ণ, কিন্তু ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত অধিক।

৬

সুভদ্রা। হেন কথা নাহি কহ মহাশয়!
এইবার শান্তি সুনিশ্চয়।
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র করি আকিঞ্চন,
সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়েছে ধর্ম্মরাজ।
ধৃতরাষ্ট্র হইবে সম্মত তাহে নাহিক সন্দেহ।

অর্জ্জুন। সে আশায় উল্লসিত
দেখিতেছি সম্মিলিত সপ্ত অক্ষৌহিণী,
উল্লসিত বিরাট নগর বিবাহ উৎসবে মাতে;
উল্লসিত তুমি, পুত্র পুত্রবধূ নিবে ঘরে।

সুভদ্রা। শান্তিকামী প্রজা, শান্তিকামী নারী,
শান্তিকামী পুত্রের জননী, নাহিক সন্দেহ বীর।
সত্য, ক্ষত্রিয় রমণী
গর্ব্বভরে পাঠায় সমরে স্বামী পুত্রে,
কিন্তু কি ব্যথা সে ধরে বুকে সেই নিজে জানে।
বলে, 'হাসিমুখে পাঠায় সমরে';
কিন্তু কি অশ্রুসাগর
হাসির ছলনা দিয়ে ঢাকে
অন্যে নাহি বুঝে।
সত্য প্রভু, চাহি যবে অভিমন্যু পানে,
প্রতিবিন্ধ্য সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি,
শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র
একে একে মা বলিয়া আসে যবে বুকে,
কুসুমের মত, অমলিন
উত্তরার মুখখানি

তুলিয়া সে ধরে যবে মোর মুখপানে,
ভুলে যাই আর সব ; মনে হয় আমি শুধু মাতা !
কোথায় লুকায়ে রাখি অঞ্চলের আড়ে
শাবক আমার !
পঞ্চখানি গ্রাম যদি পাই,
এদের লইয়া, পঞ্চ স্বর্গ পারি করিতে গঠন।

অর্জ্জুন। হায় নারী !
কঠিন মাটির ধরা, কল্পনার নহে।
পঞ্চগ্রামসীমা, সামান্য পরিধি—
পাণ্ডবের অভিমান, পাণ্ডবের পরাক্রম,
আবদ্ধ করিয়া রাখা সেই রেখা মাঝে
বড়ই কঠিন হবে।
তদুপরি দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যা পাণ্ডবের প্রতি,
নহেক সম্পদ হেতু শুধু।
তাই যদি হ'ত,
বনবাসে বৃথা উৎপীড়ন হত না তাদের প্রতি।
মনে কর দুর্ব্বাসাপারণ, জয়দ্রথ পাপাচার !—
পাণ্ডবের নেতা ধর্ম্মরাজ,
ধর্ম্মপথে চলা তপস্যা তাদের,
জনে জনে মহাবীর তদুপরি,
ত্রিভুবনে খ্যাতি তাহাদের সমধিক।
সেই খ্যাতি ঈর্ষ্যানলে দহিছে কৌরব।
পঞ্চ গ্রাম লাভে তুষ্ট হইলে পাণ্ডব,
পাণ্ডবেরি হ'ল ধর্ম্মজয়।

সে কভু সবেনা দুর্য্যোধন।
চাহি ধর্ম্মরাজ পানে, চাহি বাসুদেবে,
সন্ধিতে সম্মতি মোরা দিয়াছি সকলে।
কিন্তু চাহিয়াছ ভীমসেন পানে ?
—দ্রৌপদীর এলোকেশ দেখিয়াছ সতী ?

সুভদ্রা। দেখিতে পারিনা প্রভু !
ধূমকেতুপুচ্ছসম মুক্তকেশরাশি তাঁর,
আতঙ্ক জাগায় প্রাণে !
সদা অন্যমনা হেরি তাঁরে !
নিজপুত্রগণ পানে ফিরিয়া না চায় !
শুধু অভিমন্যে দেখি, উত্তরারে বুকে ধরি,
অশ্রুবারি করে বিমোচন !

নেপথ্যে ভীম। কুশস্থলী বৃকস্থলী মাকন্দি বারণাবত—
আরো একখানি গ্রাম !

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। কুশস্থলী বৃকস্থলী মাকন্দি বারণাবত—
আরো একখানি গ্রাম।
কে ? অর্জ্জুন ?
সুভদ্রা জননী ? ক্ষমা কর মাতা।
ভ্রাতার তোমার এই কীর্ত্তি।
দ্বারকার মাধ্বী ও মৈরেয়, অতীব সুস্বাদু মাত।
তদুপরি শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ—
কিছু বেশী করিয়াছি পান !
মত্ত কি হয়েছি পার্থ ?

আর হই যদি, কিবা দোষ ?
অভিমন্যু বিবাহ উৎসব ! তদুপরি শান্তি ! শান্তি !
কুশস্থলী বৃকস্থলী, আরো একখানি গ্রাম ! *
পঞ্চগ্রামে পঞ্চভাই, অবশিষ্ট কিছু নাই !
এক চিন্তা দ্রৌপদীর কেশরাশি !
দেখিলেই রক্ততৃষা জাগে।
দ্বারকার সুরাপানে সেই তৃষা নাহি হয় দূর !
করি দিব মস্তক মুণ্ডন !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, মুণ্ডিত মস্তক দ্রৌপদীর ! [সুভদ্রার প্রস্থান]
অনুচিত কহিয়াছি কিছু ? চলিয়া গেলেন দেবী !

অর্জ্জুন। শান্ত হও দেব !

ভীম। শান্তইত আছি ভাই।
কিন্তু কেন আসিয়াছি নাট্যশালে ?
আমি সূপকার—স্থান মম রন্ধনশালায় !
না, না, কোথা যেন হইতেছে ভুল !

অর্জ্জুন। সূপকার নহ আর আর্য্য, মধ্যম পাণ্ডব তুমি।

ভীম। আমি, মধ্যম পাণ্ডব, প্রতিজ্ঞা যাঁহার
দুঃশাসন বক্ষরক্ত পান, দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ !
কিন্তু, না, না,—
কুশস্থলী বৃকস্থলী, মাকন্দি বারণাবত,
আরো একখানি গ্রাম !
শান্তি, শান্তি,
দুর্য্যোধন দুঃসাশন প্রাণের দোসর—
গাঢ় আলিঙ্গন !

অর্জ্জুন। ভুলিও না আর্য্য, ধর্ম্মরাজ অনুগামী মোরা

ভীম। ধর্ম্মরাজ অনুগামী, নহি ধর্ম্মরাজ;
তাই ভুলিতে পারি না।
বনবাস অজ্ঞাত বৎসর, অবহেলে হইয়াছি পার—
কৌরবের সহ প্রীতি তা হ'তে কঠিন ভাই!
ধর্ম্মরাজে লজ্ঘি যদি এই ভয় সদা মনে!

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ অনুজ আমরা,
কেশব সহায় আমাদের।
আমাদের পথ করিবেন নির্দ্দেশ তাঁহারা।
যে হয়, সে হয় আর্য্য,
আজি উৎসবের দিনে বিষণ্ণ করো না মন।
বিষণ্ণ অতীত আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ মাঝে
আজি হাস্যোজ্জ্বল বর্ত্তমান,
হয়তঃ বা ক্ষণস্থায়ী—
ভোগ কর আনন্দে তাহারে।

ভীম। তাইত করেছি মধুপান,
তাইত এসেছি নাট্যশালে অভিমন্যু নিমন্ত্রণে।
কি হইবে অভিনয়? কীচক সংহার?
রমণী সাজিতে হবে মোরে পুনঃ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তুমিও ত সেজেছিলে নারী।
বৃন্দাবনে কেশব সাজিল নারী ভাঙ্গিতে রাধার মান!
কোথায় কেশব?
আজি দ্রৌপদী সাজাব তারে, কীচক হইব আমি,
বধিবে সে মোরে নাট্যশালে!

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও হে ধীমান্,
বিরাটের সনে আসিছেন ধর্ম্মরাজ।

ভীম। রহিতে হেথায় উচিত হবে কি মম?

অর্জ্জুন। যথা ইচ্ছা দেব।

ভীম। চলে যাই যথা বাসুদেব।
কোথায় পাইব তাঁরে ভাই?

অর্জ্জুন। দ্রৌপদীরে দিতেছে প্রবোধ কৃষ্ণ। [ভীমের প্রস্থান]

[বিরাট ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধি। ধনঞ্জয় রয়েছ এখানে।
কৃষ্ণলীলা অভিনয় হবে নাট্যশালে
নিমন্ত্রণ করিল উত্তরা। কোথা আর সব?

অর্জ্জুন। সজ্জাগৃহে কুমারকুমারী দল করে বেশ।
আসিবেন আর সবে।

যুধি। দুইবার, বিরাট ঈশ্বর,
দুইবার অর্দ্ধরাজ্য দানে
জ্যেষ্ঠতাত শান্তি চেষ্টা করিলা আপনি।
যতুগৃহ দাহ অন্তে পলায়িত মোরা যবে
পাঞ্চালে প্রকট হই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে,
অর্দ্ধরাজ্য সহ ইন্দ্রপ্রস্থে
করিলা স্থাপিত পাণ্ডবেরে, ধৃতরাষ্ট্র।
শকুনির সহ দ্যূতে সর্ব্বহারা আমি যবে পুনরায়,
দ্রৌপদীরে দানি বর
করি দিলা দাসত্ব মোচন সবাকার,
ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপন করিলা আমাদিগে।

বিরাট কিন্তু শুনিয়াছি
যতুগৃহ আয়োজনে, শকুনির দ্যূতে
ধৃতরাষ্ট্রের আছিল সম্মতি ?

যুধি। হয়তঃ বা ছিল।
পুত্রস্নেহে অতীব দুর্ব্বল, অন্ধ দেহে মনে,
পুত্র ইচ্ছা করা অতিক্রম
হয়তঃ অসাধ্য ছিল তাঁর।
কিন্তু আমার উপর মনে মনে চির আস্থা তাঁর।

বিরাট। অতীব উদারচিত্ত নিজে মহাশয়,
তাই ধৃতরাষ্ট্রে এত শ্রদ্ধা তব।
অক্ষক্রীড়া পুনর্ব্বার,
বনবাস দ্বাদশ বৎসর, অজ্ঞাত বৎসর সহ,
ধৃতরাষ্ট্র অনুমতি বিনা হইত কি কভু ?

যুধি বনবাস, অজ্ঞাত বৎসর সে সময় না হইত যদি
দ্যূতসভা অপমান শেল বুকে ধরি'
পারিত কি পাণ্ডব রহিতে কৌরবের প্রতিবেশী ?
দুঃখ ছলে বর তাহা মানিয়াছি আমি।
যত দুঃখ যত অপমান পাইয়াছি ধৃতরাষ্ট্রহাতে,
দিয়াছে আমারে জেনে সক্ষম তা সহিবারে আমি।
চাহ মোর পানে হে রাজন্।
যত দুঃখ যত অপমান,
মোর তরে সহিয়াছে ভ্রাতৃগণ মোর,
সহিয়াছে পাঞ্চালদুহিতা,
শত্রুরে শত্রুও তাহা নাহি পারে দিতে।

ভাব দেখি বিরাট ঈশ্বর,
দিক্‌পাল সম ভ্রাতাগণ মোর, মোর দ্যূতপণে
বিনা প্রতিবাদে দাসত্ব করিল অঙ্গীকার !
দ্রৌপদীর কথা আর কি বলিব নৃপ ?
জানত সকলি।
মমতরে নপুংসক সাজিল গাণ্ডীবী,
সূপকার ভীমসেন, তোমার ভবনে !
আপনার জন যতদুঃখ দেয়,
শত্রু তাহা দিতে নাহি পারে।
কি বিশ্বাস আমার উপরে,
কত শ্রদ্ধা ধরে ধৃতরাষ্ট্র,
নহে ভাব কি হে তুমি
পাঠায় সঞ্জয়ে মোর কাছে
যুদ্ধে মোরে করিতে বিরত—
সুযোধন অর্দ্ধরাজ্য দিবে না জেনেও ?

বিরাট। বনবাস পুনঃ চাহে আপনার ?

যুধি। মোর পরে বিশ্বাস যদ্যপি নাহি থাকিত তাঁহার,
বনবাস প্রার্থনা কি পারিত করিতে কভু ?
কিন্তু, মোর বনবাসে কিছু ছিল নাক ক্ষতি,
ভাবি শুধু ভ্রাতাদের তরে,
ভাবি শুধু দ্রৌপদীর লাগি।

অর্জ্জুন। নিত্য তব অনুগামী মোরা
কখনতো দেখ নাই ব্যতিক্রম আর্য্য।

যুধি। সন্দেহ নাহিক তাহে ভাই।
আমাহেতু সয়েছ অনেক,
সহিতে প্রস্তুত আরো জানি।
তোমরা না সহায় হইলে
ধর্ম্মপথে চলা মোর হ'ত না সহজ।
সেই হেতু চিন্তা মোর সমধিক আজি।
আমার দুঃখের ভাগ লইয়া তোমরা
আমারে করেছ ক্রয়,
আমি আর একা আমি নহি।
সে হেতু সংশয়, পদে পদে জন্মিছে আমার।
সেই হেতু পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র
যাজ্ঞা করেছি কুরু ঠাঁই,
নহে এতক্ষণে বনবাস করিতাম নিশ্চয় বরণ।

অর্জ্জুন। তাতেও যদ্যপি অস্বীকার করে দুর্য্যোধন?

যুধি। তাতেও যদ্যপি অস্বীকার করে সুযোধন!
আছেন কেশব।
মহাভাগ্য, আগে তুমি পারিয়াছ
করিতে বরণ সখারে তোমার!
নহে, কেশব যদ্যপি যেত সুযোধন পক্ষে,
বনবাস নিশ্চয় নিতাম বরি।
এখন সকল ভার যদুপতি প্রতি,
আমরা তাঁহার আজ্ঞাবাহী শুধু।
কিন্তু কোথায় উৎসব? কেশবই বা কোথা?

[কৃষ্ণ রাধা সাজিয়া বালকবালিকাদের নাচিতে নাচিতে প্রবেশ]

বিরাট। কেশবে চাহিয়াছিলে,
সারি সারি কেশব এখানে

[রাসনৃত্য ও গীত]

রাসমঞ্চে দোল দোল লাগেরে, লাগেরে,
জাগে ঘূর্ণী নৃত্যের দোল।
আজি রাসনৃত্য নিরাশচিত্ত, জাগরে,
চল যুগলে যুগলে বনভবনে,
আন নিথর হেমন্ত হিমপবনে
চঞ্চল হিল্লোল।
শতরূপে প্রকাশ আজি শ্রীহরি,
শতদিকে শত সুরে বাজে বাঁশরী,
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী,
যাবে তৃষ্ণা পাবে কৃষ্ণের কোল।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

। আমারে করিছ ব্যঙ্গ তোমরা সকলে!
কিন্তু,
আসিয়াছে সঞ্জয় ফিরিয়া হস্তিনানগরী হ'তে,
পরামর্শ প্রয়োজন ধর্ম্মরাজ, ধনঞ্জয়, বিরাট ঈশ্বর।
চলুক উৎসব, অভিমন্যু প্রতিবিন্ধ্য,
আসিতেছি মোরা। [শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও বিরাটের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। ঔৎসুক্য বাড়িছে মোর সঞ্জয়ের সংবাদ লাগিয়া।

অভি। পণ্ড নাহি করহে উৎসব, বৃথা চিন্তা আনি মনে—
যাহা হয় হ'ক্, তুমি আমি আছি স্থির!
এস, আরো গান, আরো নাচ!

[গান নাচ চলিতে লাগিল]

তরল তাল ছন্দ দুলাল
আনন্দ দুলাল নাচেরে,
অপরূপরঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে
অঙ্গের পরশ যাচেরে।
মানস গঙ্গা অধীর তরঙ্গা
প্রেমের যমুনা হ'ল উতরোল।

[দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপ। অভিমন্যু! অভিমন্যু!
ওরে প্রতিবিন্ধ্য, ওরে পুত্রগণ মোর—
চল মোর সাথে!
কাপুরুষ পাণ্ডুপুত্রগণ,
ভিক্ষা আশে যায় পুনঃ কৌরবের দ্বারে!
সূচ্যগ্রমেদিনী তারা বিনাযুদ্ধে নাহি দিবে,
তবু, যুদ্ধভীত ভিক্ষুকের দল ভিক্ষা চায় আরবার
চল, বনে যাই আমি তোদেরে লইয়া।
কিম্বা, চল যাই সমরপ্রাঙ্গণে!

পারিবি না?
মহারথ জনে জনে সবে—পারিবি না?
এই কেশরাশি কাটি'
নিজ হস্তে রচিব রে গুণ ধনুকের—
আমি চালাইব রথ। সুভদ্রা ভগিনী মোর—
কোথা তুমি? সুভদ্রা, সুভদ্রা?
রথরজ্জু ধরেছিলে কাপুরুষ ধনঞ্জয় রথে—
আজি পুত্র অভিমন্যে লয়ি চল রণ ক্ষেত্রে—
কাপুরুষে মাল্যদান পাপ ধৌত কর কৌরব শোনিতে!

অভি। মাতা! মাতা!

দ্রৌপ। ওরে মাতা আমি তোর!
বসন হরণ মোর
দেখেছিল নির্ব্বাক বসিয়া পঞ্চপতি মোর!
তুই পুত্র, তুই কিরে প্রতিশোধ লইবি না তার?
বসন হরণ মার—সহিবি নিশ্চল?
কিম্বা, তুই'ত পুরুষ—
বুঝিবি না রমণীর ব্যথা, বুঝিবি না জননীর ব্যথা।
আয় মা উত্তরা!
মাতাপুত্রী সাজিব চামুণ্ডা, রণক্ষেত্রে নাচিব তাথৈ!
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব পাণ্ডব,
ধ্বংস করি' মহাহবে,
মুক্ত মোরা করিব ভারত, কাপুরুষ গ্লানি হ'তে!

উত্তরা। জননি আমার!

দ্রৌপ। নহে মিষ্ট সম্বোধন, দুর্ব্বল করো না মোরে!

[ভীমের প্রবেশ]

আসিয়াছ তুমি হেথা ?
লজ্জা নাহি হয় মনে—
উচ্চারণ করিলে বদনে শান্তির বচন ?

ভীম। লজ্জা কিসে ?
শান্তির প্রয়াসে যাইবে কেশব হস্তিনানগরে—
করুক প্রয়াস, প্রয়াসে কি দোষ ?
যাক্, কুশস্থলী বৃকস্থলী মাকন্দি বারণাবত—
আর নাহি হইবে গুণিতে !

দ্রৌপ। যদি শান্তি হয় ?

ভীম। মস্তক মুণ্ডন করিব তোমার !

দ্রৌপ। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিই এই তব অভিলাষ ?

ভীম। মুক্তকেশ ধরিয়া রাখিব।
মুক্তকেশ তব বজ্রগর্ভ মেঘরাশি !
ধরেছিল জয়দ্রথ, পাইয়াছে প্রতিফল ;
ধরেছে কীচক, মরে এই নাট্যশালে !
ধরেছিল দুঃশাসন—বহুদিন রয়েছে বাঁচিয়া ;
হউক স্থাপিত শান্তি—
ধর্ম্মে লঙ্ঘি', দুঃশাসন রক্তপান অন্তে,
বেণী বাঁধি' তব, ঝাঁপ দিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে,
প্রায়শ্চিত্ত হেতু !
কিন্তু, হইবে না শান্তি !

দ্রৌপ। কেশবের প্রয়াস বিফল তোমার কথায় হবে !

ভীম। আমার কথায় হবে!
প্রতিজ্ঞা ভীমের জানে না কেশব?
অন্তরে আমার কৃষ্ণছাড়া আর কিছু নাই—
আমার প্রতিজ্ঞা তাহারো প্রতিজ্ঞা জেনো!

[শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও কৃষ্ণা গুণবতী।

ভীম। শান্ত আমি করেছি কৃষ্ণারে।
সন্ধির চেষ্টায় তুমি যাও হস্তিনায়।
তবে, সন্ধি যদি নাহি হয়,
বলে যাও ধর্ম্মরাজে,
তখন সমরে যেন আপত্তি না হয়—
সর্ব্বত্যজি' বনবাসে গমন সুস্থির
না করেন তিনি!

সহদেব। এই অভিলাষ জানাও কেশবে আর্য্য!

যুধি। আমি একা হ'লে
বনবাস করিতাম পূর্ব্বেই স্বীকার!
ক্ষত্রিয় পাণ্ডব, ধর্ম্মযুদ্ধে অনুমতি নিশ্চয় পাইবে তারা।
কিন্তু সমরে সম্পদ লাভ,
কি মূল্য যে দিতে হয় এই শঙ্কা মম!
কেশবে একাকী পাঠাইতে কৌরবের ঘরে
আজি দ্বিধা জাগে মনে!

ভীম। মোরে যদি দেহ অনুমতি বাহন হইব কেশবের—
কিন্তু, শান্তি দৌত্যে আমার দর্শন হবে অন্তরায়।
শান্তমূর্ত্তি ধনঞ্জয় সাথী হ'ক সখার তাহার।

নকুল। সাথী হ'তে রহিয়াছি আমি,
রহিয়াছে সহদেব।
কিন্তু, মাতা কুন্তী হইবেন সুখী
অভিমন্যু উত্তরারে দেখি।
দেবী সুভদ্রার যদি থাকে অনুমতি,
বিরাট যদ্যপি পারে সহিতে বিরহ—
অভিমন্যু উত্তরারে ল'য়ে
আসুন কেশব গিয়ে হস্তিনা নগরী হ'তে।
সত্য কথা বলেছে নকুল।
দৌত্যকার্য্যে গমন আমার, রক্ষীর নাহিক প্রয়োজন।
লব আমি অভিমন্যে,
যাইবে উত্তরা কুন্তীরে করিতে নমস্কার।
সামান্য বিরহ, সহিবে দ্রৌপদী,
সহিবে সুভদ্রা, সহিবে বিরাট—
সমরের উত্তেজনা এত, যে পুরে বিরাজে!
ক্ষুব্ধ নাহি হও ধর্ম্মরাজ।
আপনার জন বুঝিতে নারিল তোমা,
কৌরব রয়েছে দূরে,
অনিশ্চয় ব্যবহার আরো তাহাদের ;
তাই তব আমা হেতু ডর!
অহিংসার আদর্শ তোমার,
অক্রোধ শত্রুর প্রতি, আজি বুঝিবেনা আর্য্য,—
কবে যে বুঝিবে জগতের নরনারী,
তাহা ও জানিনা।

তবু, নারায়ণ তুমি কহ মোরে,
অবতার, হরিতে ধরার ভার।
পুনঃ যদি হই অবতার—
হই যেন হরিতে হিংসার ভার,
পারি যেন প্রেমমন্ত্র বিলাতে ধরায়,
যে মন্ত্র শিখিনু তোমা কাছে!

যুধি। নারায়ণ, নারায়ণ!
অন্তহীন লীলা পারাবার,
কভু শত্রু কভু মিত্র
কভু গুরু কভু শিষ্য
কভু হিংসা কভু প্রেম!
অতি ক্ষুদ্র ধরার মানব
অহেতুক কৃপা কত, তার প্রতি দেব!
অত ক্ষুদ্র, তবু,
কত বিষ, কত জ্বালা অন্তরে নরের!
মুক্তির সন্ধান আশে
ভুল পথে মরে সে ঘুরিয়া,
তুমি আসি বার বার
পথ তারে দাও দেখাইয়া!
দেখাও সত্যের পথ,
জ্বালাও প্রেমের আলো,
জ্ঞানচক্ষু তার কর উন্মীলন,
করুণায় কৃপা পারাবার!
ধন্য কর ধরার জনম তার!

[অনেকে গাইয়া উঠিলেন]

গীত

নম নারায়ণ অনন্তলীলা সিন্ধু বিশাল,
কভু প্রশান্ত উদার, কভু কৃতান্ত করাল।
বিরাট বিপুল তব মহাবিশ্বে,
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদাপদ্মধারী, কভু গোলকবিহারী,
কভু গোপাল ব্রজত্বলাল, কিশোর রাখাল।
কভু মুরারি কংশ অরি কভু মুরলীধারী,
কভু ভূপতি কভু সারথি প্রভু ত্রিলোকচারী।
কভু প্রেম অবতার, কভু ধর্ম্ম ত্রাতা,
কভু দুঃখদাতা, কভু মোক্ষদাতা,
সৃষ্টিবিনাশে লীলাবিলাসে
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদিকাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদুরের কুটীর সম্মুখ

[উপবিষ্টা উত্তরা ও কুন্তী]

উত্তরা। দেবী !

কুন্তী। কি উত্তরা ?

উত্তরা। বহুক্ষণ দেখি নাই তাঁরে।

কুন্তী। কারে ? অভিমন্যে ?

[উত্তরা কুন্তীর কোলে মুখ লুকাইল]

সত্য, বহুক্ষণ গেল তারা কৌরব সভায় !
শ্রীকৃষ্ণ আছেন সাথে, ভয় কিছু নাহি বালা

উত্তরা। বড়ই কঠিন কৃষ্ণ,
কাঁদাইলা মায়, কাঁদালে পিতায়,
কাঁদাইলা রাধিকায় কত !

কুন্তী। জগতের তরে কাঁদেন আপনি,
তাই, কাঁদান আপন জনে।

উত্তরা। আমিও ত আপন তাঁহার,
কাঁদাবেন আমারেও তিনি ?

কুন্তী। ক্ষত্রিয় কুমারী, পাণ্ডব ঘরণী ;
আঁখিজল সম্বরণ তোমারে শিখিতে হবে !

উত্তরা। শিখিতে যে চাই মাতা,
আঁখিজল সম্বরণ নাহি মানে।
চাহি মাতা দ্রৌপদীর পানে,
চাহি দেবী, প্রশান্ত তোমার মুখে
যত অশ্রু করি রোধ,
অশ্রুধার তত বেগে ধায়
কৃষ্ণনাম গুণগানে
অশ্রুধার যদি বয় চোখে,
অন্তরের গ্লানি ধুয়ে যায়,
অপরাধ নাহি হয়,
কহিলা আমারে বৃহন্নলা।—
মাতা, বৃহন্নলা বৃহন্নলা নহে,
শ্বশুর আমার, তনয় তোমার,
জান মাতা?

কুন্তী। জানি বোন।

উত্তরা। কহিতেন তিনি,
কৃষ্ণনাম গুণগানে ক্রন্দন কেবল সাজে,
নহে, ক্ষত্রিয়ের ক্রন্দন নিষেধ।
তাই, যবে আঁখিজল বহে দরদর
করি শুধু নাম গান। গাইব জননি?

কুন্তী। ওরে, কি রত্ন এনেছে ঘরে পুত্র ধনঞ্জয়!
গাও কৃষ্ণনাম তুমি।
তব মুখে শুনি' কৃষ্ণনাম,
বহুদিন রুদ্ধ অশ্রুধার মোর খুঁজিতেছে মুক্তি আজি!

[উত্তরার গীত]

গীত

শোনা লো শ্রবণে শোনা শ্যাম নাম।
যে নাম হৃদিভবনে, যে নাম পবনে,
যে নাম ত্রিভুবনে বাজে অবিরাম।
নাম, শোনা লো শোনা লো—
যে নাম শুনে কুলনারী
হয় আনমনা লো।
সখি ধেয়ায় সে নাম
প্রতি ঘরে প্রতি জনা লো।
সখি গো, সখি গো, সখি গো।

[অভিমন্যু ও লক্ষ্মণসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। কাটিয়াছে ঘোর অভিমন্যু?
হইয়াছ সুস্থির লক্ষ্মণ?

কুন্তী। আসিয়াছ কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। আসিয়াছি দেবী, হইল না সন্ধি।
দুর্য্যোধন অটল অচল;—বিনাযুদ্ধে,
সূচ্যগ্র মেদিনী কভু দিবে না পাণ্ডবে।
আমারে চাহিয়াছিল করিতে বন্ধন।

কুন্তী। তোমারে বন্ধন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমারে বন্ধন।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সুমতি

কত যুক্তি দিলা দুর্য্যোধনে সন্ধি হেতু,—
দুঃশাসন উঠিল চীৎকার করি :—
"সাবধান ভ্রাতা, আসিয়াছে কৃষ্ণ
ভীষ্ম দ্রোণ সহায়ে তোমারে
বাঁধি লয়ে যেতে পাণ্ডবসকাশে"—
ক্ষিপ্ত দুর্য্যোধন আদেশিল আমারে বন্ধন,
অগণ্য কৌরব বাঁধিতে আমারে
হুঙ্কারে ছুটিয়া এল।

কুন্তী। তার পর?

অভি। তার পর কি যে হ'ল বর্ণিতে অক্ষম।
অভিমান জেগেছিল, কৃষ্ণের রক্ষক হ'য়ে
এসেছি হস্তিনাপুর,
সেই অভিমান হল চূর।
জ্ঞান হ'লে দেখি, কৃষ্ণরথে আমি ও লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। ভীষ্মদেব বিদুর সুমতি
দেখিলেন বিশ্বরূপ, কহিলেন তাঁরা।
অন্তর্দৃষ্টি পিতামহ গাইলেন বিশ্বরূপধ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ। কৌরব সভায় আছে মোর স্বপক্ষীয় বহু।
স্বপক্ষীয় বিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব কোলাহলে
করিলাম আমি পলায়ন।

কুন্তী। ছলনার প্রয়োজন নাই মোরে কৃষ্ণ।
বিরাটের কল্পনায় ভীত হই মনে!
যশোদাদুলাল তুমি, দেবকীনন্দন,
মাতৃজ্ঞান কর অভাগীরে,

এস, করি মস্তক আঘ্রাণ বৎস,
নিরাপদে আসিয়াছ ঘরে। [তথাকরণ]
অনর্থক এত শ্রম তব,
হইলনা কোনো ফলোদয়।

শ্রীকৃষ্ণ। হইলনা কোনো ফলোদয় মাতা।

লক্ষ্মণ। সমর নিশ্চয় তবে দেব ?

শ্রীকৃষ্ণ। জানেন তা যুধিষ্ঠির।

লক্ষ্মণ। যুদ্ধ বিনা আর কিবা পথ আছে দেব ?

শ্রীকৃষ্ণ। বনবাস পাণ্ডবের।

লক্ষ্মণ। তবে যুদ্ধ স্থির কর নারায়ণ।
বড় আশা ছিল মনে
শান্তির এ চেষ্টা অমানুষী তব
ফলবতী হইবে নিশ্চয় !—
কিন্তু কি দুর্জ্জয় অভিমান কৌরবের,
সব চেষ্টা ব্যর্থ হল ?
পাণ্ডবে কৌরবে বাদ, বড় দুঃখ পাব বুকে,—
কিন্তু পাণ্ডবের বনবাসে পুনঃ
তা হ'তে অধিক দুঃখ বাজিবে অন্তরে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নিজের সুখদুঃখ গণি'—
চলে না কালের রথ, রে বালক।

লক্ষ্মণ। জানি তাত।
তাই, গতি তার না ফিরাতে পারি,
রথচক্র নিয়ে বুকে, চূর্ণ করি আপনারে
মিশে যেতে পারি পথের ধূলায় !

শ্রীকৃষ্ণ। কারো তাতে লাভ ক্ষতি কিছু নাই!

অভি। লাভ ক্ষতি সকলি কালের হাতে দেব!
তিনি যদি তু'লে লন দান,
অতি ক্ষুদ্র মহৎ হইয়া উঠে।
বুঝেছি লক্ষ্মণ অন্তরের কথা তব।
আমারো মনের কথা তাই—
আজি মনে হয়, যেই দাবানল
গ্রাসিতে আসিছে ক্ষত্রিয় ভারত,
নিজের শোণিত দানে
নিবাইতে পারিতাম যদি, দিতাম নিবায়ে।

লক্ষ্মণ। কিক্ষণে তোমারে দেখা ভাই!
তুমি যাবে বনবাসে পিতৃ অনুগামী—
এইবার গেলে তাঁরা রাজ্য ত্যজি' পশ্চাতে রহিবে তুমি,
অসম্ভব মানি—
তুমি যাবে বনবাসে,
আমি রব রাজভোগ অনন্ত নরকে,
স্মরিলে শিহরে প্রাণ!
তার চেয়ে, সম্মুখ সমরে তব করে মরণ বরণ
সৌভাগ্য বলিয়া মানি!

উত্তরা। কয়দিন মাত্র দেখা তব সনে ভাই,
লক্ষ্মণ দেবর তুমি মোর!
এত ক্ষণস্থায়ী হবে বিরাটের উৎসবের হাসি,
নাহি জানিতাম!
সকলের মুখে আজি বিষাদ কালিমা!

অলক্ষণা আমি, আসিয়াছি পাণ্ডবের ঘরে,
সাথে সাথে আনিয়াছি কি ঘোর দুর্দ্দিন !

কুন্তী। কি ইচ্ছা তোমার কৃষ্ণ তুমিই তা জান !
কালের চক্রের তলে
পিষ্ট কর জরাজীর্ণ অনাবশ্যকেরে,—
দয়া ক'রে হেলা কর ক্ষুদ্র প্রাণ গুলি এই !

শ্রীকৃষ্ণ। হায় মাত, অন্ধ কাল কারেও দেখেনা !
মহাকাল আমারে মানে না, নারায়ণ বল তুমি যারে !
তবু, 'সাম' 'দান' ব্যর্থ যদি হ'ল,
দণ্ডনীতি গ্রহণের আগে ভেদনীতি করিব পরীক্ষা।
আসিছেন অঙ্গরাজ এই পথে !

কুন্তী। নিত্য তিনি যান এইপথে
গঙ্গাকূলে সূর্য্যপূজা হেতু !

শ্রীকৃষ্ণ। যাও মাতা গৃহে উত্তরারে লয়ে,
সম্ভাষিব অঙ্গরাজে। [কুন্তী ও উত্তরার প্রস্থান]
স্বাগত হে অঙ্গরাজ !

[কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। কেশব, ডাকিলে মোরে ? কি সৌভাগ্য !
দরশন ইচ্ছা ছিল বলবতী, আশা ছিলনাক,
যাব না ত সভাস্থলে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য, সভাস্থলে আপনারে না পেনু দেখিতে !

কর্ণ। বল নাই 'কি হেতু', লক্ষ্মণ ?
কিন্তু, সভাস্থলে থাকিতাম যদি
বন্ধন এড়াতে আজি পারিতে কি তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। সমাচার জান তুমি?

কর্ণ। পরামর্শ চেয়েছিল মোর দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
বলেছিনু, যদি পার বাঁধিয়া রাখিতে,
পরম সৌভাগ্য তোমাদের!
দেখিতেছি দিলেনাক ধরা।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয় একত্রে বরিতে গেল মোরে,
ধনঞ্জয় নিল মোরে,
দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা মোর।
এখন পার্থের আমি, কৌরবের কিসে আমি হই?

কর্ণ। জানি আমি সব, তবু চেষ্টায় কি দোষ?
কিন্তু, মূর্খেরা বাঁধিতে গেল পাশ রজ্জু দিয়া!
তোমারে বাঁধিতে হয় কিসে,
সেই শিক্ষা পাইলে কৌরব,
কুরুক্ষেত্রভীতি জাগিত না ভারতহৃদয়ে আজি।
কিন্তু, কিহেতু ডাকিলে মোরে?
অভিমন্যু, লক্ষ্মণ এখানে দেখি।

লক্ষ্মণ। আসন্ন সমর, ব্যর্থ কি হয় না তাত?

কর্ণ। কেশব ত করিল প্রয়াস,
দৌত্য তাঁর সিদ্ধ ত হ'ল না।

লক্ষ্মণ। বাসুদেব রহিবেন কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রহীন,
মহাশয় নিজে করেছেন শরাসন ত্যাগ—
আমি আর অভিমন্যু নাহি যদি ধরি ধনুর্ব্বাণ,
অনুরোধ করি জনে জনে না করিতে ধনুক ধারণ,
যুদ্ধ নিবারণ হয় নাকি তাহে?

কর্ণ। হয়তঃ বা হয়, যদিও সম্ভব নয়।
কিন্তু, কি তাহাতে হবে ফল?
দুর্য্যোধন রবে রাজা, যুধিষ্ঠির বনবাসী!
অবোধ বালক, অভিযোগ যুগের সঞ্চিত,—
যুদ্ধ ছাড়া পন্থা আছে মনে ত হয় না মোর।

শ্রীকৃষ্ণ। সভাতল, শরাসন করিলেন ত্যাগ
কিবা হেতু মহাশয়?

কর্ণ। ও আমার ব্যক্তিগত।
ভীষ্ম মোরে আভিজাত্য অহঙ্কারে,
কটূক্তি করয়ে সভাস্থলে প্রতিদিন।
মহারথ দূরে থাক্,
রথী মধ্যে মোরে না করে গণনা।
অর্দ্ধরথী মাত্র আমি তাঁহার ধারণা।
পৌরুষের অভিমানে
ভীষ্মের নেতৃত্ব আমি করি' অস্বীকার,
রহিয়াছি দূরে, সভাস্থল রণস্থল হ'তে।

[উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা। মূর্চ্ছাগতা দেবী কুন্তী!
এস দেবর লক্ষ্মণ, এস তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি ভয়, এখনি হবেন শান্ত। [তিনজনের প্রস্থান]

কর্ণ। মূর্চ্ছা রোগ বহুদিন রয়েছে দেবীর।
কতকাল গত হ'ল, মনে হয় যেন কাল :—
কৌরব পাণ্ডব সমবেত রঙ্গস্থলে
অস্ত্র পরীক্ষার তরে।

অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব কৌশলে ধন্ত ধন্ত পড়িল সভায়।
প্রবেশিনু আমি রঙ্গস্থলে।
হীন জাতি সূত বলি ব্যঙ্গবাণ বরিষণ হ'তে
রক্ষা মোরে করে দুর্য্যোধন, অঙ্গরাজ্য দানে।
নূতন পরীক্ষা দানে উদ্যত যেমনি আমি,
আসিল সংবাদ—মূর্চ্ছাতুরা রাণী কুন্তী!
অসমাপ্ত রহিল পরীক্ষা;
অর্জ্জুন কি আমি শ্রেষ্ঠ, না হ'ল প্রমাণ।
সেই হ'তে প্রত্যক্ষ সুযোগ হয় নাই কভু
দুজনার সামর্থ্য বিচারে।
পরোক্ষে হয়েছে বটে দেখা দুজনার,
কিছু তাহে হয় নাই স্থির।
জীবনের উদ্দেশ্য কেবল, সম্মুখ সমর অর্জ্জুনের সহ!
মম হস্তে বিনাশ তাহার,—
অথবা সদ্গতি মোর, তার হাতে মৃত্যু লভি'!
কিম্বা, সকলিত জ্ঞাত তুমি।
আজি, মূর্চ্ছাতুরা পুনঃ দেবী শুনি'
পূর্ব্বকথা পড়িয়াছে মনে।

শ্রীকৃষ্ণ। মূর্চ্ছাতুরা দেবী, তোমা হেতু অঙ্গরাজ!

কর্ণ। মোর হেতু? অর্থ তার?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি পুত্র তাঁর।

কর্ণ। কার কথা বলিতেছ তুমি?
কুন্তী দেবী কথা কহিতেছি আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও তাঁহার কথা বলি।
কুন্তী দেবী জননী তোমার।

কর্ণ। কুন্তী দেবী জননী আমার!
ধর্ম্মরাজ মাতা, ধনঞ্জয় মাতা, জননী আমার?

শ্রীকৃষ্ণ। জননী তোমার।
তুমি জ্যেষ্ঠ সন্তান তাঁহার।

কর্ণ। জননী আমার!
কুন্তী দেবী—পাণ্ডু রাজেশ্বরী,
পাটেশ্বরী ভারতের, জননী আমার!
পঞ্চ ভাই মোর—ধর্ম্মরাজ, ধনঞ্জয়,
বৃকোদর, নকুল ও সহদেব!
আমি জ্যেষ্ঠ সবাকার!
নহি হীন সূত আমি;
অধিরথপুত্র, রাধার নন্দন রূপে
এদীর্ঘ জীবন মোর—নিশার স্বপন শুধু!
গরিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আমি এই ভারতের!
দ্রোণাচার্য্য করিবে না হেলা শিখাইতে ধনুর্ব্বেদ!
জামদগ্ন্য অভিশাপ, আশ্রমগাভীরে মৃগভ্রমে নাশ,
বাস্তব ঘটনা নহে, অলীক কল্পনা!
মেদিনীর সাধ্য নাহি হবে রথচক্র গ্রাসিতে আমার,
পঞ্চ দিক্‌পাল চালাইবে রথ মোর!
অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠ আমি কিনা,
এই প্রশ্ন যাবে মিলাইয়া, সূর্য্যোদয়ে রাত্রি যথা!—
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [হাস্য]

শ্রীকৃষ্ণ। অবিশ্বাস হ'ল কি আমারে ?

কর্ণ। অবিশ্বাস তোমারে কেশব ?
কিন্তু ধীরে, কৃষ্ণ, ধীরে !
মুহূর্ত্তে বিরাট হও, মুহূর্ত্তে সীমাতে দাও ধরা,—
সেই শক্তি আমি পাব কোথা ?
ধারণার অতীতেরে ধারণায় আনিতে ধরিয়া
এত দ্রুত সম্ভব কি হরি ?
রাধার নন্দন আমি অধিরথ পুত্র,
অভিশপ্ত অবজ্ঞাত জীবন আমার,
এ বিশ্বাস, এত দৃঢ় জীবনের ভিত্তিমূলে মোর,
তোমারে বিশ্বাস আজি,—
অর্থ তার বুঝ কি কেশব ?

শ্রীকৃষ্ণ। অর্থ তার—অসপত্ন অধিকার ভারতের !

কর্ণ। অসপত্ন অধিকার ভারতের !
এতই সহজ ভাব তুমি ?
কিন্তু, কে আমারে দেবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা তোমার সহায়ে,
যুদ্ধ করি করিবে অর্জ্জন—
গরিষ্ঠ পাণ্ডব তুমি !

কর্ণ। [হাসিয়া] যুদ্ধের বিরতি তবে হল কই কৃষ্ণ,
চাহিল যা অভিমন্যু, চাহিল লক্ষ্মণ,
তুমি নিজে যাহা চাহ ?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন জানে যদি তুমিও পাণ্ডব,
অশংসয় পাণ্ডবের সাথী—সমর করিবে পরিহার।

কর্ণ। চিন নাই তবে দুর্য্যোধনে।
ভীষ্মের নেতৃত্বে করেছি ত শরাসনত্যাগ,
সমরে অনিচ্ছা কভু দেখিলে তাঁহার?
বনবাস করিবে সে বরঞ্চ বরণ,
সন্ধি কভু করিবে না পাণ্ডবের সনে।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে, যোগদান কর তুমি ভ্রাতৃগণ সাথে,
কর যুদ্ধ রাজ্যের কারণ।

কর্ণ। কি লাভ হইবে তা'তে?
রাজ্য যদি হয় পাণ্ডবের, আমিইত হব রাজা?
তখনি ফিরায়ে তাহা দিতে হবে দুর্য্যোধনে।
যা কিছু আমার আজি, সকলিত দুর্য্যোধন হতে।
পৃথিবীর আধিপত্য যদি পাই,
তুলে দিয়ে তাঁর হাতে,
কৃতজ্ঞতা ঋণ মোর নাহি হয় শোধ!
[হাসিয়া] ভেদনীতি ব্যর্থ তব বাসুদেব,
দণ্ডনীতি ছাড়া পথ নাই। [শ্রীকৃষ্ণ নীরব]
অসন্তুষ্ট হইলে কেশব?

শ্রীকৃষ্ণ। নহে আর্য্য।
ভুলেছিনু ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ তুমি।
ক্ষম মোর অপরাধ।
পৃথিবীর আধিপত্য তুচ্ছ তোমা কাছে!

কর্ণ। সত্য, পৃথিবীর আধিপত্য তুচ্ছ মোর কাছে।
কিন্তু পাণ্ডবভ্রাতৃত্ব, কুন্তীর মাতৃত্ব,
পরিত্যাগ করা কি কঠিন হয়তঃ বুঝিবে কৃষ্ণ!

প্রতিদিন এই পথে যাই গঙ্গাতীরে,—
কুটিরের দ্বারে উপবিষ্টা মাতা,
প্রতিদিন দেখি তাঁরে।
প্রতিদিন বক্ষ ঠেলি বাহিরিতে চায় মাতৃ সম্বোধন!
পঞ্চপুত্রবিরহকাতরা মাতা,
ব্যঙ্গ বলি পাছে পান ব্যথা,
তাই, নির্ব্বাক চলিয়া যাই,
মাতৃনাম করি' জপ মনে মনে।
এতদিন বুঝি নাই কেন এই দুর্ব্বলতা,
আজি অর্থ সহজ সরল।
স্থান করি লও আর্য্য সেই মাতৃবক্ষে—
পৃথিবীর আধিপত্য যদি নাহি চাও।

কর্ণ। এতদিন এই পরিচয়, দাও নাই কি হেতু কেশব?
জন্ম তব সূর্য্যের ঔরসে
কন্যাকালে জননীর তব।
লোক লজ্জা ভয়ে পরিত্যাগ করেন তোমারে,
লোক লজ্জা ভয়ে,
এতদিন নাহি তাহা করেন প্রকাশ।

কর্ণ। আজি হইলে প্রকাশ, লোক লজ্জা ঘুচিবে কি মার?
কেন তবে প্রলোভন মোরে?
হতভাগ্য এত আমি,
জননীর লজ্জা হ'য়ে জনম আমার!
দয়াময়ী মাতা তাই মোর
দিতে চেয়েছিল মোরে শৈশব মরণ!

পিতা অধিরথ, রাধা জননী আমার,
স্নেহচ্ছলে শত্রুতা করেছে মোর,
গড়েছে জীবন মোর ব্যর্থ সর্ব্বদিকে!
কেশব, কেশব,
ধরি' কর দুটি, করি অনুরোধ,
যতদিন রহিব জীবিত,
জননীর লজ্জা মোর করো না প্রকাশ
কারো কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ। আসিয়াছি, ধর্ম্মরাজ পাশ হ'তে
অতিকষ্টে অশ্রুবারি করি' সম্বরণ;
অনিচ্ছায় আপনারে কি আঘাত করিলাম দান,
অশ্রুবারি শুধু নহে যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত তার!
কর ক্ষমা কনিষ্ঠেরে, হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব!
জন্মপরিচয় না দিলে তোমারে
মনে হয় করিতাম শ্রেয়ঃ।

কর্ণ। সত্যেরে সহিতে মোরে দেহ হে শকতি,
নারায়ণ। [কর্ণ উঠিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। চলিলেন আর্য্য?
দিবে নাকি জননীরে দেখা?

কর্ণ। তিনি যদি চান কৃষ্ণ, ভেটিব চরণ—
আমি নিজে যাইব না।
মূর্চ্ছাতুরা তিনি, যাও কৃষ্ণ করহ শুশ্রূষা তাঁরে।

শ্রীকৃষ্ণ। লহ প্রণাম আমার আর্য্য!

কর্ণ। মুহূর্ত্তে হইনু কৃষ্ণ নমস্ত তোমার,
তোমারে করিব আশীর্ব্বাদ!
অভিনব অনুভূতি!
কি করিব আশীর্ব্বাদ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু হস্ত তব রাখ মোর মাথে। [তথাকরণ]

কর্ণ। বিভাবসু জনক আমার—নিত্য পূজি তাঁরে আমি!
যদি পারিতাম,
ছুটে চ'লে যাইতাম বক্ষ মাঝে তাঁর!

নেপথ্যে শকুনি। লক্ষ্মণ রয়েছ হেথা?

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি। লক্ষ্মণ এসেছে হেথা? এযে অঙ্গরাজ, বাসুদেব?
কি পরীক্ষা দিতে হ'ল, কর্ণ,
বাসুদেব কাছে আরবার?
অতীব গম্ভীর তব মুখ, বাসুদেব আঁখি ছলছল!
একবার পুত্রে বলি, শুনি, দিয়াছিলে নারায়ণ তরে,
এইবার কারে দিতে হবে বলি?

কর্ণ। আপনারে, গান্ধার ঈশ্বর!

শকুনি। কথা ভাল বোঝা নাহি গেল।
আপনারে, শুধু যদি বল,
তোমারেও বুঝাইতে পারে,
আমারেও বুঝাইতে পারে।
যাহ'ক্, ফুটিল হাসি ছজনারি মুখে।
মাতুলেরে নিন্দা কর, কর,
কিন্তু, ম্লানমুখে হাসি আনে একথাও করিও স্বীকার।

তবু, আজিকার দিনে, হাসি যেন
আমারও লাগে অশোভন।
বিশ্রম্ভে ব্যাঘাত হেতু মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

[গমনোদ্যত]

কর্ণ। আলোচনা হইয়াছে শেষ,
যাই এবে পিতারে পূজিতে। [কর্ণের প্রস্থান]

শকুনি। বড় পিতৃভক্ত অঙ্গরাজ।
রঙ্গস্থলে অঙ্গরাজ্যে
দুর্য্যোধন যবে অভিষেক করে কর্ণে,
হস্তে যষ্টি, নগ্নপদ, সূত অধিরথ
কতক বা ভয়ে, কতক বিস্ময়ে,
থর থর কম্পমান,
পুত্র পুত্র বলি' প্রবেশিল রাজসমাগমে।
অম্লানবদন কর্ণ, সাষ্টাঙ্গ প্রণামে
অভিষেক চর্চ্চিত মস্তক লুটাইল নগ্নপদে তার।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমারও পিতৃভক্তি সুবিদিত মোর কাছে,
অস্থি তাঁর করিছ বহন বুকে!

শকুনি। একাকী তোমারে কৃষ্ণ কখনো পাইনি।
সভাস্থলে হাস তুমি মোরে দেখে,
আমি নিজে হাসি, চেষ্টা করি সবারে হাসাতে।
এই অস্থির বেদনা মম,
কে যে বোঝে, কে বোঝেনা,
জানিনাক, ভাবিনাক আমি।
তুমি যে বুঝেছ কৃষ্ণ, সার্থক হইল, বহন আমার।

বুঝিলাম, এতদিনে হইল সময়
পিতৃ অস্থি অর্পিতে গঙ্গায়।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই কর সুবল নন্দন, শান্তি হোক্ এ ভারতে!

শকুনি। আগে শান্তি হ'ক এ ভারতে,
সুবলাস্থি গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে তারপর!
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে কন্যাদানে অসম্মত পিতা,
এই শুধু অপরাধ,—
সেই হেতু কারাগার, সেই হেতু তাচ্ছিল্যে মরণ,
উনশত পুত্র সহ,—জান তুমি!
একা মোরে রাখে বাঁচাইয়া সবে,
শীর্ণাংশ খাদ্যের অর্পি' সে ঋণ করিতে পরিশোধ!
পিতৃ অস্থি রয়েছে প্রহরী পরিশোধ চেষ্টার আমার!—
সে ঋণ থাকিতে বাকী,
শান্তি হবে এ ভারতে, ভাব কি হে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। অতীতের অপরাধ মার্জ্জনা কি নাই বীর?

শকুনি। ভেবেছিনু হাসিব না আজি,
এইবার হাসালে কেশব।
তুমি বল মার্জ্জনার কথা?
তোমারো জনক ছিল কারাগারে,
কারাগারে জনম তোমার—
কংশেরে মার্জ্জনা কত করেছিলে তুমি?
কালিয়, পূতনা, চানূর, মুষ্টিক, কংশ, শিশুপাল আদি,
মার্জ্জনার কাহিনীতে তব
ভারতের ইতিহাস পূর্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। এখন লইছে মনে হয়ত বা করিয়াছি ভুল!

শকুনি। তবে, সে ভুল করহ কিছু বেশী।
কুরুক্ষেত্র শেষ করে দাও,
তার পর নিয়ে এস মার্জ্জনার কথা।
তোমারি দ্বিধায়,
বিলম্ব হতেছে সব জ্বালা নির্ব্বাণের।
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিবে না বলি অভিমান তব, অর্থহীন!
অকর্ম্মণ্য সুদর্শন, বিচারে বিলম্ব হবে শুধু।
তারপর, বারবার বৃথা এই শান্তিদৌত্য অভিনয়!
আজি ত হয়েছে শেষ?
বন্ধনের উদ্যোগ তোমার, বুদ্ধি শকুনির।
এইবার দ্রুত যাও বিরাট নগরে,
সপ্ত অক্ষৌহিণী শীঘ্র সমবেত কর কুরুক্ষেত্র প্রান্তে।

শ্রীকৃষ্ণ। কতদিকে কত ব্যথা, মহামায়া!
গ্রন্থির উপর গ্রন্থি!
দয়া করি খুলিবি না মাতা?

শকুনি। গ্রন্থির উপর গ্রন্থি,
যুগান্তর, জন্মান্তর হতে হয়েছে জড়িত!—
অম্বার তপস্যা শিখণ্ডীর রূপে, ভীষ্মেরে করিছে লক্ষ্য;
দ্রুপদের জ্বালা ধৃষ্টদ্যুম্নে দিয়াছে জনম,
দ্রোণাচার্য্য বধহেতু;
দ্রৌপদীর মুক্তকেশ, ভীমের প্রতিজ্ঞা,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন তরে;
গান্ধারের অস্থি চাহিছে তর্পণ কৌরব শোণিতে;

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মাঝে, পার যদি করিতে সন্ধান,
জ্বালার বিচিত্র জাল বিজড়িত পাইবে দেখিতে !
কত গ্রন্থি করিবে মোচন ?
কর ছেদ কঠিন আঘাতে মহাকাল !
বিলম্ব যতই হবে, আঘাত ততই
কঠিন হইতে সুকঠিন করিতে হইবে চক্রধারী !

শ্রীকৃষ্ণ। এত দৃষ্টি তোমার শকুনি !
হৃদয়ের মগ্ন ব্যথা প্রখর করেছে জ্ঞান !
বুঝিতেছি কেন, ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম
পারে না মানব গ্রহণ করিতে আজো !
নব নব রূপে, নব নব পাশ,
মানব মনেরে করিবে বেষ্টন।
নূতন আঘাতে তারে
মাঝে মাঝে ছিন্ন করিবার হবে প্রয়োজন।
তারপর, একদিন উঠিবে বিকশি'
মানবের প্রেম, বিদ্বেষের কুয়াসা ভেদিয়া !

শকুনি। সেদিনের এখনো অনেক বাকী, কৃষ্ণ।
আজিকার কাজ আজি কর।
তবে, সেদিনের আশা এখনি দিতেছে কাল।
এ যুগেও দেখ ধর্ম্মরাজে,
শকুনির অন্তরেও কোমলের স্পর্শ জাগে
হেরি যবে লক্ষ্মণেরে,
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত, কৌরবের কুলে।
এই দুর্ব্বলতা মোরে না করে কাতর,

এইটুকু ক'রো তুমি,
নারায়ণ সকলে তোমারে কহে।
[হাসিয়া] নারায়ণ হ'লে বড়ই মুস্কিল,
সাধু চায় ধরে চোর, চোর চায় ধরা নাহি পড়ে। [হাস্য]
কিন্তু, কোথায় লক্ষ্মণ'?
পুনঃ কি লইয়া যাবে বিরাটে তাহারে ?
দেখিতেছি, আকর্ষণী বিদ্যা
সবটুকু করিয়াছ ভাগিনারে দান !
লক্ষ্মণেরে প্রায় তুলিয়াছে পাণ্ডব করিয়া !
পল্লবে পল্লবে বাঁধি'
ঘটাইতে পারিবে না বৃক্ষের মিলন,—
অনর্থক, আমার নূতন ব্যথা করিবে সৃজন।
কি আশ্চর্য্য,
কৌরব শিশুর প্রতি এত দুর্ব্বলতা মোর ?
ছুটিয়া এসেছি হেথা তাহার লাগিয়া !
বোধহয় বৃদ্ধ হইয়াছি।
আর দেরী করো না কেশব !
মরণের আগে জীবনের ঋণ মোর
পরিশোধ হইবে করিতে !

[লক্ষ্মণ ও অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভি। সুস্থা দেবী হয়েছেন আর্য্য !
শ্রীকৃষ্ণ। কুন্তীদেবী মূর্চ্ছাগতা হইয়াছিলেন আগে।
শকুনি। কেশব আত্মীয়া, মরেননি এইত বিস্ময় !
দেবকী যশোদা রাধিকার কথা সকলেই জানে।

কিন্তু, চল পুরেতে লক্ষ্মণ।
ব্যাকুল সবাই তথা তব অদর্শনে।
বিরাটে গেলেই যদি মিলিত উত্তরা,
সকলেই যাইতাম মোরা।
একবার গিয়ে ত আসিলে, মিলিল কি ?
সে, যাহার ভাগ্য ; কি বলহে, অভিমন্যু ?

[অভিমন্যুর শকুনিকে প্রণাম]

কি করিব আশীর্ব্বাদ ?
মম কার্য্যে হওহে সহায় !
হাসিও না, স্বার্থপর শকুনিরে সকলেই জানে।

লক্ষ্মণ। প্রণাম চরণে দেব। [শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম]
বিদায় রে অভিমন্যু।
কবে দেখা হবে পুনঃ, কেবা জানে।

শকুনি। চল, চল, আমি জানি।
দেখা হবে কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে !
চলিনু কেশব। [শকুনি ও লক্ষ্মণের প্রস্থান]

অভি। চিন্তিত আপনি আর্য্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। আসিলে বিদুর বিলম্ব না করিতাম বিরাট যাত্রায়।

অভি। সমর নিশ্চয় তবে দেব ?

শ্রীকৃষ্ণ। সমর নিশ্চয় মনে হয় !

[কুন্তী ও উত্তরার প্রবেশ]

কুন্তী। সমর নিশ্চয় বাসুদেব ? [নেপথ্যে বিদুরের গান]

শ্রীকৃষ্ণ। আসিছেন ক্ষত্ত।
কিবা শেষ উপদেশ তাঁর শুনিব এখনি মাতা।

[বিদুরের গীত গাইয়া প্রবেশ]

গীত

গাও দেহ মন শুক শারী,
গাওরে ব্রজের নরনারী
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও তারি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা ধেনু বনচারী
গাওরে সকলে শ্যামল গগন,
কদম্বতরু তমাল কানন,
গাওরে ভ্রমর মাধবীলতা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ। কিবা শেষ উপদেশ তাত?

বিদুর। ব্যর্থ সর্ব্ব চেষ্টা বুঝাইতে দুর্য্যোধনে।
রণ ছাড়া গতি নাই, কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। লইব বিদায় তবে দেব,
ধর্ম্মরাজ প্রতীক্ষায় রয়েছেন তথা।

বিদুর। বিদায়ের অনিচ্ছা জ্ঞাপন, তাহারো সময় নাই।
আঁখি বারি না কর মোচন দেবী, বস স্থির হ'য়ে।

[নির্ব্বাক্ বিদায় লইয়া বিদুরসহ অভিমন্যু উত্তরা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

[কুন্তী দাঁড়াইয়া উঠিলেন—কর্ণের প্রবেশ]

কুন্তী। পুত্র!

কর্ণ। মাতা!

কুন্তী। মাতা আমি তব!

কর্ণ। মাতা তুমি মম। বলেছেন আমারে কেশব।
কিছু বলিও না মাতা।
বস এইখানে, পদতলে বসি আমি। [পদতলে উপবেশন]

কুন্তী। বলেছেন তোমারে কেশব, তবু যুদ্ধ হ'লনা বারণ?

কর্ণ। বারণ কে করিবে জননি?

কুন্তী। তুমি!

কর্ণ। যেই নিন্দা ভয়ে সন্তানে ত্যজিলে মাতা,
সেই নিন্দা ভয় আমারো জননি।

কুন্তী। করিয়াছ অভিমান বৎস?

কর্ণ। নহে মাতা, নহে অভিমান।
ভাবি, কত অসহায় মোরা, কতই দুর্ব্বল।
সত্যের আঘাতে,
তুমিও কাতর মাতা, আমিও কাতর।

কুন্তী। ওরে, সত্যের আঘাত হ'তে
সত্য গোপনের ব্যথা
অন্তঃসার করিয়াছ জীবন আমার!
আমার যা হ'ক্ বৎস, তুমি হও জয়ী,
প্রতিষ্ঠিত হও তুমি নিজ অধিকারে!

কর্ণ। শিশুবৃক্ষে তুলে লও, করহ রোপণ স্থানান্তরে,
রহিবে জীবিত,
মহীরুহে তাহা কি সম্ভব মাতা?
আজি সহস্র শিকড়, জীবনের সুগভীর স্তরে,
ছড়ায়েছে, জড়ায়েছে সুদৃঢ় বন্ধন!

কত ব্যথা, কতই ক্রন্দন উঠিবে জাগিয়া
তাতে যদি পড়ে টান!
কাজ নাই মাতা তাহার প্রয়াসে এই অবেলায়।
কেশব বলেছে মোরে কিছু, ভুলে যাও,
বলিবার আছে কিছু, ভুলে যাও,
তুমি মাতা আমি পুত্র—এইটুকু শুধু ভেবে
মস্তকে আমার দেহ করের পরশ তব।

কুন্তী। [স্পর্শ করিতে করিতে]
ভা'য়ে ভা'য়ে করিবি সমর—মা হয়ে সহিব পুত্র?

কর্ণ। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত তুমি মাতা, কতই সয়েছ,
ইহাও সহিবে। ভাব দেখি মোর কথা?
আজীবন কামনা আমার সম্মুখ সংগ্রামে অর্জ্জুন নিধন।
যাদুকর দণ্ড পরশনে মুহূর্ত্তে সে হইল সোদর!
আমি জানি শুধু, সে জানে না তাহা,
এইমাত্র সান্ত্বনা আমার।

কুন্তী। আমি বলিব তাহারে।

কর্ণ। শুধু, আমি ও অর্জ্জুন হলে নাহি ছিল কথা।
রহিয়াছে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
রহিয়াছে ক্ষত্রিয় সমাজ, রহিয়াছে বিশ্বের মানব,
যার মুখ চাহি,'
সদ্যোজাত সন্তানেরে স্বীকার করিতে সাধ্য নাই।
পুনঃ বলি, নহে ইহা তিরস্কার মাতা,
দুর্ব্বলতা সমাজের—
দুর্ব্বলতা তোমার, আমার, সকলের।

বহু ভাবিয়াছি মাতা,
মূল্য কিছু তোমারে করিতে হইবে দান,
আমারে কি অর্জ্জুনেরে।
চমকিত হ'য়ো না জননি!
পরার্থে ভীমেরে দান, তুমিইত ক'রেছিলে মাতা!
আজি সমাজের হিতে
আমারে কি অর্জ্জুনেরে নিঃশব্দে করগো সমর্পণ।
বড় ক্লান্ত আজি আমি মাতা,
নীরবে চরণে তব মাথা রাখি ঘুমাইতে হয় সাধ।

[তথাকরণ]

কুন্তী। কি মূল্য যে দিতে হবে জানেন কেশব!

[নেপথ্যে বিদুর গাইয়া উঠিলেন]

কর্ণ। [মাথা তুলিয়া] আসিছে বিদুর, যাই মাতা!

কুন্তী। জানেন বিদুর সব,
নিশ্চিন্তে ঘুমাও পুত্র।

[নেপথ্যে বিদুরের গান চলিতে লাগিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র, কৌরবশিবির।

দুইজন গোপ সৈন্য।

প্রঃ গোঃ সৈ। কোথায় এসেছি মোরা?

দ্বি। কুরুক্ষেত্রে।

প্র। তাহা নয়। কাহার শিবির এই?

দ্বি। হয় পাণ্ডবের, নয় কৌরবের।

প্র। কৌরব শিবির মনে হয়,
চেনা মুখ কারো ত দেখি না।

দ্বি। চেনা মুখ কোথাও ত নেই,
তোরি মুখ চিনিতে না পারি!

প্র। কেন?

দ্বি। গরু দেখে মানুষ চিনিতে পারি আমি।
তোর চেয়ে গরুগুলি তোর চেনা মোর ছিল বেশী।
সেগুলি কোথায়, কি খায় এখন, কে বলিবে?
আমার মঙ্গলা, একাদশী মোর
উপবাসী কিনা কে বলিবে?—
এই হেতু যুদ্ধ নাহি ভাল লাগে।

প্র। কোন্ হেতু?

দ্বি। গরুগুলি ফেলিয়া আসিতে হয় ঘরে!
আহা, এমন সুন্দর ঘাস ছিল কুরুক্ষেত্রে,
চক্ষু বুজে বুধী মোর কেমন খাইত!
কয় দিন যুদ্ধে,
ঘাসগুলি কাদা করি ফেলিয়াছে কৌরব পাণ্ডব!
ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হয় পাঁচন বাড়িতে
খেদাইয়া দেই সবে কুরুক্ষেত্র হতে!

প্র। গরু ছাড়ি কুরুক্ষেত্রে এলি কেন তুই?

দ্বি। আমি কি এসেছি? ধরিয়া এনেছে মোরে।
তুই এলি কেন?

প্র। কুড়াইতে বাণ। বাণ বড় ভালবাসি। [একটি বাণ পতন]
একটি পেয়েছি বাণ আর।

দ্বি। বাণ নিয়ে কি করিবি? বাণ কি গরুতে খায়?

প্র। কত বাণ কুড়াইব দেখিয়া লাগিবে তাক্!
এই এত বাণ—বাড়ী নিয়ে গিয়ে—

দ্বি। বিছানা করিয়া শুবি?

প্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
বিচানা করিয়া শোব, কাণে গুঁজে বেড়াইব,—
বাণ দিয়া গরু চরাইব, পাঁচন ছোব না হাতে আর—
মরে গেলে বাণ দিয়ে পোড়াবে আমারে,
ছেলেরে বলিয়া যাব।

দ্বি। ছেলে আছে তোর? আমারত নাই।

প্র। আমারও নাই—বিয়ে যদি করি, হইবেত!
এই দেখ বাণ—উহুঃ, গায়ে ফুটে গেল!

দ্বি। দেখি দেখি, লাগে?

প্র। লাগেইত।

দ্বি। তবে চল, সরে যাই হেথা হতে।

প্র। কোথা যাব? পথ হারাইয়া গেছি।

দ্বি। চারি দিকে পথ—বলে পথ হারাইয়া গেছি!
আয় মোর সনে যেই পথে খুসী হয় যাই।
সবিত সমান; খালি বাণ!
একটা গরুর মুখ নয় দিন দেখিতে না পাই—
কবে যে বিরাটে যাব!

[একজন কৌরব প্রহরীর প্রবেশ]

কৌ প্র। কে তোমরা?

দ্বি। গোপ।

কৌ প্র। হেথা কেন?

প্র। বাণ কুড়াইতে।

কৌ প্র। গুপ্তচর?

দ্বি। গরু চোর নহি বাবা মোরা,
কৌরবেরা গরু চুরি—

প্র। এই থাম্।

দ্বি। গরু চুরি করে নাই বাবা,—গিয়াছিল শুধু!

কৌ প্র। কাদের সৈনিক?

দ্বি। আমাদের—

কৌ প্র। আমাদের?

প্র। আমাদের—

কৌ প্র। আমাদের? আচ্ছা যাও। [প্রস্থান]

প্র। আমাদের !

দ্বি। আমাদের !

[কৌঃ প্রঃ প্রবেশ]

কৌ প্র। আমাদের ?

দ্বি। আমাদের !

কৌ প্র। আমাদের কাহাদের ?

দ্বি। আমাদের কাহাদের ?

প্র। ঘোষেদের।

কৌ প্র। ঘোষেদের !
কার বাণে মরিবে তোমরা—
ভীষ্মের কি অর্জ্জুনের ?

[গোপ দুইজন পরস্পর মুখ চাহিল]

প্র। কার বাণ ভাল ?

কৌ প্র। দুয়েরি সমান।
ভীষ্মবাণে মর যদি চলে যাও অই দিকে।
অর্জ্জুনের বাণে মৃত্যু চাও, রহ এই স্থানে।

প্র। কারো বাণে মরিতে চাহি না।

কৌ প্র। চলে যাও কুরুক্ষেত্র হ'তে।

দ্বি। কোন্ পথে যাব চলে ?

কৌ প্র। পথ খুঁজে নাহি পাবে !

প্র। তবে ?

কৌ প্র। তবে নাই আর !
ভীষ্ম কি অর্জ্জুন বাণে মরিতেই হবে !
থাক কিম্বা যাও দুইই সমান ! [প্রস্থান]

দ্বি। তবে থাকি।

প্র। না হে, চল যাই।

দ্বি। চল যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

শকুনি, অচল, বৃষক ও কয়েকজন গান্ধার সৈনিকের প্রবেশ]

শকুনি। গান্ধারের নামে কলঙ্ক লেপিবে সবে?
রণ পরিহরি কোথা যাবে?
ভীষ্মের ভীষণ দণ্ড, দুর্য্যোধন রোষ!
তার হাতে কিসে পরিত্রাণ?

অচল। পরিত্রাণ কোন মতে নাই।
রণক্ষেত্রে আছে ধনঞ্জয়!

শকুনি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলি নাই মূর্খ?
পঞ্চপাণ্ডব নিধন করিয়া সঙ্কল্প,
দৃঢ়করে ধরি পঞ্চবাণ—
বিনিদ্র রজনী কাটালেন ভীষ্ম।
আজি সেই বাণে নিশ্চয় পাণ্ডব নাশ।
রণজয় অন্তে কালি বিদায় সবার!

বৃষক। আজি নবম দিবস, পাইতেছি আশ্বাস তোমার,
পাণ্ডব নিধন! পাণ্ডব নিধন!
কৌরব পাণ্ডব কেহ কারে বধিবেনা!
দরিদ্র সৈনিক হাজারে হাজার,
প্রতিদিন হয় ধরাশায়ী দুই পক্ষে শুধু
ভীষ্ম আর অর্জ্জুনের বাণে!

শকুনি। আরোত রয়েছে সেনা কৌরব সহায়,
শুধু গান্ধারের কেন প্রতিবাদ?

অচল। কেবল গান্ধার নহে,
ত্রিগর্ত্ত, কাম্বোজ , অবন্তী, বাহ্লিক—
অসন্তুষ্ট সর্ব্ব অংশ কৌরব সেনার !
শুধু দম্ভভরে করে বিচরণ
কৌরব শিবিরে সেনা নারায়ণী, অর্জ্জুনের প্রিয় তারা।

[দুর্য্যোধন ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

দুর্য্যো। নিশ্চেষ্ট মাতুল তুমি আজি ?

শকুনি। আমার চেষ্টার কিছু আছে প্রয়োজন ?
ভীষ্ম আজি নাশিবেন পাণ্ডবেরে
পঞ্চবাণে, করেননি পণ ?

দুর্য্যো। সবারি সমক্ষে, কালি নিশাকালে করিলেন পণ—
পঞ্চবাণ দৃঢ় করে করিলা গ্রহণ,
কিন্তু, দিবা অবসান প্রায়,
কই, এখনোত পণ রক্ষা হ'লনা তাঁহার !

বৃষক। কর ক্ষমা ধৃষ্টতা দাসের।
ভীষ্ম নাহি করিবেন পাণ্ডবে বিনাশ—
স্নেহ তাঁর পাণ্ডবের প্রতি।
আন কর্ণে সমরে সত্বর প্রভু,
নহে অনর্থক সেনানাশ শুধু।

শকুনি। সৈনিকের মুখে শুনি, বৎস,
অসন্তুষ্ট সর্ব্ব অনীকিনী সমর পদ্ধতি হেরি'।

অচল। উচ্চ আলোচনা আমাদের নাহি সাজে রাজা!
কিন্তু প্রাণ দেই মোরা—
স্ত্রীপুত্র অকূলে ভাসে মোরা যবে হই গত।

শুধু উদরান্ন তরে সৈন্যবৃত্তি, সত্য,
কিন্তু, জয় পরাজয়ে উল্লাসে বিষাদে
অংশ লই মোরা।
যেই যুদ্ধে সব অনিশ্চিত, সেনা নাশ অকারণ শুধু,
সেই যুদ্ধে সৈনিকের থাকে না উদ্যম।
সমরের উত্তেজনা কিছু হয় নাই আজো কুরুক্ষেত্রে!
সম্মুখেতে নিশ্চিত মরণ শুধু—
পশ্চাতে তাহার অনাথ কলত্র পুত্র,
দেখিছে সৈনিক!

দুর্য্যো। কালি, ভীষ্মে সে কথা বলেছি নিজে,
চাহিয়াছি রণ পরিহার তাঁর,
যুদ্ধের সুযোগ দিতে সখা অঙ্গরাজে।
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ পিতামহ সেহেতু করিলা পণ
পাণ্ডবের সংহার সমরে আজি।
করিছেন ভীষণ সংগ্রাম তিনি নাহিক সন্দেহ,—

শকুনি। কিন্তু পঞ্চবাণে পঞ্চ ভাই হলনাত নাশ!

দুর্য্যো। যাই আমি পার্শ্বে তাঁর পুনঃ
করে দিই প্রতিজ্ঞা স্মরণ।
হে মাতুল, শান্ত তুমি কর সৈন্যদের।
দুর্য্যোধন চিন্তা আছে সবাকার তরে। [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। পুত্র তব রয়েছে গৃহেতে?

অচল। সেই কথা তুল না কুমার!
বীর পুত্র মোর
হারায়েছে প্রাণ অর্জ্জুনের বাণে।

গৃহেতে জননী তার, পুত্রবধূ মোর,
এখনো জানেনা দুঃসংবাদ !
কিন্তু, ভুলে যেতে চাই সব,
চাই উত্তেজনা তীব্র সংগ্রামের !
কি হইল রণ ? মরিলনা কোন মহারথ !
মরণের ব্যথা কেহ বুঝিলনা কৌরব পাণ্ডব !

বৃষক। পিতাপুত্র ভ্রাতাবন্ধু আত্মীয় স্বজন
আমরাই হারায়েছি,
কি যন্ত্রণা, আমরা বুঝেছি।
পাণ্ডবের গৃহপূর্ণ,
কৌরবের পরিপূর্ণ সোণার সংসার !
সে যন্ত্রণা বুঝিত যদ্যপি তারা,
সমরের হ'ত দ্রুত অবসান !

শকুনি। নিজ নিজ স্থানে করহ গমন।
অভিযোগ শুনিয়াছে রাজা, শুনিয়াছে রাজপুত্র।

[সৈনিকদের অভিবাদনান্তে প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। অভিযোগ শুনিয়াছে রাজপুত্র !
কিন্তু কিবা প্রতীকার ?

শকুনি। প্রতীকার, ভীষ্মের মরণ !

লক্ষ্মণ। ভীষ্মেরে মারিবে কেবা, ইচ্ছামৃত্যু তিনি ?

শকুনি। তাঁর নিজ ইচ্ছা মৃত্যু দিবে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মে ?

লক্ষ্মণ। ইচ্ছা কিসে জন্মিবে তাঁহার ?

শকুনি। আমি জন্মাইব !

লক্ষ্মণ। আপনি, গান্ধার ?

শকুনি। গান্ধার শকুনি।
দেখিছনা ভীষ্মরূপী কৌরবের জরা
ব'সে আছে করি' অবরোধ কৌরবের অবারিত গতি?
সেই জরা করি' দূর, কৌরবেরে মুক্তি দিব আমি!

লক্ষ্মণ। জানি আমি কি হেতু বিরূপ তুমি
শান্তনুনন্দন প্রতি।

শকুনি। জান তুমি?

লক্ষ্মণ। জানি আমি।
কিন্তু সেই কথা আলোচনা
আতঙ্ক জাগায় মোর প্রাণে!

শকুনি। তবে থাক্, করিওনা আলোচনা।
তবে জান যদি, মনে রেখো,
গান্ধারের কারাগারে ভীষ্মের মরণ বীজ লয়েছে জনম!
দেবব্রত শান্তনুনন্দন,
রামজয়ী মহাবীর, ব্রহ্মচারী ভীষ্ম—
যাঁর ইতিহাস করিয়া শ্রবণ,
শকুনিরো মাথা হইয়াছে নত,
সেই ভীষ্ম সেই দিন হইয়াছে গত!
এখন যা রহিয়াছে ভীষ্মের কঙ্কাল,
কৌরবের স্কন্ধে করি ভর!
নহে, কি শক্তিতে ভাব তুমি, পিতার পঞ্জর,
প্রেতনৃত্য তুলেছিল দ্যূত সভা তলে?

লক্ষ্মণ। মম প্রতি স্নেহে তাত,
কর সম্বরণ রোষ তব কৌরবের প্রতি!

শকুনি। তব প্রতি স্নেহ মম, বিলম্বে এসেছে, বৎস,—
মনে হয় আমার মরণ হেতু!
কিন্তু, যে পাশা চালিয়াছিনু কৌরব সভায়,
তার পরিণাম নাই আর হস্তে মোর;
লয়েছে তুলিয়া কাল—গতিরোধ যার
আপনি কালের সাধ্যের অতীত!

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যো। হে মাতুল,
পিতামহ বাণে জর্জ্জরিত কেশব অর্জ্জুন!
ক্রোধে ক্ষিপ্ত বাসুদেব ভুলি' প্রতিজ্ঞা আপন,
কশাহস্তে ভীষ্মমুখে হন অগ্রসর!

শকুনি। দেখেছিলে সুদর্শন?

দুর্য্যো। মনে হল যেন, মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ
খেলি গেল কুরুক্ষেত্র মাঝে!

শকুনি। হত ভীম?

দুর্য্যো। ভীষ্মের সংহার হেতু
এত ব্যাকুলতা তব কি হেতু মাতুল?

শকুনি। শীঘ্র কর্ণ নামিবে সংগ্রামে,
দ্রুত হবে পাণ্ডব বিনাশ!

দুর্য্যো। কিন্তু নহে হত ভীষ্মদেব।
নতজানু যুক্তকর স্তব করে নারায়ণে,
বধ হেতু তাঁর হস্তে!
পদে ধরি অর্জ্জুন ফিরায় রথে দেবকী নন্দনে,
করায়ে স্মরণ প্রতিজ্ঞা তাঁহার।

শকুনি। সুন্দর আঁকিলে চিত্র !
ভীষ্মদেব নতজানু, যুক্তকর,
কশাহস্তে ত্রিভঙ্গ কেশব, পদে ধরি অর্জ্জুন তাঁহার !
ভবিষ্যৎ শিল্পের আহার কুরুক্ষেত্রে হইল রচনা !
কিন্তু কি হইল সংগ্রামের ?
হইল কি পাণ্ডব নিধন ? [নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]
সন্ধ্যা সমাগত, আজিকার রণ অবহার।
পঞ্চপাণ্ডুসুত ফিরে যায় শিবিরে তাদের
বাজাইয়া পঞ্চশঙ্খ !
ভঙ্গ হল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা !

দুর্য্যো। স্তম্ভিত, বিক্ষুব্ধ আমি !
হে মাতুল, কি বলিব ভীষ্মদেবে, কি কব সবারে ?

শকুনি। ভীষ্মদেবে তোমার যা বক্তব্য, বলেছ।
তুমি যাও আপন শিবিরে।
আমি আজি ভেটিব গাঙ্গেয়ে,
কি তাঁর উদ্দেশ্য আজি লইব জানিয়া,
তারপর, রণ কিম্বা তব সনে বনে পলায়ন
পশ্চাতে করিব স্থির।

দুর্য্যো। যাহা হয় করহ মাতুল।
যাবৎ না অঙ্গরাজ আসে রণক্ষেত্রে—
তুমি মাত্র সহায় আমার। [দুর্য্যোধনের প্রস্থান]

শকুনি। লক্ষ্মণ, আগত সন্ধ্যা,
আজি ক্ষান্তি হইয়াছে রণে ;
বিশ্রাম লভগে তুমি।

লক্ষ্মণ। কোথায় বিশ্রাম তাত ?
চিন্তায় না নিদ্রা আসে মোর।
যে দারুণ ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে আজি,
কিসে শান্তি হবে—
সেই চিন্তা দিবানিশি মস্তিষ্কে আমার !

শকুনি। সেই চিন্তা তরে রহিয়াছি আমি হেথা,
রয়েছেন কেশব ওখানে—
তোমার কি রে বালক ?

লক্ষ্মণ। বুঝি না কারেও, বুঝিনা কিছুই—
সংশয় সতত !
আপনারে ভালবাসি, আপনারে করি ভয় !
ভালবাসি কেশবেরে, ভয় পুনঃ জাগে মনে !
কিবা যে কর্ত্তব্য মোর কেহ মোরে নাহি কয় !
ভালবাসি পাণ্ডবেরে, ভালবাসি অভিমন্যে,
ভালবাসি পিতারে আমার, ভালবাসি কৌরবেরে—
দুই ভালবাসা দ্বন্দ্ব করি মরে যবে
অন্তর আমার আকুলিয়া ওঠে !
কৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী দেখি আপনারে
তবু, কৌরবের প্রতি দ্বেষ তব জানি !
কেমনে রয়েছ তুমি স্থির ?
আমি ত পারি না।
আমারে বাঁচাও,
কর, আমার মৃত্যুর যুক্তি।
ভীষ্মের মরণ ইচ্ছা জাগায়োনা তাঁর !

আমার মরণে হউক উদ্দেশ্য সফল।
আমিত কৌরব,
আমি পুত্র জনকের মোর।
আমার মরণে, তৃপ্ত হ'ক পিতৃ আত্মা তব!

শকুনি। ক্লৈব্য, ক্লৈব্য, আর কিছু নহে।
অর্জ্জুনেরো হ'য়েছিল, শুনি,
কম্পমান কর হতে গাণ্ডীব স্খলিত।

লক্ষ্মণ। শুনি, গীতা তাঁরে শোনান কেশব।
আমি যদি পারিতাম শুনিতে সে বাণী
স্থিরচিত্ত ফাল্গুনি যা' শুনি'!

শকুনি। স্থিরচিত্ত এখনো ফাল্গুনি নহে।
নহে, কুরুক্ষেত্রে এখনও এত মন্দগতি?
বাকী আছে শকুনির গীতা শুনিতে পার্থের,
সেই গীতা শুনিবে যেদিন,
বিদ্যুতের গতি লভিবে সমর!
তুই কি শুনিতে চাস্, দুর্ব্বল বালক?
অস্থির অন্তর এত তুই, পারিবি না করিতে ধারণা!
দ্বিধাহীন, স্থিরলক্ষ্য, অন্ধ যেন মহাকাল,
দয়ামায়ামমতাবিহীন, আত্মপরে সমান উপেক্ষা!
পারিস্ কি করিতে ধারণা?
দুই দিক্ রয়েছে সৃষ্টির,—
খাদ্য ও খাদক! বলি ও ঘাতক!
তোরা শিশু বলির পর্য্যায়ে,
ঘাতকের অনুগত জীবন তোদের!

লক্ষ্মণ। কেন মোরে দেখাইছ ভয়?

শকুনি। ভয় নয়, ভয় নয়!
আমার ক্ষুধিত স্নেহ চাহে তোরে করিতে আপন!
রাহুর প্রেমের ঘোরে, আচ্ছন্ন করিব আমি তোরে!
আচ্ছন্ন করেছি আজি তোরে!
কর যাহা বলি আমি!
চ'লে যা, চ'লে যা' তুই ;—
আসে ভীষ্ম। [আচ্ছন্নের মত লক্ষ্মণের প্রস্থান]

[ভীষ্মের প্রবেশ]

শকুনি। প্রণিপাত, ভীষ্মদেব।

ভীষ্ম। কে? সৌবল? দুর্যোধন কোথা?

শকুনি। জানেন ত, অভিমানী কুরুরাজ।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ আজিকার রণে,
ভীষ্মের লজ্জার কথা শুধু নয়,
কুরুরাজ অপমান বলি গণে।

ভীষ্ম। আমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ শুধু নয় আজি,
কেশবের সঙ্কল্প বিফল,—
ধরায়েছি অস্ত্র তারে কুরুক্ষেত্রে আমি।

শকুনি। কি ফল হইল লাভ তাহে?
পাণ্ডব ত হল না নিধন!
শুধু, কেশবের অস্ত্রভীতি
জাগিল নূতন কৌরবসেনার মনে।
কিন্তু কোথা পঞ্চ বাণ তব
যাহে বধিবে পাণ্ডবে, করেছিলে পণ?

ভীষ্ম। নিশাশেষে চুরি করি লইয়াছে কেশব অর্জ্জুন,
বিচ্যুত করেছে মোরে সঙ্কল্প হইতে।
তাই ত ভাঙ্গাতে হ'ল কেশবের পণ।

শকুনি। চুরি করি লইয়াছে বাণ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধনছদ্মবেশে করিল হরণ বাণ।

শকুনি। চিনিতে নারিলে? এতই অথর্ব্ব তুমি?
কিম্বা, অথর্ব্ব হয়েছ বহুদিন—
শুধু, নিজে তুমি কর না স্বীকার।

ভীষ্ম। কার সঙ্গে কহ কথা জান কি শকুনি?

শকুনি। ভীষ্মের প্রেতের সঙ্গে!
মৃত্যুভয় দেখাও গান্ধারে?
কোনো গান্ধারের দেখিয়াছ মৃত্যুভয়?
ইচ্ছা যদি, বধ কর মোরে,
নিরস্ত্র একাকী আমি তোমার সম্মুখে।

ভীষ্ম। কি তুমি বলিতে চাও?

শকুনি। মৃত্যুইচ্ছা জাগুক তোমার।
মরিয়াছ তুমি বহুদিন, সে কথা বুঝহ তুমি।
মিথ্যা চাটুকার 'ভীষ্ম' 'ভীষ্ম' করি'
আকাশে তুলেছে তোমা।
আপনারে চিনহ আপনি।
নহ তুমি আর সত্যব্রত শান্তনুনন্দন,
নহ তুমি রামজয়ী।
গান্ধারের অন্যায় সমর, অত্যাচার কারাগারে,
যেই দিন তোমার কারণ, সেইদিন মরিয়াছ তুমি!

নহে, ভীষ্ম কভু সহিত না
নারীনির্য্যাতন কৌরব কুলের!
নহে, তুমিই পারিতে ভীষ্ম করিতে বারণ
কৌরব পাণ্ডব এই বালকের দ্বন্দ্ব,
নহে, কুরুক্ষেত্রে নয় দিন সমরের অভিনয়ে
ক্ষুদ্র সৈনিকের, কতগুলি ক্ষুদ্র প্রাণনাশ
বৃথা কভু ভীষ্ম করিতনা।

ভীষ্ম। এত তীব্র কথা, কারো মুখে কভু শুনি নাই!

শকুনি। ক্রোধ হ'য়ে থাকে বধ মোরে;
সেনাপতি তুমি অস্ত্রধারী।
তীব্র বটে বাক্য মোর, কিন্তু সত্য, দেখহ ভাবিয়া
যদি ভাবনার শক্তিলেশ থাকে কিছু।
তুমি পারিবেনা পাণ্ডবেরে করিতে সংহার,
কিম্বা পরাজিত—
তবে, দুর্য্যোধনপক্ষে যুদ্ধ করা, অর্থহীন, অর্থহীন।
ছাড় তুমি পথ, আসুক রাধেয়,
দ্রুত যবনিকাপাত হ'ক এই নাটকের!

ভীষ্ম। কেশব! কেশব!

শকুনি। ডাক কেশবেরে,
কেশব সুবুদ্ধি দান করুক তোমারে। [প্রস্থান]

ভীষ্ম। কেশব। কেশব!

[শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

এসেছ কেশব?
তোমারেই করেছিনু স্মরণ শ্রীকৃষ্ণ!

রণস্থলে চক্র হানি' কেন নাহি বধিলে আমারে
নারায়ণ? সব জ্বালা হইত নির্ব্বাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। আপনার জ্বালা, দেবব্রত?

ভীষ্ম। নহি দেবব্রত আর,
ব্রত ভঙ্গ করেছ আমার তুমি।
জ্বালা মোর বোঝনা কেশব?
আপনার জ্বালা পারত বুঝিতে,
নহে রণক্ষেত্রে অস্ত্র কভু ধরিতে কি আজি?

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব আমার প্রাণের অধিক,
পাণ্ডবের তরে অসাধ্য আমার কিছু নাই!
যদি হয় প্রয়োজন, সত্যলঙ্ঘনের পাপ করিব স্বীকার,
মহা অস্ত্র গ্রহণ করিব কুরুক্ষেত্রে!

ভীষ্ম। এসেছ দেখাতে ভয় আমারে কেশব?
নতজানু যুক্তকর,
প্রণাম করেছি তোমা সমরপ্রাঙ্গণে আজি,
ভেবেছ কি মরণের ভয়ে?
তুমি ইষ্ট মোর, নমস্য সর্ব্বদা,
কিন্তু আস যদি অস্ত্রধারী যুদ্ধার্থী সম্মুখে মোর,
কার্পণ্য করিব যুদ্ধে, মনেও ভেবনা।
কটূক্তি শোনায় মোরে, অনার্য্য সৌবল
দুর্য্যোধন অভিপ্রায়ে করি অনুমান—
একবার ইচ্ছা জাগে মনে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী করি' লোপ কুরুক্ষেত্রে,
দ্বিতীয় ভার্গব সম নিঃক্ষত্রিয় করি ভারতেরে!

অনেক সয়েছি কৃষ্ণ, আজি হ'তে নহে!
অগ্নিগর্ভ গিরি সম, বহুদিন সঞ্চিত উত্তাপ
অন্তরের পাষাণ আমার করিয়াছে দ্রব!
আজি বিক্ষোভ তাহার
অগ্ন্যুৎপাৎ করিতে সৃজন হয়েছে উন্মুখ!
সাবধানে কহ কথা বাসুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই কর শান্তনুনন্দন,
কর সর্ব্বক্ষত্রিয়সংহার!
ধ্বংস কর সৃষ্টি, আমারে করহ নাশ আগে!

ভীষ্ম। সত্যকথা বলেছে সৌবল,
জরা শুধু আসে নাই দেহে মোর, আসিয়াছে মনে!
নহে, উত্তেজিত বাক্য তার
এত বিচলিত করিল আমারে,
অসঙ্গত কথা কৃষ্ণ, বলিনু তোমারে?
ক্ষম মোরে, ক্ষম কৃষ্ণ, ভুলে যাও কি বলেছি আমি।
কহ, কিবা হেতু আগমন তব,
কি হেতু এসেছ ধর্ম্মরাজ?

যুধি। করেছেন পিতামহ অঙ্গীকার আগে,
করিবেন রণ সুযোধনপক্ষে,—
কিন্তু, উপদেশামৃত হ'তে না হব বঞ্চিত মোরা।
আজি বুদ্ধি বিকল আমার।
হয়, বধ কর পাণ্ডবেরে,
নয়, দেহ অনুমতি যাই বনবাসে।
অনর্থক সেনা নাশ সহিতে পারি না দেব!

ভীষ্ম। বুঝেছি কেশব, বুঝিয়াছি যুধিষ্ঠির,
আমি অন্তরায় কালচক্র পথে।
দুর্য্যোধন চাহে না আমারে,
তোমারো জয়ের বাধা আমি, ধর্ম্মরাজ—
কারো মোরে নাহি প্রয়োজন আর,
তুমি মোরে লহ হে কেশব!
ইচ্ছা দিয়া মৃত্যুরে রেখেছি দূরে বহুদিন।
আজি কুরুক্ষেত্রে মুহূর্ত্তের তরে সুদর্শন
ইচ্ছা মোর করেছে ছেদন!
রহিয়াছি মরণের অপেক্ষায়।
তব হস্তে মরণের বড় ছিল সাধ, কৃষ্ণ,
কিন্তু আর তোমা সত্যচ্যুত
পারিব না করিতে কেশব!
মরণ সময় সম্মুখে দাঁড়ায়ো বাসুদেব।
তবু বলি, পার্থও অশক্ত হবে বধিতে আমারে,
যতক্ষণ আমি রব অস্ত্রধারী।

কেশব। বলে তোমা অস্ত্রহীন কে করিবে ভীষ্ম?

ভীষ্ম। বলে মোরে অস্ত্রহীন কে করিবে কৃষ্ণ?
আছে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা আমার,
নারীমূর্ত্তি আসে যদি সমরে সম্মুখে মোর,
অস্ত্রত্যাগ করিব তখনি।
তব পক্ষে রহিয়াছে নারীপূর্ব্ব যোধ এক,
শিখণ্ডী পাঞ্চালসুত—
সম্মুখে সে আসিলে আমার রণে অস্ত্র করিব হে ত্যাগ।

শুনি, অম্বা তপস্যায় শিখণ্ডীর রূপে আসিয়াছে পুনঃ।
কত অপরাধ কত ত্রুটি এদীর্ঘ জীবনে
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হইয়াছে সংঘটিত,
আজি একত্র মিলিয়া মৃত্যুইচ্ছা জাগায়েছে মোর।
সেই অভিলাষ তব করে অর্পিলাম কৃষ্ণ,
তোমার যা করিবার কর!
বিষণ্ণ হ'য়োনা যুধিষ্ঠির!
ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মরাজ জয় সুনিশ্চিত।
অধর্ম্মের পক্ষে রণ করাইলে মোরে নারায়ণ
কালি যেন পাই ছুটি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, নাহি যেন ভুলি হে কেশব,
কার্পণ্য না করি সংগ্রামেতে।
সাবধানে থেকো যুধিষ্ঠির,
সাবধানে রেখো ধনঞ্জয়ে, ধনঞ্জয়সখা।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র কৌরবশিবির।

দ্রোণ দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি।

বাহিরে কৌরবসৈন্যের জয়োল্লাস—"জয় অঙ্গাধিপতি কর্ণ", "জয় মহাবীর কর্ণ"।

কর্ণ। আজি ক্ষান্ত কর জয়ধ্বনি,
পরস্পর প্রশংসার নহেক সময়।
কৌরব শিবিরে আজি শরশয্যাশায়ী মহাযোগী
ধ্যানরত রহিয়াছে উত্তর অয়ন প্রতীক্ষায়।
দম্ভ অভিমান শৌর্য্য বীর্য্য সব
পরিমাপ করিছেন কাল, নির্ম্মম সমরতৌলে!
বিনয়ের, সংযমের, সম্ভ্রমের প্রয়োজন এই দিনে।
সখা দুর্য্যোধন,
করহ বরণ আচার্য্যেরে এইবার সেনাপতি পদে।
প্রতিবাদ কেহ নাহি কর কিছু।
মোর হেতু নাহি চিন্তা।
ভীষ্ম সনে গত অভিমান মোর,
গৌরবে করিব আমি আচার্য্যের নেতৃত্ব স্বীকার।

দুর্য্যো। হে গুরু, গ্রহণ কর সেনাপতি পদ।

দ্রোণ। প্রতিবাদ করিবার নাহিক সময়,
গ্রহণ করিনু ভার।
কহ, কি করিতে হবে রাজা দুর্য্যোধন।

শকুনি। আপনি নায়ক, কি করিতে হবে বলিব আমরা ?

দ্রোণ। শোন দুর্য্যোধন,
অর্জ্জুন আমার শিষ্য,
কিন্তু শস্ত্রজ্ঞান আমা হতে অধিক তাহার।
তদুপরি দুঃখের শিক্ষায় শাণিত তাহার বিদ্যা।
অর্জ্জুন ব্যতীত,
পাণ্ডবের পক্ষে নাহি হেন যোধ,
সমকক্ষ যেই মোর।

দুর্য্যো। জানি, পার্থভীতি টলাইছে কৌরবশক্তির ভিত্তি।
পদাতি হইতে সেনাপতি কম্পান্বিত অর্জ্জুনের নামে।

কর্ণ। অর্জ্জুনের ভার রহিয়াছে মম প্রতি,
জান তুমি, সখা, চিরদিন।

শকুনি। হিসাব মিলিয়া গেল।
কর্ণ নিল অর্জ্জুনের ভার,
দ্রোণাচার্য্য অবশিষ্ট পাণ্ডব ক'জন।

দুর্য্যো। সবারে চাহিনা। কালি যদি
যুধিষ্ঠিরে বন্দী করি আনিতে পারেন দেব,
কৃতার্থ হইব আমি।

দ্রোণ। বন্দী ধর্ম্মরাজে কি হেতু করিতে চাও ?

শকুনি। হইয়াছে সখ খেলিবারে পাশা কয় দান !
পারিবেন কি না, বলুন আপনি।

দ্রোণ। অর্জ্জুন রক্ষক যদি নাহি রহে তাঁর,
আর বিমুখ না হয় যদি মম সহ রণে,
বন্দী তাঁরে নিশ্চয় করিব বৎস।

শকুনি। তবে আর নাহিক ভাবনা, বৎস দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনেরে যেতে বল কুরুক্ষেত্র ত্যজি',
আচার্য্য আনিবে ধ'রে বাকী কয় জন,
অবশ্যই, যদি তারা ধরা দিতে আসে।

দ্রোণ। বৎস দুর্য্যোধন,
মহাবীর শকুনি সহায় তব,
মিথ্যা, আমারে বরিলে কেন সেনাপতি পদে?

কর্ণ। হে মাতুল, অসঙ্গত কলহ এখন,
শিয়রে জাগ্রত অরি।

শকুনি। কলহ ব্যতীত, বিনা প্রতিবাদে,
কৌরব সভায়, কিম্বা কৌরব শিবিরে,
কভু কিছু হইয়াছে মনে ত পড়ে না।

দ্রোণ। আর প্রতিবাদে নাহি ফল,
পুরাইব অভিলাষ তব।
কিন্তু অর্জ্জুন রহিতে কুরুক্ষেত্রে
সত্যই হইবে ব্যর্থ সকল প্রয়াস মোর,
যুধিষ্ঠির হইবে না বন্দী।
কুরুক্ষেত্রবাহিরে সংগ্রামে
ব্যাপৃত অর্জ্জুনে কিসে রাখা যায়,
অঙ্গরাজ, কর পরামর্শ।

কর্ণ। আমি নিজে পারি
ব্যাপৃত রাখিতে তারে রণে,
কিন্তু কুরুক্ষেত্রবাহিরে তাহারে
কেমনে লইব, দেব ?

[বাহিরে, "জয় শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপতি। জয় কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ। জয় মহাবীর কর্ণ। ধিক্ নারায়ণী সেনা কৌরববিদ্রোহী। প্রভৃতি উচ্চরোল]

শকুনি। কৃষ্ণার্জ্জুন জয়ধ্বনি কৌরব শিবিরে !

[বাহিরে মুখ বাড়াইয়া]

এযে সুশর্ম্মা ভূপাল !
এ ত তোমারি সৈনিক দল,—
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসায় মুখর কি হেতু ?

[একজন নারায়ণী সৈন্যকে ধরিয়া সুশর্ম্মার প্রবেশ]

এস এস।
অভিযোগ জানাও রাজারে, জানাও আচার্য্যে,
সেনাপতি আজি হ'তে তিনি।

সুশর্ম্মা। লহ অভিবাদন আমার !
কিন্তু ত্রাণ কর দায় হতে মোরে।
নারায়ণী সেনা ভার দাও আর কারে।
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসায় মুখর ইহারা !
নিত্যই কলহ ইহাদের,
আমার নিজের ত্রিগর্ত্ত সেনার সহ।
অন্তর্দ্দ্বন্দ্ব রোধ ইচ্ছা থাকে যদি মনে,
ফিরে দাও নারায়ণে নারায়ণী সেনা।

শকুনি। বাঃ রে! বেড়ে চাল দিয়েছে ত হরি!
যেমন তোমার বুদ্ধি ভাগিনেয়!
কহিলাম আনিতে কেশবে,
নিয়ে এলে নারায়ণী সেনা তার!
ওজন দেখিলে বাপ, করিলেনা গুণের বিচার!

দ্রোণ। ফিরে যেতে চাহ কি সৈনিক কৃষ্ণকাছে তোমরা সকলে?

নাঃ সৈঃ। তাহ'তে মরণ দাও মোদের তোমরা।
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় আমাদের
নাহিক সন্দেহ; কিন্তু জিজ্ঞাস নায়কে,
অবহেলা কোনোদিন করি নাই রণে।
তবে, হেলায় কি মমতায় নাহি জানি,
অর্জ্জুন এড়ান আমাদের।
সেই হেতু চক্ষুশূল সবার আমরা।
অসহ্য এ দশা আমাদের!
কি দোষ যে করিয়াছি কৃষ্ণের চরণে
এখনো মরণ নাহি হল কুরুক্ষেত্রে!
পদে ধরি তোমাদের করিহে প্রার্থনা,
কঠোর সংগ্রামে চালহ মোদের অর্জ্জুনের আগে—
অগ্নি স্পর্শ করি' কালি, জনে জনে হব সংশপ্তক
চারি সহস্রের প্রত্যেকে আমরা।
ত্যজিব না রণ যতক্ষণ নাহি মরি,
কিম্বা, রণ নাহি হয় অবহার।

দুর্য্যো। ভীত কি সুশর্ম্মা তুমি চালিতে বাহিনী
অর্জ্জুনের আগে?

সুশর্ম্মা। ভীত কি নির্ভীক আমি
করহ পরীক্ষা কালি রণে।
ভীষ্মের সমর নীতি দেয় নাই সে সুযোগ মোরে এতদিন।
পাণ্ডবের হাতে অপমান শোধন হরণে
ভুলি নাই আমি।
কালি, দৃঢ় রণে চালিব বাহিণী অর্জ্জুনের আগে,
যদি অনুমতি।
ত্রিগর্ত্ত সহস্র দশ, সংশপ্তকব্রত তাহারাও জানে।
সকলে হইবে ব্রতী আদেশ করহ যদি।

দ্রোণ। মিলিয়াছে সুযোগ সুশর্ম্মা।
সংশপ্তক চতুর্দ্দশ সহস্র সৈনিক!
তাহার নায়ক তুমি;—
কালি, আহ্বান করহ রণে একা ধনঞ্জয়ে।
কুরুক্ষেত্র দক্ষিণ প্রান্তরে স্থাপন করহ সেনা।
যত পার কুরুক্ষেত্র হ'তে দূরে,
পার যদি ব্যাপৃত রাখিতে ধনঞ্জয়ে সারাদিন,
মহাকার্য্য হইবে মিত্রের তব।
অবশিষ্ট নিশি লওগে বিশ্রাম,
প্রভাতে করিও কার্য্য যেমন আদেশ।

সুশর্ম্মা। উল্লসিত আদেশে তোমার দেব।
চলহে সৈনিক,
কালি কুরুক্ষেত্রে সংশপ্তকখ্যাতি হইবে উজ্জ্বল,
দ্রোণাচার্য্য করুণায়, কৌরবের যোগ্য সেনাপতি যিনি!

[সৈনিকসহ সুশর্ম্মার প্রস্থান]

দ্রোণ। শুভ হেরি আরম্ভ আমার।
সংশপ্তক যদি পারে
অর্জ্জুনেরে লয়ে যেতে সমর বাহিরে,
সকলে করিব মহোদ্যম যুধিষ্ঠিরে বন্দী করিবারে,
কি বল রাধেয় ?

কর্ণ। আপনার যেরূপ আদেশ।

দ্রোণ। যাও রাজা লওগে বিশ্রাম।
কালিকার মত স্থির সমর কৌশল।
প্রতি নিশা এইমত,
পরামর্শ সকলে করিতে হবে।
সেনাপতি নহি আমি একা,
আমরা সকলে।

দুর্য্যো। বিশ্রাম লইবে সখা, চল।

কর্ণ। অগ্রসর হও সখা।
বিশ্রাম লয়েছি আমি বহু,
ক্লান্ত তোমরা সকলে।
যাইতেছি আমি। [কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

শকুনি। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া]
সমস্ত নূতন হইতেছে বোধ অঙ্গরাজ,
নহে ?
করিয়াছ বহু রণ তুমি,
কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাছে সব ম্লান,
ভাস্করের পাশে খদ্যোত যেমতি !

কর্ণ। সত্য হে মাতুল।

শকুনি। অন্যমনা এত তোমা কভু হেরি নাই কর্ণ।
কি হইল ভীষ্ম সনে কথা?
মনে হ'ল চাহিল মার্জ্জনা তব ঠাঁই!

কর্ণ। ভীষ্মের আছিল স্নেহ মম পরে চিরদিন!
নিতান্ত আপন জেনে
করিতেন সভাস্থলে ভর্ৎসনা আমারে।
কিন্তু, কৌতূহল অশোভন তোমার মাতুল।

শকুনি। শকুনির কৌতূহল জান চিরদিন।
যেইদিন শেষ দেখা তব সনে বিদুর কুটিরে,
সেই দিন হ'তে দেখি যেন, সেই তুমি নেই।

কর্ণ। সে দিনের পরে আজি ত প্রথম দেখা!

শকুনি। শকুনির দৃষ্টি প্রবাদ বচন বৎস,
চক্ষু মোর এড়ান কঠিন।

কর্ণ। কয়দিনে ভারতের ইতিহাস গড়িছে নূতন,
এ পরিবর্ত্তন মোর বিস্ময়ের কিছু নয়।
কিন্তু, কি তুমি বলিতে চাহ মোরে?

শকুনি। করিবে ত রণ ঠিক্ এই কুরুক্ষেত্রে?
কুরুক্ষেত্র মায়াক্ষেত্র!
হেথা, গাণ্ডীবীর কর হতে গাণ্ডীব স্খলন,
গাঙ্গেয়ের বজ্রমুষ্টি হ'তে বাণ হয় চুরি!
অর্জ্জুন নাশের সঙ্কল্প তোমার রহিবে ত স্থির?

কর্ণ। কি হেতু সন্দেহ তব?

শকুনি। সন্দেহ স্বভাব মোর।
কিন্তু রহিবে একাকী? থাক তবে।

আমি যাই, বিশ্রামের প্রয়োজন মোর। [আবার ফিরিয়া]
কালি যুদ্ধে করিবে প্রয়াস যুধিষ্ঠিরে বন্দী করিবারে ?

কর্ণ। দ্রোণাচার্য্য আদেশ তাহাই।

শকুনি। দ্রোণাচার্য্য আদেশ কেবল, ইচ্ছা তব নাই ?

কর্ণ। লক্ষ্য মোর জান, ধনঞ্জয়।
আর কারে করিনা গণনা !

শকুনি। বন্দী করি যুধিষ্ঠিরে,
কি করিবে দুর্য্যোধন মনে কর তুমি ?

কর্ণ। 'পাশা খেলা' আপনি কহিলা।

শকুনি। কহিলাম বটে আমি।
কেন কহিলাম জান ?
ভয়ে।

কর্ণ। ভয়ে ?

শকুণি। ভয়ে।
পাছে উচ্চারণ করে দুর্য্যোধন,
ধর্ম্মরাজ বধ !

কর্ণ। বধ ?

শকুনি। যদি করে ?

কর্ণ। বাধা দান করিব আমরা !

শকুনি। নিশ্চয় করিব বাধা দান ! [কিছুক্ষণ নীরব]
কিন্তু কেন ? তুমি কেন দিবে বাধা যুধিষ্ঠির বধে ?

কর্ণ। সত্য, আমি কেন দিব বাধা ?
কিন্তু, আপনার হেতু কিবা ?

শকুনি। হেতু? হেতু কিছু নাই।
ভাবিতে পারি না ধর্ম্মরাজ বধ।
পাশায় হারাই, দুঃখ দেই বহু,
অরণ্যে পাঠাই তাঁরে,
কিন্তু বধ তাঁর কল্পনায় পারি না আনিতে!

কর্ণ। অমর কি যুধিষ্ঠির?

শকুনি। অমর না হ'ক্, মৃত্যু তাঁর নাই।
নহে, কর্ণ,
তুমি আমি মহাশত্রু পাণ্ডবের,
বধের উল্লেখ তাঁর দেখ, অসহ্য মোদের।

কর্ণ। তুমি আমি মহাশত্রু পাণ্ডবের!
তবে, অর্জ্জুন আমার লক্ষ্য,
নাহি চাহি যুধিষ্ঠিরে।
যুধিষ্ঠির হইলে নিহত আত্মহত্যা করিবে অর্জ্জুন,
সম্মুখ সমর তার সনে হইবেনা মোর,
কে যে শ্রেষ্ঠ রবে অনিশ্চিত।
যুধিষ্ঠিরে হইবে বাঁচাতে!

শকুনি! যুধিষ্ঠিরে বাঁচাইতে হইবে নিশ্চয়!
নহে, পাশা মম বৃথাই বহন!
পাশা পুনঃ কবে খেলা হবে তার সনে,
সে আশায় জীবন ধারণ মোর!
তোমার "অর্জ্জুন" আর, আমার এ "পাশা"
বাঁচাইয়া রাখিবে পাণ্ডবে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র, পাণ্ডবপক্ষ—মহিলাশিবির।

উত্তরা, সুভদ্রা ও দ্রৌপদী।

উত্তরা। মাতঃ, শরের শয্যায়
কেমনে আছেন শুয়ে ভীষ্ম মহামতি ?
কত কষ্ট হইতেছে তাঁর !

সুভদ্রা। বীরের বাঞ্ছিত শয্যা করিয়া আশ্রয়
শুয়েছেন ধ্যানমগ্ন বীর।
সুখদুঃখ অতীত এখন তিনি।

দ্রৌপ। শোন নাই, উপাধান চাহিলা যখন
মহার্ঘ কোমল উপাধান দুর্যোধন করে আনয়ন ?
হাসি বীর, চাহে ধনঞ্জয় পানে ;
তীক্ষ্ণবাণে ধনঞ্জয় রচি দিলা উপাধান তাঁর !

উত্তরা। শুনিয়াছি মাতা,
প্রত্যাখ্যান করিলেন স্বর্ণভৃঙ্গারের জল।
শ্বশুর আমার বাণবিদ্ধ করিয়া ধরণী
ভোগবতী জল আনি করিলেন তৃষ্ণা দূর তাঁর।
কখনও দেখি নাই তাঁরে, সাধ হয় পূজিতে চরণ !

সুভদ্রা। কুরুক্ষেত্র অবসানে
যাব মোরা লইতে তাঁহার শেষ চরণের ধূলি!

দ্রৌপ। কতদিনে হবে রণ শেষ, অনুমান তব?

সুভদ্রা। উত্তর অয়নাবধি চলিবেনা সংগ্রাম নিশ্চয়!
ততদিন চলিলে সমর, ধ্বংস হবে সৃষ্টি!

দ্রৌপ। কেশবের ইচ্ছা যদি হয়, হয়তঃ তাহাই হবে!

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভি। তোমরা রয়েছ মাতা! এই যে উত্তরা।

সুভদ্রা। আমরা কুশলে আছি, বৎস।
কিন্তু রণ ত্যজি শিবিরে আসার
প্রয়োজন এতই কি তব?

দ্রৌপ। প্রয়োজন অবশ্যই আছে।
কি যে তুমি বল ভগ্নী!

সুভদ্রা। পিতা তব ব্যস্ত আজি পুনঃ সংশপ্তকরণে,
দ্রোণাচার্য্যপণ ধর্ম্মরাজে সমরে গ্রহণ!
সর্ব্বশক্তি পাণ্ডবের আজি প্রয়োজন সমরে সংহতি!

অভি। কালিও ত ছিল পণ মাতা?
সংশপ্তকে বারি' ক্ষেত্রের বাহিরে,
দিবাশেষে কৌরবেরে শাস্তি দিয়া সমুচিত,
পঞ্চভাই বিজয়ী ফিরিয়া তাঁরা এসেছে শিবিরে!
আমার ত কোন প্রয়োজন দেখিনা সংগ্রামে।
একাকী জনক,
সমকক্ষ সর্ব্ব অক্ষৌহিণী কৌরবের।

দ্রৌপ। নিশ্চয়, নিশ্চয়।
ধনঞ্জয় যদিও বাহিরে,
কুরুক্ষেত্রে আছে ভীমসেন
রয়েছে নকুল সহদেব,
আছে পাণ্ডবের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সোদর আমার,—দ্রোণাচার্য্য শমন যে জন !
রহিয়াছে পাণ্ডবের সহায় অনেক !
তুমি বৎস আসিও শিবিরে
মাঝে মাঝে আমাদের লইও সন্ধান,
দিও সমাচার সমরের।
চল ভগ্নী, কতকার্য্য গৃহেতে তোমার,
অভিমন্যুসহ কলহ কেবল !

[হাসিয়া দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান]

উত্তরা। লুকাইয়া আস তুমি রণক্ষেত্র ফেলি',
লজ্জা হয় মোর !

অভি। বেশ, লজ্জা যদি হয় তব, আর আসিব না !
দেখিতেছি কৌরবের মিত্র তুমি, শত্রু পাণ্ডবের।

উত্তরা। বাঃ রে, কিসে ?

অভি। মন যদি থাকিত আমার কুরুক্ষেত্রে,
কুরুক্ষেত্র এতদিন চলিত কি কভু ?
কি যে সম্মোহন বাণ হান তুমি বসিয়া অলক্ষ্যে,
কৌরবের বৈর ভুলে গিয়ে চলে আসি তোমা কাছে।
এখানেও সমর কি কম ?
এই নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সহজ কি ভাব ?

উত্তরা। ভয় হয় শুনি যবে তোমার মুখের কথা!
কি আছে আমার, কি দিয়ে পেয়েছি তোমা!
মহীয়সী জননী সুভদ্রা, মহীয়সী জননী দ্রৌপদী!
তাঁহাদের পাশে কত ক্ষুদ্র আমি!
তাঁরা পাণ্ডবের সুযোগ্যা ঘরণী।
কিন্তু আমি—

অভি। তুমি আসিয়াছ জীবনে আমার অনায়াসে,
শ্বাসপ্রশ্বাসের মত, হৃদয়ের স্পন্দনের মত!
লক্ষ্যভেদ বীর্য্যশুল্ক তোমা তরে কিছু হয় নাই।
সম্বৎসর পিতা মোর
স্নেহ দিয়ে গড়েছে তোমারে মোর তরে,
এই দেহ মোর গড়েছেন জননী যেমন
দশ মাস আপন জঠরে!
আমি নিজে মোর যেমন সহজ,
তুমিও আমার তেমনি সহজ।
যা কিছু তপস্যা এর তরে, করেছেন জনক জননী।

উত্তরা। বিনামূল্যে পেয়েছি তোমারে আমি।
পাণ্ডবের অসীম করুণা,
অজ্ঞাতে কতই ব্যথা পাইল তাঁহারা—
সমস্ত মার্জ্জনা করি,
তোমা হেন মণি আমারে দিলেন উপহার।
এ মণি কোথায় রাখি ভাবিয়া না পাই।
কতটুকু বক্ষ মোর,
এ রত্ন রাখিতে স্থান কোথায় পাইব তাহে?

তাই সদা ভয়ে ভয়ে থাকি,
কখন হারাই, কখন হারাই।

অভি। তাই যদি, যুদ্ধে ফাঁকি দিয়ে আসি যবে,
লজ্জা হয় কেন ?

উত্তরা। লজ্জা হয়, আনন্দও হয় !

অভি। জানি গো, সে জানি !
আমারো কি নাহি হয় লাজ ?
জানি আমি, পাণ্ডবের সুখের সময় ইহা নহে।
তবু, কে যেন বলিছে মোরে
পাণ্ডবের সুখের সময় কদাচিৎ আসে,
যতটুকু আছে সুখ,
নিঃশেষে করিয়া লহ পান !
তাই ছুটে আসি অসময়ে
একবার মুখখানি দেখিতে তোমার।
একি অতৃপ্তি দারুণ !
এ মুখ দেখার লোভ কখনো কি হবে না নির্ব্বাণ ?

উত্তরা। অমন করিয়া চেয়ে যদি থাক মুখপানে
লুকাইব মুখ, পাবে না দেখিতে।
আমিত পাইনা ভাল দেখিতে তোমারে,
কি যে সব কথা কও, চখে আসে জল,
দৃষ্টি মোর ঢেকে যায়।

অভি। আজি অশ্রু ফেলিতে দিবনা তোমা।
কি করিলে হাসিবে উত্তরা ?
নাচিব কি ? না, গাইব গান ?

তোমারে গাইতে বলা, কাঁদিতে বলার সম !
তুমি শোন, আমি গাই

গীত

বিধুর তব অধর কোণে মধুর হাসির রেখা,
তারি লাগি ভিখারী মন ফেরে একা একা।
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ,
থির হয়েছে অধীর পবন,
তুমি কথা কইবে কখন গাইবে কুহু কেকা।
যখন তুমি চাইবে প্রিয়া সলাজ অনুরাগে,
তিমির তীরে অরুণ উষা তারি আশায় জাগে ;
কেমন করে চাঁদ যে টানে
সিন্ধুজলের জোয়ার জানে,
দেখতে আসা, আসিনেক দিতে তোমায় দেখা।

কই, হাসি কই ফুটিল বদনে ?
তুমি গান গাও,
চিত্র মোর জাগে মনে রণক্ষেত্রে মরণের শুধু !
কত হতভাগ্য সমরে রয়েছে পড়ি',
গৃহে কাঁদে জননী ভগিনী নারী।
মৃত্যু বিনা রণ নাহি হয় ?
বৃহন্নলা করেছিল রণ, কেহ ত মরেনি তাহে ?
এ যুদ্ধে মরণ কেন এত ?

শুনিয়াছি, পূর্ব্ব যুগে
রণ অন্তে বাঁচিয়া উঠিত সব দেবতার বরে!
এ যুগে দেবতা বুঝি আছে ঘুমাইয়া,
নহে বাঁচাইয়া কেন নাহি দেয় সবাকারে?

অভি। দেবতা রয়েছে ঠিক্,
দেবতায় বিশ্বাস ঘুচিয়া গেছে।
তাই মরণের এত অধিকার।

উত্তরা। শুনি বাসুদেব নারায়ণ,
তিনিও ত পারেন বাঁচাতে!

অভি। অবশ্য পারেন।
কিন্তু, নারায়ণ তাঁহারে স্বীকার অসংশয় কয়জন করে?

উত্তরা। তুমি তাঁরে নারায়ণ বলি মান?

অভি। মানে পিতা, মানে ধর্ম্মরাজ, সেই হেতু মানি।
নহে নারায়ণ কিবা তাহাও জানি না,
বাসুদেব নারায়ণ কিনা তাহাও বুঝি না।
জানি মাত্র সীমাহীন ভালবাসা তাঁর মম প্রতি,
অন্তহীন স্নেহ, তব প্রতি।
নীরব রহিলে?

উত্তরা। যাঁর প্রতি স্নেহ তার বেশী
তাহারে কাঁদান তিনি।

অভি। কাঁদান কাঁদিব।
কিন্তু কাঁদিবার ভয়ে
আগে হ'তে কাঁদিতে দিব না তোমা।

আজি হাসিতে কেশব বলেছেন আমারে তোমারে,
হাসিতে হইবে।
হাস, নহে নাচিব এখনি।

উত্তরা। [হাসিয়া] নাচ।

অভি। নাচিব তাণ্ডব, প্রলয়ের নৃত্য !
নাচে যাহা মহাকাল সৃষ্টি ধ্বংস করেন যখন !

[নৃত্য করিতে লাগিলেন]

[উত্তরের প্রবেশ]

উত্তর। অভিমন্যু !

অভি। কি সংবাদ ?

উত্তর। বন্দী চারি পাণ্ডব সমরে !

অভি। বন্দী ?

উত্তরা। মাগো !

অভি। কে করেছে বন্দী তাঁহাদের ?

[সুভদ্রা ও দ্রোপদীর প্রবেশ]

উত্তর। সূতপুত্র কর্ণ।

দ্রোপ। রণক্ষেত্রে কি করিছে আর সব ?

উত্তর। চক্রব্যূহ রচনা দ্রোণের,
কেহ নাহি জানে মাতা প্রবেশ কৌশল !

সুভদ্রা। ব্যূহভেদ কৌশল কেবল
জানে অভিমন্যু, জানেন জনক তার।
তিনি ব্যস্ত সংশপ্তকে।
রণক্ষেত্র ত্যজি' কি ভ্রম করেছ আজি
বুঝিয়াছ অভিমন্যু ?

যাও শীঘ্র,
দেখ যদি প্রতীকার থাকে কিছু।

দ্রৌপ। অভিমন্যু যাবে না সমরে।
আস্ফালন পাণ্ডবের, শুনিয়া এসেছি চিরদিন।
"ধূলি সম উড়াইবে কৌরবেরে"
"সুতপুত্রে তৃণ সম নাহি গণে" শুনিয়াছি বহুবার!
মরুক বাঁচুক যা কিছু করুক তারা রণে,
অভিমন্যু নাহি যাবে।
অভিমন্যে করেনি গণনা কুরুক্ষেত্র আয়োজন যবে!

অভি। উন্মাদ কি হয়েছ জননি?
পিতা ব্যস্ত সংশপ্তক রণে,
বন্দী ধর্ম্মরাজ, বন্দী ভীমসেন,
বন্দী আজি সহদেব নকুল সুমতি!
তনয় তাঁদের আমি, মহারথ মাঝে খ্যাতি—
নিশ্চেষ্ট বসিয়া রব মহিলা শিবিরে?

দ্রৌপ। ওরে রাক্ষসী যে আমি!
কেশবের নাহি ছিল সমরে বাসনা,
অনিচ্ছায় ধর্ম্মরাজ রণে দিয়াছেন সায়,
মোর উত্তেজনা সমর কারণ!
সে অবধি আছি ভয়ে ভয়ে!
এ দুর্দ্দিন আসিবে যে আশঙ্কা সর্ব্বদা ছিল মনে!
এতদিন গেল, ভাবিলাম
কেশব করিল বুঝি মার্জ্জনা আমারে।
কিন্তু নিষ্ঠুর কেশব কারে ক্ষমা নাহি করে!

আজি হারাতে বসেছি সব,
তোরে আমি হারাতে নারিব।
আয় মা উত্তরা,
দুজনায় রাখি ধরে দুই হাতে অভিমন্যে
মাতৃহত্যা স্ত্রীহত্যার পরে অভিমন্যু যাইবে সমরে!

সুভদ্রা। শান্ত হও ভগিনী আমার।
সমরে বিপদ ঘোর।
নেতাহীন পাণ্ডববাহিণী,
কয়জন বালকেরে করিয়া আশ্রয় অসহায় কুরুক্ষেত্রে!
আপনার অশ্রুজল শুধু ভেবনাক দেবী,
ভাব দেবী প্রত্যেক সৈনিক কথা,
মাতা পুত্র তাদেরো রয়েছে ঘরে।
অশ্রুজলে তব ভাসায়ো না তাদের অকূলে!
পুত্র তব মহারথ,
ধনঞ্জয় সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত তাহার,
কেশবের হাতে শিক্ষা শৈশব হইতে।
অশ্রুজলে অমঙ্গল নাহি কর তার!

দ্রৌপ। কি পাষাণ তুই রে সুভদ্রা!
কৃষ্ণভগ্নী কৃষ্ণের অধিক তুই কঠিন পরাণ!
তুই যা না রণে,
জানিস্ ত রথ সঞ্চালন!

সুভদ্রা। প্রয়োজন হয় যদি অবশ্য যাইব।
তুমিও যাইবে, যাইবে উত্তরা।
কিন্তু আজি তার হয় নাই প্রয়োজন।

রহিয়াছে অভিমন্যু, রহিয়াছে প্রতিবিন্ধ্য
আরো কত ভাই, উপযুক্ত সন্তান মোদের।
রণক্ষেত্রে দেখাতে গৌরব পাণ্ডবের রহিয়াছে কত!
কুরুক্ষেত্র নহে হাসিখেলা,
রণজয় নহে এতই সুলভ।
তাই করেছিনু তিরস্কার পুত্রে মোর।

অভি। বিলম্বে বিপদ বহু, শান্ত মাতা কর জননীরে।
চলিলাম আমি, পিতৃগণে মুক্তিদান অবশ্য করিব।
এস হে উত্তর। দেখো মাতা, উত্তরারে! [উত্তরসহ প্রস্থান]

উত্তরা। মাগো!

সুভদ্রা। তিরস্কার করিলাম শুধু অভিমন্যে আজি,
ভাল করি আশীর্ব্বাদ করাও হলনা।

দ্রৌপ। পাষাণী জননী তুমি।

সুভদ্রা। পাষাণী জননী আমি!

উত্তরা। মাগো!

[কুন্তীর প্রবেশ]

কুন্তী। অভিমন্যু গেল পুনঃ রণে?

সুভদ্রা। অভিমন্যু গেল পুনঃ রণে।

কুন্তী। নূতন কি ঘটেছে সেথায়, বিষণ্ণ তোমরা দেখি?

সুভদ্রা। ধনঞ্জয় ব্যস্ত সংশপ্তক রণে,
বন্দী চারি পাণ্ডব সমরে।

কুন্তী। বন্দী? কে করিল?

সুভদ্রা। সূতপুত্র।

কুন্তী। কর্ণ?

সুভদ্রা। সূতপুত্র।

কুন্তী। নহে নহে নহে সূতপুত্র,
কর্ণ।

সুভদ্রা। শান্ত হও দেবী।

কুন্তী। উন্মাদ হইনি মাতা।
মুক্তি পাবে ভাই চারিজন!

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র প্রান্তর।

দুর্য্যোধন ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি।

দুর্য্যো। ধন্য গুরু সমরকৌশল তব,
অদ্ভুত এ সেনাসন্নিবেশ!
চক্রব্যূহ আবর্ত্তের মাঝে দিশাহারা অরি!
একা ধর্ম্মরাজে চেয়েছিনু
সখা মোর করিয়াছে বন্দী, শুনি, চারি পাণ্ডবেরে।
কিন্তু কোথা কর্ণ?
শুনি চারি ভায়ে তুলি লয়ে রথে,
বিদ্যুতের গতি রণক্ষেত্রে করে রথসঞ্চালন
অক্রবক্র গতি!
কি কৌশল এই বুঝিতে না পারি।

দ্রোণ। অতিক্রান্ত মধ্যদিন—
কালিকার মত সংশপ্তকে করি' পরাজয়
অর্জ্জুন আজিও যদি পশে কুরুক্ষেত্রে,
এই আশঙ্কায় ঘটাতে বিভ্রম,
সূতপুত্র করে বুঝি অসংলগ্ন রথ সঞ্চালন।

দুর্য্যো। কিন্তু ধৈর্য্য মোর নাহি মানে।
চারি পাণ্ডবেরে কখন সম্মুখে পাব বন্দী অবস্থায়,
ব্যগ্র সেই হেতু!

দ্রোণ। কিবা শাস্তি করিবে বিধান ভাবিয়াছ তুমি ?

দুর্য্যো। ভীমেরে বধিব গদাঘায় !
যুধিষ্ঠিরে, কি করিব ভাবিয়া না পাই।
নাহি চিন্তা সহদেব নকুলের তরে,
হয়ত বা মুক্ত করি দিব তাহাদের ;
কিন্তু যুধিষ্ঠিরে ?
যুধিষ্ঠিরে কি করা উচিত হবে গুরু ?
বিষণ্ণ আনত মুখ দেব ? বুঝিয়াছি গুরু।
আমারো সমস্যা যুধিষ্ঠির !
এত দুঃখ সহিয়াছে,
তবু কোনো দিন মোর প্রতি দ্বেষ তাঁর দেখি নাই।
কত অপমান, কত তিরস্কার,
করিয়াছে মোরে অপর পাণ্ডব,
করিয়াছে স্বপক্ষীয় গাঙ্গেয়, বিদুর,
করিয়াছ তুমি দেব, কিন্তু যুধিষ্ঠির মুখে
কখনোত শুনি নাই কটূক্তি আমারে !
আমারে সে ডাকে সুযোধন !
সে যদি না হত চারি পাণ্ডবের ভাই,
পদতলে রাখি রাজ্যভার
কাতর না হইতাম দাসত্ব করিতে তাঁর।
নির্ব্বাক আচার্য্য ?

দ্রোণ। কি বলিব বৎস ? কথা না জুয়ায়।

দুর্য্যো। অগোচরে হয় কথা, কিন্তু কর্ণে পশে মোর,
অধর্ম্মের পক্ষ আমাদের !

সত্যই কি তাই দেব ?
ভীষ্ম দ্রোণ করে রণ অধর্ম্মের পক্ষে ?
আর যথাধর্ম্ম তথাজয় শাস্ত্রের বচন শুনি।
আজি ত হইল মোর জয় !
অধর্ম্মের পক্ষ মোর বলিবে তবুও ?

দ্রোণ। সে আলোচনার ক্ষণ নহে ত এখন বৎস।
সে চিন্তা যুদ্ধের পূর্ব্বে,
কিম্বা, সে বিচার সমরের পরে।
সমরের দ্বিপ্রহরে রণ ছাড়া নাহি কিছু ভাবিবার।
অস্বস্তি হতেছে মনে ;
সমরের রশ্মি হস্তচ্যুত মোর।
সংশপ্তক ক্ষেত্রের বাহিরে,
হেথা কর্ণ উন্মত্তের মত কুরুক্ষেত্রে করে বিচরণ।
অবশ্যই চক্রব্যূহ রক্ষিছে বাহিণী,
কিন্তু কালিকার মত সংশপ্তকে বারি'
ধনঞ্জয় যদি ব্যূহ করে ভেদ, ঘটিবে বিভ্রাট !

দুর্য্যো। আজি সংশপ্তক ত্যাজিবে না রণ
যতক্ষণ একজন রহিবে জীবিত।
আর কে করিবে ভেদ দুর্ভেদ্য এ ব্যূহ ?

দ্রোণ। আছে মাত্র একজন,—
অভিমন্যু,
চক্রব্যূহভেদ সুসাধ্য যাহার।
সে পশিলে রণে,
কর্ণের এ অত্যন্ত উল্লাস থাকিবেনা আর।

চল বৎস, দুইদিকে যাই দুইজন
সংযত করিতে কর্ণে করিব প্রয়াস।

দুর্য্যো। যথা আজ্ঞা দেব। [দুই দিকে দুইজনের প্রস্থান]

[শকুনি ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

শকুনি। অবোধ বালক, কর্ণের রথের পথে
মরণের লাগি ছিলে দাঁড়াইয়া ?

লক্ষ্মণ। ছাড়ুন আমারে আর্য্য।
সূতপুত্র রথোপরি বধে যদি পাণ্ডবেরে !

শকুনি। বধে যদি, কি করিবে তুমি ?

লক্ষ্মণ। কি করিব ?
সহিতে তা পারিব না আমি !
কিন্তু কি করিব, বলুন আমারে আর্য্য !

শকুনি। স্থির হও রে উন্মাদ !
হইতেছে যুদ্ধ কৌরবে পাণ্ডবে !
পারে যদি পাণ্ডবেরে বধিবে কৌরব,
পাণ্ডব কৌরবে।
তুমি কৌরবের পক্ষে,
পাণ্ডবনিধনে বিচলিত কেন এত ?

লক্ষ্মণ। আমি কোন পক্ষে নহি, কোন পক্ষে নহি !
সহিতে পারি না আর এ দৃশ্য হত্যার !
নিয়ে চল মোরে শীঘ্র সমর বাহিরে !

শকুনি। ক্ষত্রিয় কুমার সময়ে করিবে পরিহার ?

লক্ষ্মণ। ক্ষত্রিয় ! ক্ষত্রিয় !
কল্পন, কল্পনা শুধু !

ক্ষত্রিয় নহিক আমি—মানুষ, মানুষ!
বাঁচিয়া রহিব আমি—সকলেরে দেখিব বাঁচিতে!
মরণের ঘৃণা করি আমি।
লয়ে চল মোরে হেথা হ'তে,
নহে শীঘ্র মৃত্যু দাও মোরে।

শকুনি। দুর্ব্বল বালক!
দেখি মোরে তুই করিবি দুর্ব্বল!
ওরে, স্নেহ মায়া দয়া ছেদিয়া নির্ম্মম করে
তবে যুদ্ধ নরের সম্ভব!
তুই কি ভাবিয়াছিলি কুরুক্ষেত্র ক্রীড়াভূমি?
ভেবেছিলি, শুধু স্বেদজল হইবে বর্ষণ?
শোণিতসাগর হেথা, নাহি ছিল জ্ঞান?
কিন্তু কালক্ষেপ তোরে ল'য়ে অনর্থ ঘটাবে।
স্থির হও। পাণ্ডবেরে বধ,
শকুনি রহিতে কুরুক্ষেত্রে হবেনা সম্ভব!

[অচলের প্রবেশ]

অচল। এ যে, রাজা হেথা?
জান কি কেমনে অভিমন্যু—
পুত্রঘাতী, আত্মীয়স্বজনঘাতী
অর্জ্জুনের পুত্র, অভিমন্যু পড়িবে সমরে?
করিয়াছে ব্যূহ ভেদ সেই!
যদি জানিতাম কোন বাণে মৃত্যু তার,
লইতাম সর্ব্বহত্যা-প্রতিশোধ আজি!
যাই, দিই সমাচার নেতৃস্থানে! [প্রস্থান]

শকুনি। অই, শোন,
অভিমন্যু পশিয়াছে রণে, পাণ্ডব উদ্ধারে।
অর্দ্ধরাজ্য করিবি বিভাগ তার সনে করেছিলি পণ,
বীরত্বের করহ বিভাগ আজি!
কৌরবের রক্ষা হেতু যুঝ তার সনে।

লক্ষ্মণ। শান্ত আমি হইয়াছি দেব, যান যথা কর্ত্তব্য আপন।

শকুনি। সত্যই ভেটিবি রণে অভিমন্যে?
ওরে, না, না!

লক্ষ্মণ। এ কি বীর? দুর্ব্বল আপনি?

শকুনি। তুই মোর কত দুর্ব্বলতা জানিস্ না তুই!
গান্ধারের কারাগার ইতিহাস
তোরে দেখে হয় মোর ভুল!
পাশায় আমার ধরেছে ভাঙন, দেখ!
আয় চলে আয়, কাজ নাই ভেটি' অভিমন্যে
দুর্জ্জয় সে অর্জ্জুনতনয়!

লক্ষ্মণ। ছাড়ুন আমারে।
দুর্জ্জয় সে অর্জ্জুনতনয়—আমি দুর্য্যোধনসুত!
আসিয়াছে বধিতে পিতারে,
কত তার বল দেখিব এখনি!
[ধনুকে বাণ যোজনার আয়োজন করিল]

শকুনি। [বাধা দিতে দিতে টানিয়া]
ওরে ক্ষান্তহ', ক্ষান্তহ'।
কালান্তকসম করে রণ অভিমন্যু!
তুই পারিবি না।

লক্ষ্মণ। ছেড়ে দিন মোরে!
পারিব কি পারিব না এইক্ষণে হইবে পরীক্ষা।

শকুনি। চ'লে আয় দুর্ব্বল বালক!
দুর্ব্বলতা নহে মোর, তোরে মোর প্রয়োজন!
মরিবি কি রহিবি বাঁচিয়া তুই, সে ইচ্ছা আমার!
এখনি মরিতে তোরে দিতে ইচ্ছা নাই;—
একি, দুর্ব্বলতা মোর?
কিম্বা, সঙ্কল্প আমার?

লক্ষ্মণ। ছাড়ুন, ছাড়ুন মোরে!

শকুনি। চলে আয়।
ছাড়িব কি ছাড়িবনা করিব বিচার!
তুই মোর শেষ অস্ত্র;—
এখনি কি সমরান্তে করিব প্রয়োগ তোরে,
বুঝিতে পারিনা নিজে।
চলে আয়, দেখি।

লক্ষ্মণ। ছাড়ুন, ছাড়ুন। [লক্ষ্মণকে টানিয়া লইয়া শকুনির প্রস্থান]

[অভিমন্যুর ভল্লহস্তে প্রবেশ]

অভি। কোথা সূতপুত্র? কোথা দুর্য্যোধন?
আসিয়াছে অভিমন্যু কৃতান্ত সবার!

নেপথ্যে লক্ষ্মণ। রক্ষা কর আগে আপনারে।

অভি। কে রে হতভাগ্য মরণের মুখে?

[ভল্ল নিক্ষেপ, লক্ষ্মণের প্রবেশ,
ভল্ল বুকে লাগিয়া লক্ষ্মণের পতন]

লক্ষ্মণ। অভিমন্যু!

অভি। কে তুমি? লক্ষ্মণ?
কি করিলে? কি করিনু আমি?

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি। করিয়াছ সর্ব্বনাশ!
পাণ্ডবের উদ্ধারের যদি ছিল পথ
এইবার বধ তাহাদের সুনিশ্চয়!
পুত্রশোকে ক্ষিপ্ত দুর্য্যোধন
কারে নাহি করিবে মার্জ্জনা।

অভি। ধর অস্ত্র সুবলনন্দন, বধ মোরে—
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
ওঃ লক্ষ্মণেরে বধিলাম আমি?

শকুনি। কত আমি করিলাম নিবারণ,
মরণের মুখে, ঝম্প দিল পতঙ্গের মত।
মৃত্যুভয়ে দুর্ব্বল বালক মরণ লইল যাচি!
একমাত্র দুর্ব্বলতা মোর, ছিন্ন তুমি করিলে তাহারে!

অভি। আমারে করহ বধ।

শকুনি। নিশ্চয় তোমার বধ আজি, নাহিক সন্দেহ।
তবে মম হস্তে নহে।
তোমার সংহারে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে মোর।

অভি। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!

শকুনি। মৃত লক্ষ্মণের কর্ণে ও আহ্বান পশিবে কি যুবা?
পার যদি মুক্ত কর আগে পিতৃগণে,
লক্ষ্মণের তরে শোক করিতে পারিবে পরে।

অভি। তুমি নাহি বারিবে আমারে রণে?

শকুনি। আমি ছাড়ি দিনু পথ, দেখ কোথা কর্ণরথ।
তাহার উপর বন্দী চারি ভাই।

অভি। তোমারে ছাড়িতে হল ভাই, কিন্তু নহে বেশীক্ষণ।
গান্ধার ঈশ্বর,
হয় যদি সমরে পতন মোর আজি,
লক্ষ্মণের পাশে রচি দিও চিতা মোর।
একরাজ্য দুই ভায়ে করিব বণ্টন,
ছিল দুজনার পণ, জান তুমি।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! [অভিমন্যুর প্রস্থান]

শকুনি। তোমারে ডাকিল অভিমন্যু, শুনিলে কি তুমি?
আমারো ডাকিতে ইচ্ছা হয়
প্রাণপণে করিয়া চীৎকার!—
অভিমন্যু দিয়ে গেল ভার,
তোমাপাশে তাহারে শোয়াতে হবে!
তোমাপাশে তাহারে শোয়াতে হবে!!
তাহারে শোয়াতে হবে!!!

চতুর্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—অপরাংশ।

একাকী কর্ণের প্রবেশ, পরে দ্রোণাচার্য্য ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। এই যে এখানে সখা অঙ্গরাজ!
কি বিচিত্র রঙ্গ তব
বন্দী ল'য়ে কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে ভ্রমণ?
কিন্তু, কোথা তারা?

কর্ণ। করিয়াছি মুক্তিদান।

দুর্য্যো। করিয়াছ মুক্তিদান?

কর্ণ। করিয়াছি মুক্তিদান।
যেবা শাস্তি ইচ্ছা হয়, দাও সখা মোরে,
শির পাতি লব।

দুর্য্যো। কিন্তু কেন করিয়াছ মুক্তিদান?

কর্ণ। প্রশ্ন কিছু করোনা জিজ্ঞাসা মোরে, অক্ষম উত্তর দানে।

দুর্য্যো। সমস্ত বোধের অতীত মোর।
হে আচার্য্য, পারিলেন আপনি বুঝিতে
সূতপুত্রের আচার?

কর্ণ। কর তিরস্কার, দেহ দণ্ড মোরে সখা!

দুর্য্যো। সখা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

[শকুনির প্রবেশ]

হে মাতুল, জিজ্ঞাস রাধেয়ে
কোন হেতু দিল মুক্তি পাণ্ডবেরে!

শকুনি। আঃ! মুক্ত পাণ্ডবেরা তবে!

দুর্য্যো। মুক্ত ভীম, মুক্ত যুধিষ্ঠির!
বন্ধন করিয়া মোরে লয়ে যাও তাহাদের কাছে,
কহ, নির্ব্বোধেরে যথা ইচ্ছা করিতে পীড়ন!
সখা! সখা কেহ নাহি মোর, শত্রু চারিদিকে!
যার তরে ভীষ্মেরে ঠেলিয়া দিনু মৃত্যুমুখে নিজে,
ইচ্ছা মৃত্যু তিনি! সেই কর্ণ?
হে মাতুল!—

শকুনি। আমারেও করোনা বিশ্বাস, দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। তোমারেও নাহিক বিশ্বাস?
হবে।
হে আচার্য্য, কার্ম্মুক রয়েছে হস্তে তব
তীক্ষ্ণবাণে কেটে লও শির মোর,
মুকুটের অতিপ্রলোভন এত যারে অন্ধ করিয়াছে,
আপনারে করিয়াছে পর, পরেরে আপন!

কর্ণ। দৌর্ব্বল্য আমার একবার ক্ষমা কর রাজা।
তুমি মোরে হইলে বিরূপ
আশ্রয় আমার নাহি ত্রিভুবনে,
আমার সর্ব্বস্ব তোমা হ'তে!
বল, কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে মোরে,
নির্ব্বিচারে তব কার্য্য করিব সাধন।

দ্রোণ।	বৎস দুর্য্যোধন,
উপযুক্ত কারণ নিশ্চয় আছে,
নহে, কর্ণ কভু ত্যজিত না পাণ্ডবেরে।
যথাকালে অবশ্য জানিবে।
আপাততঃ
অভিমন্যে কেমনে বারিবে রণে করহ সুস্থির।

শকুনি। অভিমন্যে করিতে হইবে বধ!

দুর্য্যো। ব্যাঘ্রে করি পরিত্যাগ, শাবকের নিধনে কি ফল?

শকুনি। অভিমন্যু বধিয়াছে লক্ষ্মণেরে!

দুর্য্যো। কি বলিলে?

শকুনি। অভিমন্যু বধিয়াছে লক্ষ্মণেরে।

দুর্য্যো। গুরুদেব!

দ্রোণ। অভিমন্যু বধিয়াছে লক্ষ্মণেরে? দুজনার এত ভালবাসা—

শকুনি। ভালবাসা গিয়াছে ভাসিয়া শোণিত প্লাবনে!
কর অভিমন্যু বধের যুকতি!

দ্রোণ। ন্যায় যুদ্ধে কুমারের নাহিক বিনাশ!

শকুনি। করহ অন্যায় সমর তা'হলে।

দুর্য্যো। লক্ষ্মণ ও অভিমন্যু, দুই ভাই;
ভাবিতাম ভালবাসে দোঁহে দুজনারে।
অভিমন্যু পারিল বধিতে লক্ষ্মণেরে,
আমি কেন পারিব না করিতে আদেশ সংহার তাহার?
বধ, বধ!
ন্যায় কি অন্যায় রণ বুঝিনাক আমি!
কর বধ অভিমন্যে যেই ভাবে পার!

দ্রোণ। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম হ'ক, তব পক্ষে করিব সমর—
ভৃত্য আমি রাজসংসারের।

কর্ণ। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা এসেছিল প্রাণে,
মুক্তিদান করেছি পাণ্ডবে।
ক্ষমা কর মোরে সখা, অপরাধ।
করিব আঘাত আজি অর্জ্জুনের বুকে
অলক্ষ্যে করিয়া অবস্থান!
এ আঘাতে বাঁচিলে অর্জ্জুন,
ভেটিবে সম্মুখ রণে তারে!

শকুনি। যে যেভাবে পার, দৃঢ় কর দুর্ব্বল অন্তর।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম যুদ্ধ অর্থ কিছু নাই!
যুদ্ধ কভু ধর্ম্ম নয়!
ধর্ম্মযুদ্ধ অলীককল্পনা, বন্ধ্যাপুত্র সম!
দুই কূল রক্ষা কভু যুদ্ধে নাহি হয়।
এই শকুনির গীতা!
আজি বুঝিয়াছে দুর্য্যোধন, কালি বুঝিবে অর্জ্জুন।

দুর্য্যো। কহ সেনাপতি, কি ভাবে করিতে হবে রণ?

দ্রোণ। ছয় রথী মিলি এক সঙ্গে করিতে হইবে আক্রমণ!

দুর্য্যো। ছয় রথী মিলি এক সঙ্গে কর আক্রমণ।

দ্রোণ। কিন্তু ব্যূহমুখে—

দুর্য্যো। ব্যূহমুখে?

দ্রোণ। ব্যূহমুখে ঘটাবে প্লাবন পাণ্ডববারিধি আজি।
কে তারে করিবে রোধ?

[জয়দ্রথের প্রবেশ]

জয়। আমি, সেনাপতি। আমি আজি রোধিব পাণ্ডবে!
লভিয়াছি শিববর একদিন পারিব জিনিতে
পার্থ ছাড়া সমস্ত পাণ্ডবে!
প্রতীক্ষায় আছিলাম এতদিন,
আজি শিববর করিব গ্রহণ!
শিববরে, সিন্ধুসেনা মোর
ব্যূহমুখে করিবে রচনা অভেদ্য প্রাকার,
একত্রিত পাণ্ডব বাহিনী টলাইতে নারিবে তাহারে!

দ্রোণ। ব্যূহদ্বারে দ্বারী তবে হও তুমি।
হও ত্বরান্বিত রাজার আদেশ করিতে পালন সবে।
এস রাজা।

[শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

শকুনি। [যাইতে যাইতে]
টুটেছে স্নেহের বাঁধ কৌরবের আজি লক্ষ্মণমরণে,—
অভিমন্যে নাশি'
ঘুচাইব পাণ্ডবের দ্বিধাদুর্ব্বলতা!
টলাইব তোমারে কেশব!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—পথ।

উত্তর ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

উত্তর। স্থিরা তুমি হও মাতা, যাও শিবিরেতে।
প্রাণপণ যুঝিছে সকলে ব্যূহমুখে,
বিরাট পাঞ্চাল পাণ্ডবের সেনা।
বিলম্ব আমার হেথা নহেক উচিত।
একাকী রাখিয়ে তোমা পথি মাঝে,
যাই বা কেমনে?

দ্রৌপ। আমারে লইয়া চল ব্যূহমুখে,
আমি আজি সাজিব চামুণ্ডা,
জয়দ্রথশৃগালের মুণ্ড লয়ে খেলিব গেণ্ডুয়া!
ব্যূহপ্রবেশের পথ মুক্ত করি দিব আমি!

উত্তর। অসাধ্য মা আজি পরাজয় জয়দ্রথে,
শুনি, শিববরে!
ব্যস্ত তারে রাখিব সমরে,
যাবত না পশে রণে ধনঞ্জয়।

দ্রৌপ। যাব আমি দুষ্টের সম্মুখে।
আমার দৃষ্টির আগে,
হস্ত হ'তে অস্ত্র তার পড়িবে খসিয়া।—
দুরাচার জানে মোরে!

উত্তর। উন্মাদিনী হয়ো না জননী,
যাও ফিরে।

দ্রৌপ। যাব ফিরে?
ব্যূহমধ্যে সর্ব্বস্ব আমার—
বন্দী চারি পতি;
একাকী তনয় অগণিত অরি মাঝে,
কোথা যাব ফিরে?
আজি ব্যূহদ্বারে ত্যজিব পরাণ।
নিয়ে চল মোরে সেথা।

উত্তর। কি বিভ্রাট ঘটিবে না জানি!
যাহা ইচ্ছা কর মাতা।
বিলম্ব করিতে নারি আর
পাণ্ডবের একেলার নহে অভিমন্যু,
বিরাটের জীবন-জীবন। [প্রস্থান]

দ্রৌপ। হেন শাস্তি দিবে কি কেশব? [প্রস্থানোদ্যত]

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধি। যাজ্ঞসেনি!

দ্রৌপ। আসিয়াছ তুমি?
মুক্ত তবে তোমাদের করিল তনয়?

যুধি। মুক্ত করিয়াছে অঙ্গরাজ,—
ব্যূহের বাহিরে করে ত্যাগ চারিজনে।

দ্রৌপ। কোথা তবে অভিমন্যু ?

যুধি। অভিমন্যু !

দ্রৌপ। ব্যূহভেদ করিল বালক তোমাদের মুক্তি হেতু !
জয়দ্রথ ব্যূহমুখে নিবারিছে সমগ্র পাণ্ডবসেনা !

যুধি। জয়দ্রথ ব্যূহমুখে ? সর্ব্বনাশ !
শিববরে অজেয় সে আজি অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের।
সংশপ্তক এখনত নাহি হল শেষ !

দ্রৌপ। সেই দিন হয়ে যেত শেষ দুরাচার,
যেই দিন করেছিল আমারে হরণ বনে—
ভীমার্জ্জন মৃত্যু তারে চেয়েছিল দিতে,
তোমার নিষেধে মুক্তি তার !

যুধি। অনেকের মৃত্যু ভীমার্জ্জুন চেয়েছে অনেকবার ;
মরণের ব্যথা তারা বুঝুক আপনি,
তারপর দিবে মৃত্যু যারে দিতে পারে !

দ্রৌপ। ওগো, কি নির্দ্দয় পরাণ তোমার !
কেমনে করিছ উচ্চারণ ভাবিতে পারিনা যাহা ?

যুধি। বিনা মূল্যে পার হব সমরজলধি,
সে সৌভাগ্য পাণ্ডবের, মনে নাহি হয়।
কেশবের যাহা ইচ্ছা হবে !

দ্রৌপ। কেশব ! কেশব !
কর ক্ষমা জ্ঞানহীনা নারী।

সমরের উত্তেজনা আমারি কারণ,
আমারে করহ চূর্ণ স্থদর্শন ঘায়!
রক্ষা কর অভিমন্যে, রক্ষা কর আর সবে।
কৌরবের বৈর ভুলে যাব,
ভুলে যাব প্রতিজ্ঞা আপন।
এই দেখ,
নিজহস্তে করিতেছি বেণীর সংহার। [বন্ধনোদ্যোগ]

[ভীমের প্রবেশ]

ভীম। কি কর, কি কর যাজ্ঞসেনি?
তুমিও আমারে আজি করিবে লাঞ্ছনা?
প্রতিজ্ঞা ভীমের করিবে বিফল?
কর। স্থতপুত্র করে অপমান,—
অপবিত্র ওষ্ঠের পরশে তার কলঙ্কিত এই গণ্ড মোর!
তুমি যদি নিজ করে বাঁধ নিজ বেণী
জীবিত রহিতে মোর প্রয়োজন কিছু নাহি আর।
বৃথা সহদেব, বৃথাই নকুল
আত্মহত্যা বারণ করিল মোর!

দ্রৌপ। বাঁধিব না বেণী।
জয়দ্রথ দুরাচারে বধি' চক্রব্যূহ কর ভেদ।
অভিমন্যু রয়েছে ভিতরে সমরে সহায়হীন!

ভীম। অভিমন্যু একাকী পশেছে ব্যূহ?
আর, সকলে বাহিরে মোরা!
বিলম্ব কি হেতু আর্য্য?
দেহ অনুমতি ব্যূহমুখ করি আক্রমণ!

যুধি। আক্রমণ নিশ্চয় করিতে হবে!
কিন্তু শিববরে বলীয়ান সিন্ধুরাজ
পরাজয় দিবে সকলেরে।
অর্জ্জুন না আসিলে সমরে উপায় দেখি না কিছু!

ভীম। তাঁরি অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট রহিবে বসি'?
সংশপ্তক যদি তাঁরে রাখয়ে ব্যাপৃত সারাদিন?

দ্রৌপ। কোথা সংশপ্তক রণ জান কি হে তুমি?
আমি যাব সেথা,
দিব সমাচার শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে;
আক্রমণ করহ তোমরা ব্যূহমুখ।

যুধি। উন্মাদিনী!

দ্রৌপ। উন্মাদিনী আজি জান তুমি?
যেই দিন বসিয়া নিশ্চল দেখেছ তোমরা,
শিথিল করিল বেণী দুঃশাসন,
রমণীর শেষনিধি, লজ্জা আবরণ
যেই দিন উন্মোচনে করিল প্রয়াস,
প্রকাশ্য সভায়, সেই দিন হতে উন্মাদিনী!
জয়দ্রথ কেশে ধ'রে তুলি লয় রথে,
সুতপুত্র করে পদাঘাত বিরাটের পুরে;—
সহিতে কি পারিতাম সব, উন্মাদিনী নাহি হলে?
আজি পুনঃ জয়দ্রথ এসেছে জীবনে মোর
জীবন অধিক ধনে করিতে হরণ—
উন্মাদিনী হইব না?
বল ভীম কোথা সংশপ্তক।

ভীম। কুরুক্ষেত্র দক্ষিণ প্রান্তরে।
কিন্তু রহ স্থির, শিববর করিব পরীক্ষা আগে।
শিববর! শিববর!—
সকলের হেতু ধর্ম্মরাজ।

যুধি। নাহিক সন্দেহ ভীম, সকলের হেতু আমি।
আমারে করহ ত্যাগ ভীম,
আমারে করহ ত্যাগ সকলে তোমরা।
আমি যাই বনবাসে ফিরে।

ভীম। এ সময় অভিমান নির্ব্বোধের পরে করিও না তুমি—
আত্মহত্যা ইচ্ছা মোর জাগায়ো না পুনঃ।

যুধি। অভিমান নহে ভাই, আশঙ্কা আমার।
ব্যূহমধ্যে কিরূপ হতেছে রণ, কে বলিবে?
অন্যায় হবে না রণে মনে হয়—
আছেন আচার্য্য!
কিন্তু, ন্যায় রণে অবধ্য তনয়।
রণে অন্যায়ের আশঙ্কা আমার আজি।
কেশবেরে বড় প্রয়োজন মোর এইক্ষণে।

ভীম। অন্যায়ে বিরত হবে দুরাত্মা কৌরব
মনেও ভেবোনা।
জল্পনায় কালক্ষেপ নহেক উচিত।
দেহ অনুমতি আক্রমণ করি ব্যূহমুখ।

যুধি। করহ প্রয়াস ভীম।

ভীম। যাবত মরণ করিব প্রয়াস
উদ্ধারিতে কৃষ্ণার্জ্জুন পরাণের নিধি। [প্রস্থান]

যুধি। তুমি কি করিবে কৃষ্ণা?

দ্রৌপ। যাব যেথা সংশপ্তক।

যুধি। ততক্ষণ রণ হবে অবহার, পাগলিনি,
পর্য্যটন হবে শুধু সার।
যাও শিবিরেতে করহ প্রতীক্ষা,
প্রাণপণ করিব প্রয়াস মোরা।

[বিরাটের প্রবেশ]

বিরাট। এস ধর্ম্মরাজ, কর ত্বরা!
কোথা ধনঞ্জয়?
এখনও না দেখি তাহারে?
এস একসঙ্গে করি আক্রমণ জয়দ্রথে।
কি সুদৃঢ় সিন্ধুসেনাসন্নিবেশ
করে আজি ব্যূহমুখে জয়দ্রথ,
কেন্দ্রীভূত পাণ্ডবশকতি তাহা নারে টলাইতে!
পাশেবদ্ধ পরাণ সবার, নিশ্চেষ্ট বসিয়া তুমি?

[উত্তরের প্রবেশ]

উত্তর। এস পিতা, এস ধর্ম্মরাজ!
জয়দ্রথে ব্যাপৃত করেছে নিজে বীর বৃকোদর,—
সবে মিলি করি আক্রমণ সিন্ধুসেনা প্রাকার ব্যূহের!

বিরাট। চল পুত্র, এস ধর্ম্মরাজ! [বিরাট ও উত্তরের প্রস্থান]

দ্রৌপ। নিশ্চেষ্ট তবুও ধর্ম্মরাজ?

যুধি। সব চেষ্টা হইবে বিফল ধনঞ্জয় না পশিলে রণে।
কেশব, কেশব, কি ইচ্ছা তোমার তুমিই তা জান।
তুমি যাও শিবিরেতে।

দ্রৌপ। আমি ভার না হব তোমার, যাও তুমি রণে!
তোমার স্থিরতা আজি কম্পান্বিত করিছে পরাণ মোর!
কি তুমি বুঝিছ, প্রকাশ করহ মোর কাছে,—
না, না কহিওনা কিছু,
শুধু যাও রণে পুনঃ যুধিষ্ঠির বীর!

যুধি। যুধিষ্ঠির নাম মোর ব্যর্থ আজি সতী।
এত অস্থিরতা অন্তরে আমার
কোন যুদ্ধে কোন দিন করি নাই অনুভব।
হৃদয়ের অস্থিরতা নিশ্চেষ্ট করেছে মোর দেহ।

দ্রৌপ। একথা বলোনা তুমি!
অবশ করোনা মোরে,
অবশ করোনা সর্ব্ব পাণ্ডব শকতি!

নেপথ্যে ভীম। মৃত্যু দে রে মৃত্যু দে রে মোরে সিন্ধুসারমেয়!
আরে, আরে, পরদারলোভী কামাতুর!

নেপথ্যে জয়দ্রথ। কামাতুর নাহিক সন্দেহ,
দ্রৌপদীরে লোভ এখনো আমার।

[উভয়ের প্রবেশ]

ভীম। প্রাণদান দিয়েছিলে কুটুম্বে তোমার,
মৃত্যু দিতে বল মোরে, ওহে ধর্ম্মরাজ,
আত্মহত্যা পাপ হতে কর পরিত্রাণ।

জয়। যুধিষ্ঠিরে দেখি হেথা?
নমস্কার।
তোমার কৃপায়, আজি রণে গৌরব আমার।

যুধি। দিয়েছিনু প্রাণদান, সিন্ধুরাজ,
প্রতিদানে ভিক্ষা চাই,
মুক্ত কর ব্যূহদ্বার, পশিব ভিতরে,
রক্ষিব বালকে শুধু সমরে অন্যায় হতে,
করিব না আঘাত কাহারে কৌরব পক্ষের।
অসহায় বালকসংহারে হয়োনা সহায় বীর।

জয়। বীর নহি আমি।
ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশ রাজা, কামাতুর চোর!
ভীমার্জ্জুন অপমানচিহ্ন আজো আছে দেহে।
আজি শুধু পেয়েছি সুযোগ,
অপমানশোধ যতদূর পারি, লব।
কালি?
কালি, হয়ত মরণ মোর!

দ্রৌপ। মরণ নিশ্চয় তোর, কালি, অর্জ্জুনের হাতে, দুষ্ট।

জয়। কিন্তু আজি?
ব্যূহদ্বার ছেড়ে দিতে পারি, ভীম,
আজি যদি দাও মোরে দ্রৌপদীরে তোমাদের।

ভীম। আরে দুষ্ট দ্বিতীয় কীচক!

দ্রৌপ। [ভীমকে বাধা দিয়া]
রাখ বৃথা দম্ভ বৃকোদর আজি!
সূতপুত্র করিল বন্ধন, করিল চুম্বন গণ্ডে,
জয়দ্রথ দিল পরাজয়,
তবু বৃথা আস্ফালন গেলনা আজিও?

ভীম। কৃষ্ণা!

দ্রৌপ। কৃষ্ণা যে স্বৈরিণী!
রজস্বলা একবস্ত্রা, উলঙ্গিনী করে সভাস্থলে
দেখেছিলে বসিয়া নিশ্চল,
আজি স্বেচ্ছায় বরিব বীর সিন্ধুরাজে,
প্রাণাপেক্ষা মানাপেক্ষা
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র প্রাণরক্ষা হেতু,
সহিতে পারিবে তাহা।
এস, চল, জয়দ্রথ, কোথা লয়ে যাবে মোরে।
মুক্ত কর ব্যূহদ্বার।
যাও ধর্ম্মরাজ, যাও ভীমসেন পার যদি, রক্ষা কর,
সুভদ্রার উত্তরার পরাণের নিধি!
আমা লাগি সমর উদ্যোগ,
আমার কলঙ্কে হ'ক রণ অবসান!
হউক স্থাপিত শান্তি!

যুধি। উন্মাদিনী!

দ্রৌপ। উন্মাদিনী, উন্মাদিনী,
বার বার কয়োনা আমারে!
চল সিন্ধুরাজ!

ভীম। মৃত কি জীবিত আমি, সুপ্ত কি জাগ্রত?
ধর্ম্মরাজ করহ আদেশ, বধ করি দুষ্টা রমণীরে!

দ্রৌপ। শক্তি শুধু নারী বধে!
তাও, ভ্রাতার আজ্ঞার অপেক্ষায়!
এত অকর্ম্মণ্য তুমি ভীমসেন,
জানিলে কি খুলিতাম বেণী?

এস সিন্ধু বীর
নিজ হস্তে তুমি মোর বাঁধি দিবে বেণী।

ভীম। হাঁ, হাঁ। যাও সুকেশিনী, যাও তুমি, বর জয়দ্রথে!
জয়দ্রথ বীর ছাড়ি' দিবে ব্যূহমুখ
অভিমন্যে আনিব ফিরায়ে!
তারপর, তারপর! তারপর?
না, না, একি সমস্যা দারুণ?
সিন্ধুপশু বাঁধি দিবে মুক্তকেশ দ্রৌপদীর?
যেই মুক্তকেশ পতাকা করিয়া
সুখে দুঃখে জয়ে পরাজয়ে পাণ্ডবের অভিযান!
যেই মুক্তকেশ ইতিহাস
রক্তের অক্ষরে লেখা ভীমের অন্তরে
সেই মুক্তকেশ!—
কিন্তু ব্যূহমধ্যে অবরুদ্ধ পঞ্চপাণ্ডবজীবন!
মাতার কলঙ্ক দিয়ে,
প্রাণরক্ষা ক্ষমিবে কি অভিমন্যু বীর?
তুমি যুধিষ্ঠির আছ স্থির
নির্দ্দয় ভীমের প্রতি চিরদিন!
নির্ব্বোধেরে করনা নির্দ্দেশ কি কর্ত্তব্য তার এইক্ষণে?

দ্রৌপ। স্থির কর কর্ত্তব্য আপন,
আমি স্থির করিয়াছি মোর।
এস সিন্ধুরাজ।

জয়দ্রথ। এই মত ভুলাইয়ে কীচকে আনিলে নাট্যশালে,
ঘটাইলে সংহার তাহার!

ছলনায় আমি না ভুলিব।
স্বেচ্ছায় বরণ তব অতি ভয়ঙ্কর!
বড় জ্বালা তার,
সহিতে অক্ষম দেখি পাণ্ডবেরা নিজে!
থাক তুমি পাণ্ডবের ঘরে, জ্বালাও তাদের!
আমি যাই কর্ত্তব্যে আপন। [প্রস্থান]

দ্রৌপ। কি তবে করিব আমি?
কর বধ ভীমসেন মোরে।

ভীম। কি দোষ করেছি কৃষ্ণ চরণে তোমার
ক্ষত্র অহঙ্কার, পাণ্ডবত্ব, মনুষ্যত্ব,
সকলি করিলে চুর?
এত নিঃসহায়! এত নিঃসহায়!
একদিন ধনঞ্জয় সমর বাহিরে,
একদিন নারিলাম রক্ষিতে বালকে!
এই অকর্ম্মণ্য মাংসপিণ্ডভার—
এতই অসার? কি করিব এরে লয়ে?
কি করিব?
ভুলিব কি প্রতিজ্ঞা আমার?
বাঁধিব কি দ্রৌপদীর বেণী?
তুষ্ট তাহে হবেন কেশব?
কিম্বা, এসলো পাঞ্চালি,
চল মোরা চ'লে যাই দূরে!
অভিমন্যু আমাদের নহে কেহ!
অভিমন্যু কেশবের, অভিমন্যু অর্জ্জুনের।

আমরা পালাই,
বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমাদের
নিয়ে যাই যত দূরে পারি !

[দ্রৌপদীকে লইয়া ভীমের প্রস্থান। যুধিষ্ঠির ব্যূহের দিকে গেলেন।]

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

চক্রব্যূহ কেন্দ্র।

দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন শকুনি যুযুৎসু ও অন্যান্য কৌরব মহারথ।

দ্রোণ। দেখ, দেখ, কি অদ্ভুত করিছে সমর অর্জ্জুন তনয়!
হেলায় সে করে রণ,
ছয় রথী মোরা পরাজিত বারে বারে।
করিলে কঠোর রণ,
সমস্ত কৌরব নাশ আজিকে নিশ্চয়।
কি হেতু কুমার অবহেলা করিছে সমরে,
বুঝিতে না পারি।

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি মোরা।
ধনঞ্জয় প্রিয়শিষ্য আচার্য্য দ্রোণের,
পক্ষপাত চিরদিন তার প্রতি তাঁর,
কার্পণ্য করিয়া তাই করিছেন রণ, দ্রোণ।
শিশুর সাহস সেই হেতু এত আজি রণে!

দ্রোণ। সত্য নহে ভাষণ তোমার, বৎস।
দেখিছ ত, একত্র করেছি মোরা প্রয়াস সকলে
অস্ত্রহীন করিতে বালকে,
বালকের অস্ত্রের অভাব নাহি হয়।

ধ্বজদণ্ড, রথচক্র, যাহা হাতে পায়,
বজ্রসম ধরে রূপ কুমারের করে !

শকুনি। শত্রুর প্রশংসা করি, সময় কাটান যদি
ঘটিবে বিপদ !
দিবা প্রায় অবসান ; কালি এ সময়,
অর্জ্জুনের রথ
কুরুক্ষেত্র পারাবারে তুলেছিল তুমুল তুফান।
এই দিকে, ব্যূহমুখে জয়দ্রথ
প্রাণপণে রোধিছে পাণ্ডবে।
তাহার শক্তির আছে সীমা।
শীঘ্র যদি নাহি পড়ে রণে অভিমন্যু,
ভবিষ্যৎ ছবি বড় মনোরম নাহি হবে দুর্য্যোধন !

দুর্য্যো। যাহা হয় করহ সত্বর দেব।
মোরে কিম্বা অভিমন্যে বিনাশ সমরে !

দ্রোণ। এক সঙ্গে ছয় রথী
হান যদি বাণ বিরথী কুমারে অস্ত্রহীন—
কুমার পড়িবে রণে !
কিন্তু, অতীব অন্যায় সেই রণ !

শকুনি। ন্যায় কি অন্যায়, বিচারের সময় হইবে পরে।
এখন সমস্যা মরণ বাঁচন,
আপদের কালে আপদের ধর্ম্ম !
বৎস দুর্য্যোধন, হও ত্বরান্বিত।

দুর্য্যো। গুরুদেব, কর প্রাণরক্ষার উপায়।

যুযুৎসু। প্রাণরক্ষার উপায় !
অন্যায় সমরে বধিলে কুমারে,
প্রাণ রক্ষা কারু হবে ভাব ?
মরণ নিশ্চয় জেনো অর্জ্জুনের করে !
আজি, ন্যায়রণে মর যদি সবে কুমারের হাতে,
মরণ হইবে, অধর্ম্ম হবেনা।
কিন্তু অধর্ম্মের লইয়া আশ্রয়
হত্যা যদি কর অভিমন্যে,
মরণ ত হইবেই
মৃত্যু অন্তে নরকেও নাহি হবে স্থান !

শকুনি। দ্বিতীয় বিদুর এলেন যুযুৎসু দেখি।
ন্যায়পরিষদে বাগ্মিতার দিও পরিচয় !
এবে শত্রুক্ষিপ্ত অস্ত্র জীবনসংশয় করিছে সবার ;
বাগ্মিতায় তাহা হইবেনা রোধ !

যুযুৎসু। অস্ত্র ? লজ্জা নাহি হয় ?
ছয় রথী মিলি' অস্ত্রহীন করিলে বালকে,
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে সমরে !
ভগ্নকাষ্ঠ লোষ্ট্রখণ্ড সম্বল শিশুর
তারি আক্রমণে ব্যাকুল সকলে,
চাহ তারে একসঙ্গে করিতে আঘাত !
অন্যায় করেছি বহু, আর আমি পারিব না।
চলিলাম রণক্ষেত্র ত্যজি,'
অভিমন্যু হাতে যদি পাও পরিত্রাণ,
শাস্তি দিও অবাধ্যতা অপরাধে।

দুর্য্যো। আসে অভিমন্যু,
করহ আদেশ সেনাপতি!

দ্রোণ। রাজার আদেশ করহ পালন সবে,
এক সঙ্গে হান বাণ!

শকুনি। এক সঙ্গে হাণ বাণ!
কার বাণে হইবে পতন জানিবে না কেহ,—
অন্তরে সান্ত্বনা পাবে।

[অভিমন্যুর প্রবেশ]

অভি। সমবেত সবে এক সঙ্গে?
এক সঙ্গে হানিবে কি বাণ?
হান।
অন্যায়ের করহ চরম!
কিন্তু কহ, কোথা পিতৃগণ।
যাবত না পাইব সন্ধান, মহামার করিব এমন
কৌরবের চিহ্ন নাহি রবে!
এই রথচক্র সম্বল আমার,
ইহার আঘাতে ছয়রথী যাবে চূর হ'য়ে!
কহ কোথা তাঁরা, শীঘ্র কহ।
কর যদি একত্র আঘাত সবে,
তবু মোর নাহিক পতন, যতক্ষণ আছি অস্ত্রধারী?
অস্ত্রের অভাব দেখিলে কি কভু মোর?
স্তব্ধ কেন? করহ পরীক্ষা!
নহে, মুক্তি দাও পিতৃগণে মোর, তারপর বধ মোরে।
কহ সূতপুত্র, কোথা তাঁরা!

শকুনি। মুক্ত পিতৃগণ তোর!
তবু, বৃথা বধেছিস্ লক্ষ্মণেরে তুই!

অভি। [চক্র ফেলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন]
বধিয়াছি লক্ষ্মণেরে!

দুর্য্যো। বধেছিস্ লক্ষ্মণেরে, বধ তোর আজি আততায়ী।
হান বাণ এক সঙ্গে সবে।

[সকলের তথাকরণ, অভিমন্যুর পতন, দূরে শঙ্খধ্বনি]

দ্রোণ। পাঞ্চজন্য দেবদত্ত ধ্বনি শোনা যায়,
হইয়াছে সংশপ্তক শেষ!
চল ত্বরা হেথা হ'তে।
পার্থ আসি পশিবে সংগ্রামে!

[শকুনি ও কর্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
কার্য্য শেষ আজি মোর!
এক কার্য্য আছে শুধু বাকী।
অভিমন্যু লক্ষ্মণেরে একত্রে শয়ন!
তুমি মোর হও হে সহায় কর্ণ।
যাব আমি যথা দুর্য্যোধন,
অনুমতি লব তাঁর লক্ষ্মণের লাগি।
পরে যাব পাণ্ডব সকাশে।
যতক্ষণ নাহি ফিরি, বালকের হও হে রক্ষক। [প্রস্থান]

কর্ণ। বালকের হইব রক্ষক!
রক্ষকই বটে পুত্র!
পরিচয় জানিলে আমার মৃতদেহ করিত ধিক্কার!

অভি। [অস্ফুটে] জ—ল !

কর্ণ। প্রাণলেশ আছে অবশেষ ! চাহিতেছে জল ?
নারায়ণ ! এতটুকু জল যেন পাই ! [প্রস্থান]

অভি। জ—ল !

[কর্ণের জল লইয়া প্রবেশ]

কর্ণ। পঙ্কিল এ জল, কোন প্রাণে দিব ওষ্ঠে তোর !

[অভিমন্যুর আকুলতা]

অভি। সূতপুত্র ! অশুচি যে— [মুখ ফিরাইল]

কর্ণ। নহি সূতপুত্র ! পুত্র, করহ বিশ্বাস।
কহিতেছি কেবা আমি।
আগে কর পান।

অভি। [পান করিয়া] সত্যই কি মুক্ত পিতৃগণ ?

কর্ণ। মুক্তিদান করিয়াছি আমি তাহাদের,
আমার কনিষ্ঠ ভাই তারা !
কুন্তীদেবী জননী আমার !
পরিত্যক্ত আমি কন্যাকালে জনমের অপরাধে।

অভি। দেহ পদধূলি আর্য্য !
পিতা হয়ে বধিলে সন্তানে দেব ?

কর্ণ। নিজহস্তে পুত্রে বলি সম্ভব কেবল
কঠোর হৃদয় কর্ণে, জান তুমি।
তুমি ? তুমি ত একার নহ মোর ?
তুমিত কৃষ্ণের !
জন্ম বিড়ম্বনে মোর দিতে হ'ল তোমারে তনয়
অন্যায় মরণ রণে !

কিন্তু পুত্র শুনে যাও
আজি বীরশয়নে তোমার
বরিল বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডবেরে কুরুক্ষেত্রে !
এটুকু সান্ত্বনা শুধু হতভাগ্য পিতৃব্যের তোর !

অভি । স্বেচ্ছায় মরণ মোর—বধিয়াছি লক্ষ্মণেরে !
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! [মৃত্যু]

কর্ণ । অভিমন্যু ! অভিমন্যু ! অভিমন্যু !
লক্ষ্মণেরে এত ভালবাসিতে তনয়,
তার নাম শেষ তব মুখে !

[মঞ্চ অন্ধকার হইল । পরে ধীরে ধীরে চন্দ্রালোক ফুটিয়া উঠিলে দেখা গেল অভিমন্যুর দেহ অপসারিত, কর্ণ একাকী পদচারণা করিতেছেন]

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভীমের প্রবেশ]

কর্ণ । আসিয়াছ ভীম ?
কতক্ষণ আছি অপেক্ষায় তোমাদের তরে,—
রণ অবহার বহুক্ষণ ।

ভীম । সূতপুত্র !

কর্ণ । কর্ণ, সূতপুত্র বল তুমি যারে ।

ভীম । তুমি পারিবে না ।
অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত, করিয়াছ মুক্তি দান পাণ্ডবেরে ;
তুমি পারিবে না মৃত্যু দিতে মোরে ।
নাহি কি কৌরব কেহ হেথা, মৃত্যু দিতে পারে মোরে ?
পাণ্ডব শিবিরে সকলেই করে অবহেলা,
না দেয় মরণ মোরে,—
আত্মহত্যা ছাড়া গতি মোর নাই কি কেশব ?

কর্ণ। মৃত্যুর অধিক ব্যথা দিয়াছি তোমারে ভীম, আজি!

ভীম। সত্য বটে, করিয়াছ চুম্বনলাঞ্ছনা,
জেতা অহঙ্কারে করিয়াছ স্নেহ অভিনয় তুমি।
জয়দ্রথভেক লঙ্ঘিয়াছে পাণ্ডবকরীরে,
ব্যূহমধ্যে অসহায় অভিমন্যে—

কর্ণ। অভিমন্যে করিয়াছি বধ!

ভীম। অভিমন্যে করিয়াছ বধ!

কর্ণ। করিয়াছি বধ অন্যায় সমরে মোরা!
করিবে না বধ মোরে, ভীম?

ভীম। নাহিক শকতি।
দেখিছ না আত্মহত্যা করিতে অক্ষম!

[প্রস্থানোদ্যত]

কর্ণ। কোথা যাও?

ভীম। যাই শিবিরেতে, যথা কৃষ্ণার্জ্জুন,—
এতক্ষণ ফিরেছে শিবিরে,
এইবার নিশ্চয় বধিবে তারা মোরে।
কিন্তু কেমনে দেখাব মুখ তাহাদের আমি?

কর্ণ। তোমাদের ভার লহ তোমরা পাণ্ডব।
শবাচ্ছন্ন কুরুক্ষেত্রে শ্বাপদশঙ্কুল নিশাকালে
রয়েছি প্রহরী অভিমন্যু লাগি তোমাদের।
আমারে দিবেনা মুক্তি, রণক্লান্ত আমি?

ভীম। মৃত অভিমন্যু!
কই উথলিয়া ওঠে না ত শোক?
এতই পাষাণ আমি, কিম্বা হয়েছি উন্মাদ?

কর্ণ। বৃকোদর! [ভীমকে স্পর্শ করিলেন]

ভীম। করিওনা স্পর্শ মোরে তুমি!
তোমার কোমল স্পর্শ, তোমার চুম্বনস্নেহ
অসাড় করেছে মোরে আজি!

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। বৃকোদর!

ভীম। আসিয়াছ তুমি?
চাহিব না তোমাদের পানে।
করহ আদেশ সখারে তোমার
মৃত্যু দিতে মোরে, পৃষ্ঠে মোর করিয়া আঘাত!
জ্যেষ্ঠ আমি তার, আশীর্ব্বাদ করিব তাহারে!

শ্রীকৃষ্ণ। বীরের শোকের রীতি এ নহে পাণ্ডব!
মৃত্যুরে করহ জয় বীর, মৃত্যুরে করিয়া অস্বীকার!
সহিয়াছি আমি,
সহিয়াছে পার্থ বীর অসহ্য এ শোক!
বীরোচিত করেছে প্রতিজ্ঞা
জয়দ্রথে বধিবে সে কালি,
নহে মৃত্যু পণ তার!

কর্ণ। শুধু জয়দ্রথে কেন কৃষ্ণ,
আমরা কি করিয়াছি দোষ
তাচ্ছিল্য করিবে পার্থ?

শ্রীকৃষ্ণ। অঙ্গরাজ!

কর্ণ। অঙ্গরাজ কৌরবসহায়,
বধিল যে অন্যায় সমরে পাণ্ডব নন্দনে!

আর কারো পুত্রে বলি চা'বে নারায়ণ?
ব্যথা বোঝ এইবার তুমি!

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যথা আজি বুঝিছে পাণ্ডব,
ব্যথা আজি বুঝিছে কৌরব,
ব্যথা আজি বুঝিছে বিরাট,
ব্যথা আজি বুঝিছে যাদব!

[শকুনির প্রবেশ]

শকুনি। কত ব্যথা প্রকাশ্য গোপন ভারতের সর্ব্ব অঙ্গে,
একত্রিত কুরুক্ষেত্রে বিস্ফোটক রূপে—
বুঝে থাক যদি বৈদ্যরাজ,
বিলম্ব করোনা আর শেষ অস্ত্র উপচারে!

ভীম। আজি একি স্বপনের ঘোর? একি মায়াজাল!
অন্যায় সমরে হত পুত্র অভিমন্যু,
সহিতেছি তবু,
অনার্য্য সৌবলে, হীন সূতপুত্রে সম্মুখে আমার?

শকুনি। উত্তেজিত হও হে পাণ্ডব,
কর নৈশ আক্রমণ কৌরব শিবির।
বধ কর দ্রোণে, কর্ণে, দুর্য্যোধনে, দুঃশাসনে,
আমারে, সকলে!
সকলে করেছে বধ, পুত্রে তোমাদের অন্যায় সমরে,
সকলেরে কর বধ আজি!

ভীম। কেশব! কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। মহাকাল সমর দেবতা,
পদতলে দিনু বলি, ভীম, প্রিয়তম নিধি আমাদের!

প্রার্থনা করহ তাঁর ঠাঁই,
ধর্ম্ম না হারাই যুদ্ধে, ধর্ম্মরাজ অনুগামী মোরা।

ভীম। যা তোমার ইচ্ছা বাসুদেব! [প্রস্থান]

কর্ণ। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম মোর,—
নারায়ণ, তুমি জান সব! [প্রস্থান]

শকুনি। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম!
ধর্ম্ম আর থাকিবে না, কৃষ্ণ!
চক্রব্যূহমন্থনসঞ্জাত উঠেছে অধর্ম্মবিষ কুরুক্ষেত্রে!
আজি পান করেছে কৌরব?
কালি করিবে পাণ্ডব!
দ্রোণে কর্ণে করিতে সংহার ধর্ম্মযুদ্ধে সম্ভব কি ভাব?
দুঃশাসন বক্ষরক্ত পান, দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ,
ধর্ম্মবিগর্হিত প্রতিজ্ঞা ভীমের, জান তুমি,
তবু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি ছলনা তোমার!
তাইত এ দারুণ আঘাত তোমারে করিতে হ'ল,
পার্থেরে করিতে হ'ল!
আজিকার এ আঘাত ব্যর্থ করিও না কৃষ্ণ;
দ্রুত জ্বালা করহে নির্ব্বাণ!
সফল বিফল যাহা হয়,
আজিকার চেষ্টা মোর শেষ,
আর শক্তি অবশিষ্ট নাই।
দ্যূত সভাতলে
পিতার পঞ্জর চালি'
তুলেছি বিক্ষোভ,

আজি আপন পঞ্জর ভাঙ্গি'
চালিয়াছি কুরুক্ষেত্রে !
লক্ষ্মণেরে ঠেলিয়াছি মরণের মুখে !
অভিমন্যু বধযুক্তি দিয়াছি কৌরবে !
সমরের প্রকৃত স্বরূপ করেছি প্রকাশ !
এইবার আপনার গতি লভিবে সমর
আপনার পরিণতি পানে !
তুমি শুধু
অভিমন্যু শেষ ইচ্ছা করহে পূরণ
যুগ্মচিতা কুরুক্ষেত্রে কর প্রজ্জ্বলিত !

শ্রীকৃষ্ণ। জ্বালাইব যুগ্মচিতা কুরুক্ষেত্রে আজি
সে অনলে পোড়ে যেন সর্ব্বব্যথা সকলের !

শকুনি। ব্যথা শুধু আজিকার নহে,
যুগের সঞ্চিত ব্যথা,
যুগের সঞ্চিত গ্লানি
সে অনলে পোড়াও কেশব !
তারপর পার যদি আন নব যুগ
তুলিতে মানব মন সমরের উর্দ্ধে,
হিংসার উপরে !

যতদিন রহিবে সমর
সমরের ব্যথারে লাঘব করিও না তুমি।
যত তীব্র ব্যথা সমরের
তত শীঘ্র মানব ভুলিবে তারে !

যাক্,
সে কার্য্য তোমার,
সে ভাবনা তব।
মম কার্য্য আজি শেষ।
চেয়েছিলে একদিন,
আজি হয়েছে সময়
পিতৃ অস্থি করিতে অর্পণ
তব চরণগঙ্গায়, নারায়ণ!

[পাশা পদতলে প্রদান]

যবনিকা

ছেলেদের গল্পের সেরা বই

ঠাকুর দাদার ঝোলা	১॥০
ঠাকুরমার ঝোলা	১।০
বিজ্ঞানের বাহাদুরি	৸০
চাঁদামামা	।০
পৃথিবীর আশ্চর্য্য	॥৴০
বাঘের মুখে	॥০
হাতেমতাই	॥৴০
বিশেডাকাত	॥৴০
দগোবার্ট	॥৴০
বাহাদুর ছেলে	॥৴০
ট্যালিস্‌ম্যান্	॥৴০
রূপকথা	।৴০
ইতিহাসের গল্প	।৴০

যাত্রার গীতাভিনয়

অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য

সুরথ উদ্ধার	১৷৷৹
ধর্ম্মলীলা বা রঙ্গাবতী	১৷৷৹
বামনভিক্ষা বা বলিদর্প দলন	১৷৷৹
রাই-উন্মাদিনী	১৷৹
তুলসীলীলা	১৷৹

হারাধন রায়

শুক্রাচার্য্য বা দেবযানী	১৷৷৹
পার্থপরীক্ষা	১৷৷৹
নলদময়ন্তী	১৷৷৹
মহাশ্বেতা বা কাদম্বরী	১৷৷৹

মতিলাল ঘোষ

বুদ্ধলীলা	১৷৷৹
সুধন্বা বধ	১৷৷৹
ধ্রুব	১৷৷৹
বৃন্দাবনবিহার	১৷৷৹
তারকাসুর বধ বা কুমারচরিত	১৷৷৹
চণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু	১৷৹